তা'লিমুল কুরআন
মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী

তা'লিমুল কুরআন

(প্রথম খন্ড)

বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনুধাবনে উৎসাহ প্রদান
এবং বিশ্ব মানবের সামনে কুরআনের চিরন্তন শিক্ষা
ও দাওয়াত পৌছাবার এক অনন্য গ্রন্থ

সম্পাদনায়

মওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
(প্রফেসর'স বুক কর্ণারের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
১৯১, ওয়ারলেছ রেল গেটই, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৪১৯১৫

তা'লিমুল কুরআন
(প্রথম খন্ড)

মওলানা দেলাওয়ার দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
এ, এম, আমিনুল ইসলাম
আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৪১৯১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৫
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৮
তৃতীয় প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
বোরহান উদ্দীন শিমুল

মুদ্রণে
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

শব্দ বিন্যাস
প্রফেসর'স কম্পিউটার

শুভেচ্ছা বিনিময়
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

TA'LIMYL QURAN
(Teachings of Holy Quran)
Vol-1
MOULANA DELAWAR HOSSAIN SAYEDEE
Published by Al-Falah publication, Dhaka.
Price : One hundred Fifty Taka Only.
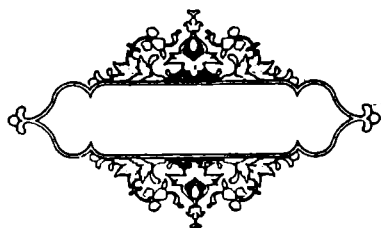
তা'লিমুল কুরআন
AL-FALAH
PUBLICATION'S,
DHAKA

প্রকাশনা প্রসঙ্গ

১. সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ, পথ প্রদর্শন ও বিশ্ব মানবারতার মুক্তির জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। একমাত্র কুরআনই বিশুদ্ধ মানবতার কথা, অনন্ত জীবনের কথা, মানবাধিকার ও মর্যাদার কথা, অন্তহীন শক্তি ও সম্ভাবনার কথা ঘোষনা করেছে। কুরআনই একমাত্র বিশ্বগ্রন্থ যার মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষ সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথ খুঁজে পেতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই যে, কুরআনের চিরন্তন শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাবার কারনেই মুসলিম উম্মাহ বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছে। মহ-াকবি আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেনঃ

মুসলমানের তরেই তখন সে যুগ করিত গর্ববোধ,
কুরআন ছাড়িয়ে এখন হয়েছো যুগ-কলংক হায় অবোধ!

২. পাঁচ খন্ডে সমাপ্য তা'লিমুল কুরআন বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনুধ-াবনে উৎসাহ প্রদান এবং বিশ্বমানবের সামনে কুরআনের চিরন্তন শিক্ষা ও দাওয়াত পৌছাবার এক অনন্য গ্রন্থ। অগ্রসর পাঠক গ্রন্থটি পাঠ করে কুরআনের মৌলিক শিক্ষা, জ্ঞানতত্ত্ব ও জীবন পরিক্রমায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অনসৃত নীতিমালা সমূহের ইসলামী রূপায়ন সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

৩. আমাদের সামর্থ সীমাবদ্ধ। এই সীমিত পরিসরে আমরা যথাসম্ভব সুন্দরভাবে তা'লিমুল কুরআন এর প্রথম খন্ড আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও শব্দ বিন্যাস ও মুদ্রণ জনিত কোনরূপ ভুল ত্রুটি যদি কোন সহৃদয় পাঠকের চোখে পড়ে তবে অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে অবগত করালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সাথে তা সংশোধন ও সংযোজন করবো।

৪. আসমানী সংবিধানের কোন বিকল্প নেই-মুসলিম উম্মাহ এটা অনুধাবন করতে পারলেই কল্যাণ আসবে, বিজয় আসবে, মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য।

তৃতীয় মুদ্রণ নতুন আঙ্গিকে করায় ভুল-ত্রুটি থাকা বাঞ্ছনীয়। পাঠক সমীপে আরজ ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে পরবর্তী মুদ্রণে তা সুধরিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ।

এ, এম, আমিনুল ইসলাম
প্রকাশক,
আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

যুগের দর্পন

নাজাতের পথ

পরকালের পথ

বেহেশতের চাবি

তা'লিমুল কুরআন

রিয়াদুল মু'মিনীন

জিয়ারতে বাইতুল্লাহ

ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

বিশ্ব নবীর অমীয় বাণী

বিশ্ব মানবতার মুক্তি সনদ

বিশ্ব সভ্যতায় নারীর মর্যাদা

ইসলাম পূর্ণাংঙ্গ জীবন বিধান

ইসলামী রাজনীতি কি ও কেন

বিশ্ব সভ্যতার মুক্তি কোন পথে

মানবতা বিধ্বংসী দু'টি মতবাদ

হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন

ইসলামে ভূমি কৃষি শিল্প ও শ্রম আইন

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী পূর্ণজাগরণের সম্ভা

প্রসঙ্গ কথা

মহাকাশ, মহাসিন্ধু, মহাবিশ্ব ও সমগ্র সৃষ্টিকূলের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কালজয়ী মহাগ্রন্থ আল কুরআন, যা মানব জাতির জন্য সর্বশেষ হেদায়াতের কিতাব।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়াপরবশে বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এ বিজ্ঞানময় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষের কাছে পৌছুবার তাওফিক তাঁর এ নগণ্য বান্দাকে তিনিই দান করেছেন। যা সহস্র অডিও-ভিডিও ক্যাসেটে অবদ্ধ হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছা পোষণ করছিলাম যে, সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত আল-কুরআন অধ্যায়ন ও অনুধাবনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআনুল কারীমের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের ওপর ভিত্তি করে একখানি গ্রন্থ সম্পাদনা করি। সীমাহীন ব্যস্ততার মাঝে বহু পরিশ্রমের পর আল্লাহপাক সে মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন।

উপ-মহাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা ইউসুফ ইসলাহীর "তা'লিমাতে কুরআনী" গ্রন্থের ভাবার্থ তা'লিমুল কুরআন সম্পাদিত হলো। মহান আল্লাহপাক তাঁকে জাঝায়ে খায়ের দান করুন। এ প্রসংগে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নাম উল্লেখ করতে হয়; খ্যাতিমান মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা মীম ফযলুর রহমান যিনি উক্ত গ্রন্থখানির ভাষান্তর করে আমাকে দারুনভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং প্রফেসর'স বুক কর্ণারের স্বত্ত্বাধীকারী স্নেহাস্পদ এ, এম, আমিনুল ইসলাম যিনি বইটি পুনঃ মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

বিনয়াবনত

সাঈদী

রোম, ইটালী,

ডিসেম্বর, ০১-১৯৯৫

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অর্থানুকূল্যে, তা'লিমূল কুরআন ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেলো তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, ব্যাংক ও হাসপাতালসহ বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট সমাজ সেবক, শিল্পপতি ও দানবীর জনাব আলহাজ রাগীব আলী।

কুরআনুল কারীমের এ খেদমতের জন্যে মহান আল্লাহপাক তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গকে এ মহাগ্রন্থের হেদায়াত নসীব করুন এবং ইহ্-পরকালে এর উত্তম পুরস্কার দান করুন।

সূচীক্রম

সূচনা খন্ড সমাপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে

অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা সমন্বিত মানব জাতির অস্তিত্ব। সুন্দর সুশোভিত অন্যান্য সৃষ্টিকুল ও এদের মধ্যকার সুসামঞ্জস্য ও ইনসাফপূর্ণ শৃংখলা ও অতুলনীয় ব্যবস্থাপনার প্রতি যে কোন বিবেকবান মানুষ গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে তার অন্তরে স্বতঃই মহান স্রষ্টার দান-দয়া ও ইহসানের ব্যাপারে এমন ভাবের উদ্রেক হবে যাতে সে চিৎকার করে বলে উঠবে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র সার্বিক প্রশংসার অধিকারী এবং তিনিই এককভাবে এর যোগ্য ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও প্রতিপালক।

দুনিয়ার সব কিছুই আল্লাহর প্রশংসায় সদা মুখর

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

–বনী ইসরাইল, ৪৪ আয়াত

"আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে সব জিনিসই। এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।"

সৃষ্টিকূলের সকল জিনিসই আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণায় সদা সর্বদা মূখর হয়ে আছে। এবং সকলেই স্ব-স্ব অস্তিত্বের দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রমাণ পেশ করে চলছে যে, তার একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ। তাঁর উর্ধে আর কেউ নেই। সুতরাং প্রশংসা একমাত্র তাঁরই এককভাবে প্রাপ্য। বস্তুত এটাই নিখিল সৃষ্টির প্রকৃতি। মানুষ নিখিল সৃষ্টিকূলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ।

মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক অজ্ঞ-মূর্খ বিশ্ব প্রকৃতির এ শাশ্বত নিয়মনীতির বিপরীতে মহান আল্লাহর যথার্থ গুণ কীর্তন ও প্রশংসা ঘোষণায় বিমুখ হয়ে থাকে, এর ফলে যদি তাদের ওপর কোন বিপদ-বিপর্যয় নেমে না আসে, তাহলে এর কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে চিন্তা-গবেষণা করে সঠিক পথে ফিরে আসার একটা সুযোগ ও অবকাশ দিচ্ছেন। কেননা, আল্লাহ বড়ই ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমা পরায়ন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেই আসল শরাফাত

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّ مِنْهُ
شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُوْنَ
وَ النَّخِيْلَ وَالأَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَأٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي
ذٰلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ○ وَ مَاذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَأٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○ وَ هُوَ
الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ
تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ
فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

—আন্‌নাহ্‌ল, ১০-১৪ আয়াত

"তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন, যা পান করে তোমরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হও এবং যার সাহায্যে তোমাদের পশুদের জন্যেও খাদ্য উৎপন্ন হয়। এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানাবিধ ফল জন্মায়। এর মধ্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্যে রয়েছে একটি বড় নিদর্শন।

তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্যে রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন এবং সমস্ত তারকাও তাঁরই নির্দেশে বশীভূত রয়েছে। যারা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্যে রয়েছে এর মধ্যে প্রচুর নিদর্শন। আর এই যে বহু রং বেরংয়ের জিনিস তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে সৃষ্টি করে রেখেছেন, এগুলির মধ্যেও অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, তাদের জন্যে, যারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

তিনিই তোমাদের জন্যে সাগরকে করায়ত্ব করে রেখেছেন। যাতে তোমরা তা থেকে তরতাজা গোস্ত নিয়ে খাও এবং তা থেকে এমন সব সৌন্দর্য্য সামগ্রী আহরণ করো যা তোমরা অঙ্গের ভূষণরূপে পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো সমূদ্রের বুক চিরে নৌযান চলাচল করে। এসব এজন্যে, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো"।

"আয়াত" ঐ আলামত ও নিদর্শন- নিশানীকে বলে যা কোন নিগুঢ় তত্ব ও তথ্যের বিকাশ ঘটায়, স্মরণ করিয়ে দেয়। পদচিহ্ন যেমন কারো পথ অতিক্রমের নিশ্চয়তা প্রকাশ করে। কবরস্থান চির শায়িত এক অধিবাসীর কথা যেমন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং জীবিতদের পরিনাম পরিণতি বলে দেয়; বিরান বস্তী, ছাইয়ের স্তুপ, ভাংগাচোরা আসবাবপত্র এক উজাড় হওয়া জনবসতির কথা যেরূপ স্মরণ করিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি আসমান জমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বেশুমার নেয়ামত ঐ সূক্ষ্ম তত্ব ও তথ্য প্রকাশ করে যে, এ সৃষ্টিকূলের মহান স্রস্টা অতীব দয়াবান, মেহেরবান, সার্থক প্রতিপালক, দাতা ও দয়ালু যিনি মানুষের জন্যে এ বিপুল ঐশ্বর্যে ভরা সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন এবং এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও প্রতিপালন নিজ দায়িত্বে আন্জাম দিচ্ছেন।

অতএব মানুষের মহাত্ম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে যে, সে তার মেহেরবান প্রভূ আল্লাহর যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এবং তার প্রদত্ত নেয়ামাত সমূহের স্বীকৃতি প্রদান করে মনে প্রানে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই প্রকৃতির দাবী

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصٰرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

–আন নাহ্ল, ৭৮ আয়াত

"আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদেরকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, চিন্তা-ভাবনা করার মত হৃদয় দিয়েছেন-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

আল্লাহ মানুষকে শুধু একটি সাধারণ দেহই দান করেননি বরং তাকে অসাধারণ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এমন সুন্দর সুষ্ঠু এক অবয়ব দানে ধন্য করেছেন যা অন্য কোন জীব জন্তুকে দান করা হয়নি। মানুষের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি , চিন্তা-ভাবনা করার প্রতিভা মূলতঃ এই দাবী করে যে, সে এগুলিকে শুধু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে এবং এক মাত্র আল্লাহর শুকুর গোজার বান্দা হয়ে পরিচালনা করবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীই আসল জ্ঞানী

وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ج وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ صلے وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

–লোকমান , ১২ আয়াত

"আমরা লোকমানকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছিলাম এই উপদেশ দিয়ে যে, আল্লাহর শুকুর আদায়কারী হও। যে কেউ শুকুর করবে তার শুকুর তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে কুফরী করে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন এবং স্বতঃই প্রশংসিত"।

ইহ্সানকারী ও নিয়ামাতদাতা আল্লাহর যথার্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমেই মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে, এবং এতে শুকুরকারীরই উপকার সাধিত হয়। আল্লাহ কারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মুখাপেক্ষী নন। কেউ শুকুর আদায় না করলেও আল্লাহর কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। কেউ তার শুকুর আদায় না করলেও তিনি স্বতঃই শুকুর প্রাপ্তির অধিকারী।

কৃতজ্ঞতা ঈমানের ভিত্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ صلے ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

–আল আনআম, ১ আয়াত

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তা সত্ত্বেও যারা সত্যের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা অপর জিনিসকে নিজেদের খোদার সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করেছে।"

"আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন" এ ঘোষণায় ঐ সব নেয়ামতও শামিল রয়েছে যা এতদ উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ মানুষকে প্রতিপালন ও স্থিতিশীল রাখার জন্যে তৈরী করেছেন। এর মধ্যে আলো-আধাঁর দুটি বিশিষ্ট নেয়ামাত। যার কল্যাণে মানুষ দুনিয়ায় বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। জমিনের প্রতিটি পর্যায়ে তার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়।

এসব নেয়ামাতের যথার্থ দাবী হচ্ছে, যে খোদার বান্দারা মনে প্রাণে এসব নেয়ামাতের স্বীকৃতি প্রদান করবে। মৌখিক ঘোষণা দেবে এবং কাজের মাধ্যমে এর প্রমাণ পেশ করে যথার্থ শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। বস্তুতঃ এ ধরনের শুকরিয়া জ্ঞাপনই ঈমানের ভিত্তি।

যে সব লোক নিজ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নেয়ামাত দাতার যথার্থ শুকরিয়া আদায় করে না, তারা শেষ পর্যন্ত শিরক্ এর ফাঁদে পতিত হয়।

সবকিছু মহান আল্লাহর পক্ষ হতে লাভ করে অপর কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা জঘন্য নির্বুদ্ধিতা। মূলতঃ নেয়ামাতের শুকরিয়া জ্ঞাপন এমন এক অভ্যন্তরীন প্রেরণা যা মানুষকে ঈমানী বলে বলীয়ান করে। আর অকৃতজ্ঞতা এমনি জঘন্য প্রকৃতি যা মানুষকে শিরক এর পঙ্কিল আবর্তে নিক্ষেপ করে।

مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا ○

—আননিসা, ১৪৭ আয়াত

"আল্লাহর কি প্রয়োজন তোমাদের অযথা শাস্তি দেবার, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকো এবং ঈমানের নীতির ওপর চলো? আল্লাহ বড়ই পুরস্কার দানকার ও সর্বজ্ঞ।"

বান্দার শুকুর গোজার হবার মৌলিক দাবী হচ্ছে যে, আল্লাহর দেয়া নেয়ামাত সমূহের ব্যাপারে অন্য কাউকে শরীক না করা। এবং প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করা। প্রকৃতপক্ষে এরই অপর নাম 'ঈমান বিল্লাহ'। এরূপ শুকরিয়া জ্ঞাপনকারীই ঈমানের সঠিক পথ লাভে ধন্য হন। এবং জীবনভর ঈমানের পথে চলতে সক্ষম হন। এজন্যেই বর্ণিত আয়াতে ঈমানের পূর্বে বান্দার শুকুর গুজারীর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সূরা শ্রেণী বিন্যাসেও এই তত্ব ও তথ্য ব্যক্ত করে। সর্বপ্রথম সূরা 'ফাতেহা'য় শুকরিয়া জ্ঞাপনের কথা বলে দ্বিতীয় সূরা' বাকারা'য় দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

ঈমান

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মানুষ দু'টি ভাগে বিভক্ত।

১. ঈমানদার, অর্থাৎ মু'মিন।

২. বে-ঈমান, অর্থাৎ কাফির।

কুরআন সারা জাহানের সৃষ্টি সমূহকে সাক্ষী করে দাবী করে যে, একমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিরা সঠিক তথ্য লাভে ধন্য। তাঁরা জ্ঞানের আলোর অধিকারী, সঠিক পথের অনুসারী তথা হেদায়াত প্রাপ্ত। যাবতীয় জাগতিক কল্যাণ ও সফলতা, খাইর ও বারাকাত এবং পরকালীন মুক্তি তাঁদের জন্যেই নির্দিষ্ট। পুতঃপবিত্র জীবন যাপন তাঁদের ভাগ্যেই জোটে। তাঁরা সঠিক তথ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। ফলে ঈমানদারগণ এমন এক মজবুত অবলম্বন ধারন করে থাকেন যা কখনো ছিন্ন হবার নয়। তাঁদের মালিক ও রক্ষক যেহেতু একমাত্র ঐ মহান শক্তিধর সর্বজ্ঞানী হেদায়াতের আঁধার আল্লাহ, তাই তিনি তাঁদেরকে সকল বক্র ও অন্ধকার পথ হতে বের করে সঠিক ও আলোর পথে পরিচালিত করে থাকেন এবং সানুগ্রহে তাঁদের প্রতিপালন করেন।

অপর দিকে বে-ঈমান কাফের মানব গোষ্ঠী জ্ঞানের আলো হতে বঞ্চিত। যথার্থ তথ্য জ্ঞান বর্জিত। মূর্খতার অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সঠিক সরল পথহারা, বক্রপথধারী, সহায় সম্বলহীন ও বিভ্রান্ত। ফলে এদের পৃষ্ঠপোষক সাজে ঐ অভিশপ্ত শয়তান। সে তাদেরকে জ্ঞানের আলো হতে অজ্ঞতার অন্ধকারে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলতঃ তাদের আর হেদায়াত নছীব হয় না। দুনিয়াবী সুফল সাফল্যের দরজাও তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সার্বিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বঞ্চনাই তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

এক কথায় ঈমানদার ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাবনত, কৃতজ্ঞচিত্তে এই সুন্দর সুসজ্জিত দুনিয়ার সর্বত্র মহান আল্লাহর করুনা কুদরাত দেখে ও অনুধাবন করে তাঁর প্রতি চির অনুগত হয়ে জীবন যাপন করেন।

অপরদিকে কাফের বে-ঈমানেরা অন্ধ-বধির, চেতনাহীন অবস্থায় জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। তাদের কাছে মূলতঃ এ দুনিয়ার যাবতীয় সুন্দর দৃশ্যমান নিদর্শন ও কুদরাত অর্থহীন ও মূল্যহীন হয়ে যায়।

ফলে ঈমানদারগণ ইহকালেই আল্লাহর রহমত, করুনা ও পরকালে নাজাত পাবার যোগ্য হয়ে যান আর বে-ঈমানগণ আল্লাহর আযাব গজবেরই উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহর সৃষ্টিকূলে সর্বোত্তম ব্যক্তি

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ أُوْلٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

–সূরা বাইয়েনা, ৬ আয়াত

“যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির সেরা।”

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি জগতের যে সব লোক নিজেদের স্রষ্টাকে চিনতে পেরে তার ওপর যথার্থ ঈমান আনয়ন করেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করেন তাঁরাই সৃষ্টিকূলে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

ঈমান গ্রহণের সুফল চিরস্থায়ী

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِيْ السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِيْ أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ اْلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

–ইবরাহীম, ২৪-২৫ আয়াত।

“তুমি কি দেখছোনা আল্লাহ কালেমা তাইয়েবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে একটি ভাল জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। প্রতি মূহূর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফল দান করে। এ উপমা আল্লাহ এ জন্যে দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে।”

মানুষের নেক আকীদা আর ঈমানই হচ্ছে পবিত্র কথা। যা মানুষের অন্তরের জমিনে অংকুরিত হয়। এর শিকড় গভীরে প্রোথিত। কেননা এর ভিত্তি অলীক

কল্পনা প্রসুত নয় বরং মহাসত্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এর থেকে যে নেক কার্যাদি ও সুষ্ঠু কার্যক্রম ও সৎ চরিত্রের শাখা প্রশাখা স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠে তা উচ্চতায় আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে ঐ সব নেক আমল ও সুষ্ঠু কার্যক্রম ও নেক চরিত্রের অধিকারী ঈমানদার ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর অপরাপর সৃষ্টিকুলের নিকট অতি উচ্চ মর্যাদাশীল হিসাবে বিবেচিত হন। আর এ বৃক্ষ এমন চির বসন্তের সজীব বৃক্ষ যে, তা সদা সর্বদা কেবল সুমিষ্ট ফলই দিতে থাকে। যার বরকতে ঈমানদারের গোটা জিন্দেগী সম্পদ সমৃদ্ধিতে ভরপুর হয়ে থাকে।

ঈমানের মহা পুরস্কার

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ ○

–আল বাইয়েনা, ৭ আয়াত

"যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির সেরা। তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে; চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্ন দেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব সে ব্যক্তির জন্য যে তার রবকে ভয় করে।"

সুউচ্চ মর্যাদা

وَ مَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَأُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ○ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكّٰى ○

–সূরা ত্বাহা, ৭৪-৭৫ আয়াত

"আর যে লোক আল্লাহর সমীপে মুমিন হিসাবে হাজির হবে, যে নেক আমলকারী হবে, এমন সব লোকের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। চির শ্যামল চির

সবুজ বাগ-বাগীচা রয়েছে, যার নীচে নহর ধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন বসবাস করবে। এ পুরস্কার সেই ব্যক্তির জন্য, যে পবিত্রতা অবলম্বন করবে।"

মনঃপূত সুদৃশ্য নেয়ামতরাজি

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ٥ اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ٥ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ وَ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الاَعْيُنُ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُوْنَ ٥

–সূরা জুখরুফ, ৬৯-৭৩ আয়াত

"যারা আমার আয়াত সমূহের ওপর ঈমান এনেছিল এবং আমার আদেশের অনুগত হয়েছিল সেই দিন তাদের বলা হবে। হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই। আর কোন দুঃখ ও তোমাদের আজ স্পর্শ করবে না। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের খুশী করা হবে" তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও পেয়ালা সমূহ আনা নেয়া করা হবে এবং মনমোহন ও দৃষ্টি নন্দন প্রতিটি জিনিস সেখানে থাকবে। তাদের বলা হবে" এখন তোমরা চিরদিন এখানে থাকবে। পৃথিবীতে তোমরা যেসব কাজ করেছো তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছো। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে যা তোমরা খাবে।"

পরকালীন জীবনে ঈমানদারদের জন্যে সব রকমের স্বাদ আস্বাদনের মনঃপুত পছন্দনীয় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার ও ভোগের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে মজুদ থাকবে।

ঈমান মানুষের অটুট অবলম্বন

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لاَ انْفِصَامَ لَهَا ٥

–সূরা বাকারা, ২৫৬ আয়াত

"যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মজবুত অবলম্বন ধারন করবে যা কখনই ছিন্ন তবে না।"

"তাগুত" বলতে ঐ ব্যক্তি ও শক্তিকে বোঝায়, যে নিজের সঠিক পদ ও মর্যাদা ভুলে গিয়ে অন্যের ওপর নিজের খোদায়ী ও প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ঈমান হাশর ময়দানের আলোকবর্তিকা

يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ بِأَيْمٰنِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

–আল হাদীদ, ১২ আয়াত

"সেই দিন যখন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে সামনে ও তাদের ডানদিকে দৌড়াতে থাকেবে। (তাদেরকে বলা হবে যে) আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্যে জান্নাত সমূহের। যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সমূহ প্রবহমান। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হলো বড় সাফল্য।

ঈমানদার আলোর মধ্যে জীবন যাপন করে

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ○

–আল বাকারা, ২৫৭ আয়াত

"যারা ঈমান আনে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান"।

কুফরী, শেরেকী, নেফাকী ও নাফরমানীর সকল অজ্ঞতার অন্ধকার হতে আল্লাহ ঈমানদারদের হেফাজত করেন। ফলে ঈমানের আলোকে সে ইহকালেও শান্তি-স্বস্তির জীবন যাপনে সমর্থ হন।

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِى بِهِ

مِّنْهَا ۝

–আল আনয়াম, ১২২ আয়াত।

"যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দান করলাম এবং তাকে সেই রৌশনী দান করলাম যার আলোক ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন যাপন করে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং তা থেকে কোনক্রমেই বের হয় না?"

এখানে মৃত অর্থ কুফরী ও জাহেলী জিন্দেগী এবং জীবন্ত অর্থ ঈমান ও নেক আমলের জিন্দেগী। বস্তুতঃ মানুষের অন্তর প্রাণবন্ত থাকে ঈমানের দ্বারা। যার হক-বাতিল, ভাল-মন্দ ও নেকী-বদীর পার্থক্য নিরূপন করার ক্ষমতা নেই সে কেমন জীবন্ত? সে তো মৃততুল্য। আর আলো বলতে মানুষের জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তিকে বোঝায়।

ঈমানদার শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে নিরাপদ

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

–আন নাহল, ৯৯ আয়াত

"যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের রবের প্রতি আস্থা রাখে, তাদের ওপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই"।

যারা আল্লাহর ওপর যথার্থ ঈমান রাখে এবং একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদের হেফাজত করে থাকেন। শয়তানের প্রভাবতো তাদের ওপরই বর্তায়, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের নিজেদের মাবুদ বলে মান্য করে।

ঈমান বর্জিত সকল সৎ কর্ম মূল্যহীন

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ

صُنْعًا ○ أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○

–আল কাহাফ, ১০৩-১০৫ আয়াত

"হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো, আমি কি তোমাদের বলবো নিজেদের কর্মের ব্যাপারে সব চেয়ে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত কারা? যাদের দুনিয়ার জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সব সময় সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত থাকতো এবং যারা মনে করতো যে, তারা সব কিছু সঠিক করে যাচ্ছে। এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের নিদর্শনাবলী মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তার সামনে হাজির হবার ব্যাপারটি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন গুরুত্ব দেবো না।"

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الأٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَ أُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ○

–সূরা তাওবা, ১৯-২০ আয়াত

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং 'মসজিদে হারাম' এর সেবা ও রক্ষনাবেক্ষন করাকে সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করে নিয়েছো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি এবং প্রানপাত করলো খোদার পথে? খোদার নিকট তো এই দুটি শ্রেণীর লোক সমান নয়। আর আল্লাহ জালিমদের কখনো পথ দেখান না। খোদার নিকট তো সেই লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা যারা ঈমান এনেছে, যারা তাঁর পথে নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং প্রানপন সাধনা করেছে, তারাই সফলকাম।"

আসলে সমস্ত নেক কাজের মূল হচ্ছে ঈমান । কোনো আমল বাহ্যতঃ যত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্নই হোক না কেন যদি এর সাথে ঈমান যুক্ত না হয় তা হলে খোদার নিকট এর কোনো মূল্যই নেই।

প্রকৃত সম্মান ঈমানদারদের জন্যে

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْٓا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ○

–সুরা ইউসূফ, ২ আয়াত

“আর যারা ঈমান আনবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে তাদের খোদার নিকট সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।”

অর্থাৎ সত্যিকার ইজ্জত-মর্যাদা লাভ ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমান বঞ্চিত ব্যক্তির ভাগ্যে শুধু লাঞ্ছনা-আপমানই রয়েছে।

ঈমান সব রকমের আজব হতে রক্ষাকারী ব্যবসায়

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

–সূরা ছফ, ১০-১১ আয়াত

“হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসায়ের কথা বলবো যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে, নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান প্রান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো।”

মানুষের জান ও মালই তার একমাত্র পুঁজি। আল্লাহ মানুষকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন যে, সে ইচ্ছা করলে এর দ্বারা ঈমানের সওদা ক্রয় করতে পারে। পারে কুফরীও কিনতে। এই বিষয়টাকে কুরআন তিজারাত বা ব্যবসা বলে আখ্যায়িত করেছে। মানুষের সার্থক ব্যবসায় হচ্ছে যে, সে আল্লাহ ও রাসূলের ওপর

ঈমান এনে তার জান ও মাল আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করবে। এবং পরকালের কঠিন আযাব হতে মুক্তি লাভ করবে। এটা মূলতঃ এক অক্ষয় ব্যবসায় বিশেষ।

রাসূল (দঃ) ইরশাদ করেছেন যে, মানুষ সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগেই নিজ নিজ জানের সওদা করতে লেগে যায়। কেউ এর মাধ্যমে নিজেকে আযাদ করে নেয়। আবার কেউ কেউ নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল ও সময়কে সর্বাত্মক ভাবে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, সে আল্লাহর কঠিন আযাব হতে নিজেকে মুক্ত করে নিল। আর যে ব্যক্তি তার সকল শক্তি সামর্থ ও পুঁজি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করলো, সে নিজেকে চিরতরে ধ্বংস করে ফেললো।

ঈমান পর্থিক আযাব থেকে নাজাতের মাধ্যম

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

–সূরা হুদ, ৫৮ আয়াত

"অতঃপর যখন আমার আযাবের হুকুম এসে গেলো তখন নিজের রহমাতের সাহায্যে হুদ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম এবং একটি কঠিন আযাব থেকে বাঁচালাম।"

সূরায়ে হুদে প্রায় সব নবীরই ইতিহাসে এ ধরনের আযাব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে, একমাত্র মানুষের ঈমান মানুষকে খোদার পর্থিব আযাব হতে নাজাত দিতে পারে।

ঈমাণ কল্যাণ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি

وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى ءَامَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

–সূরা আল আ'রাফ, ৯৬ আয়াত

"জনপদের লোকেরা যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতো

তা হলে আমি আল্লাহ তাদের প্রতি আসমান ও জমীনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো অমান্যই করলো । এই কারনে আমি তাদেরকে তাদের নিজেদের কৃত খারাপ কাজের দরুন পকড়াও করলাম।"

ইমানদার নেয়ামতের আসল হকদার

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ج قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ○

–আল আ'রাফ, ৩২ আয়াত

"হে নবী! এদেরকে বলো, আল্লাহর সেই সব সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী অলংকারকে হারাম করেছে যা আল্লাহতায়ালা তার বান্দাদের জন্যে বের করেছিলেন এবং আল্লাহর দেয়া পাক জিনিস সমূহকে কে নিষেধ করেছে? বলো এ সমস্ত জিনিস দুনিয়ার জীবনে ও ঈমানদার লোকদের জন্যই, আর কিয়ামতের দিন তো একান্তভাবে তাদের জন্যই হবে।"

আল্লাহর সৃষ্টি করা অতুলনীয় সুন্দর সুন্দর অলংকার সামগ্রী ব্যবহার ও এর দ্বারা আনন্দ উপভোগ করার অধিকার একমাত্র ঈমানদার লোকদেরই রয়েছে। যারা এ সব নেয়ামত সমূহের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করবে এবং নেয়ামত দাতার ওপর ঈমান এনে তার সার্থক শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে।

সৃষ্টি নিদর্শন থেকে মু'মিনরাই উপকৃত হয়

وَ هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَ جَنّٰتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ○

–আল-আনয়াম, ৯৯ আয়াত

"আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষন করেছেন, এর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ জন্মিয়েছেন এবং এর দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছ-পালা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা হতে বিভিন্ন কোষ সম্পন্ন দানা বের করেছেন। খেজুরের মোচা হতে ফলের থোকা থোকা বানিয়েছেন, যা ভারের চাপে নুয়ে পড়ছে এবং আংগুর, যয়তুন ও আমাদের বাগান সাজিয়ে দিয়েছেন সেখানে ফলসমূহ পরস্পরের স্বদৃশ অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন।"

যাদের অন্তরে ঈমান রয়েছে কেবল তারাই নিখিল সৃষ্টির এসব নিদর্শনাদির ওপর চিন্তা গবেষনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হন।

ঈমানী প্রেরনার স্বরূপ

وَ إِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَ مَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَ نَطْمَعُ أَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ○

–আল মায়েদা, ৮৩-৮৪ আয়াত

"যখন তারা রাসূলের প্রতি নাজিল করা কালাম শুনতে পায়, তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে জানা ও চেনার প্রভাবে তাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু ধারায় সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে ওঠেঃ "হে আমাদের আল্লাহ আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সংঙ্গে লিখে নাও। তারা আরো বলেঃ আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো না কেন এবং যে মহান সত্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে, তাকে মেনে নেবো না কেন? যখন আমরা বাসনা রাখি যে, আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল করে নিবেন।"

এটা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নেককার এবাদাত গুজার আলেমদের ঈমানী প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ। তারা প্রকৃতপক্ষে খাঁটি দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। এবং আসমানী ইঞ্জীল কিতাবকে যথাযথ ভাবে মেনে চলতেন। ফলে যখনি শেষ আসমানী কিতাব কুরআন নাজিল হলো তখন তা শুনে তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করলো যে, এটা সত্যিকার আসমানী হেদোয়াত। তাই সংগে সংগে এ হেদোয়াত তারা কবুল করে নিল।

কুফরী

পবিত্র কুরআন যে সব মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত পেশ করে, তার অস্বীকৃতিই কুফরী। আরবী ভাষায় কুফরীর আভিধানিক অর্থ গোপন করা, এ জন্যে অন্ধকার রাতকে কাফের বলা হয়। কেননা তা সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুকে গোপন করে বা লুকিয়ে ফেলে। কৃষক বীজকে মাটির মধ্যে লুকিয়ে ফেলে বলে তাকে ও কাফের বলা হয়। এ ভাবে সমুদ্র তার তলদেশ পানি দ্বারা আচ্ছাদন করে বিদায় তাকে কাফের বলা হয়।

কুরআনের পরিভাষায় কুফরী হচ্ছে ঈমানের বিপরীত। এ শব্দের ব্যবহার দ্বারা ঐ মৌলিক তথ্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, ঈমানের নেয়ামত থেকে ঐ ব্যক্তিই মূলতঃ বঞ্চিত থাকে যে মহান আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামত ও ইহ্সানকে গোপন করে রাখে। এর শুকরিয়া আদায় করে না। বরং বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যের ওপর পর্দার আবরন টেনে দেয়। এবং মানব প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করে।

কুফরী মূলতঃ সীমাহীন মূর্খতা

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيٰكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

—আল বাকারা, ২৮-২৯ আয়াত

"তোমরা কীভাবে আল্লাহ্কে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন। পরিনামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং একে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। তিনি সর্ব বিষয় সবিশেষ অব-হিত।"

মানুষ কোন এক সময় কিছুই ছিলনা। অতপর তার জীবন লাভ হলো। পরিশেষে তার এই জীবনকাল ছিনিয়ে নেয়া হবে। এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন তাকে দ্বিতীয় বার জীবন্ত করা হবে। এবং শেষ পর্যন্ত তার সেই মহান স্রষ্টার সমীপে অবশ্যই হাজির হতে হবে। যিনি তাকে প্রথম বারে জীবন দান করে এই পৃথিবীতে একটা অবকাশ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এবং পৃথিবীতে যাতে সে সুষ্ঠু জীবন যাপন করতে পারে তার জন্য দুনিয়ায় অসংখ্য নেয়ামতরাজির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সর্বমূখী জ্ঞানের আধার। মানুষের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের ব্যাপারে তিনি অভিজ্ঞ। সুতরাং তিনি নবীদের মারফতে যে দ্বীনের দাওয়াতে পাঠিয়েছেন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করাই সত্যিকার বুদ্ধিমত্তার কাজ। বস্তুতঃ এটা মানুষের জন্যে সৌভাগ্যের ব্যাপারই বটে যে, যে ব্যক্তিই খোলা মনে প্রাণে ঐ সব নেয়ামত সমূ-হের প্রতি গভীর মনোনিবেশ ও পর্যবেক্ষন করবে, তার পক্ষে স্বয়ং আল্লাহ ও তার দ্বীনকে অস্বীকার করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

কাফের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ○

–আল বাকার, ২৫৭ আয়াত

"আর যারা কুফরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক, ইহা তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়।"

কাফের খোদার হেদায়াত হতে মাহরূম হয়ে শয়তান, প্রবৃত্তি ও পরিবেশ নামক বিভিন্ন প্রভূর গোলক ধাঁধায় জড়িয়ে পড়ে। এসব প্রভুরা তাকে শেরেকী, ফাসেকী ও নাফরমানীর বিবিধ অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে।

কাফের দুনিয়ার নিকৃষ্ঠতম সৃষ্টি

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

–আল আনফাল, ৫৫ আয়াত

"নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালার নিকট জমিনের বুকে বিচরনশীল প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্ঠতম হচ্ছে তারা, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।"

কুফরী উভয় জগতের জন্যে ধ্বংসাত্মক

فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ ○

–আল ইমরান, ৫৬ আয়াত

"যারা মহাসত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করবো। এবং তাদের কোনা সাহায্যকারী নেই।"

অর্থাৎ এমন কেউ নেই যে তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করবে।

কাফের হেদায়াত ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ ظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ○ إِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا وَ كَانَ ذلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

–আন নিসা, ১৬৮-১৬৯ আয়াত

"যারা কুফরী ও সীমালংঘন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এবং তাদের কোন পথও দেখাবেন না, জাহান্নামের পথ ব্যতীত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে থাকবে। এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"

অর্থাৎ যারা কাফের হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে তারা হেদায়াত বঞ্চিত হয়ে সোজা জাহান্নামের দিকে এগুতে থাকে। তারা ক্ষমার অযোগ্য, পরকালে জাহান্নামের আগুনে তারা চিরস্থায়ী ভাবে জ্বলতে থাকবে।

কাফের নির্বোধ চতুষ্পদ জন্তু

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ○

–আল বাকারা, ১৭১ আয়াত

"যারা কুফরী করে তাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাক ডাক ছাড়া কোনো কিছুই শ্রবণ করে না। বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা বুঝবে না।"

অর্থাৎ কাফেরদের অবস্থা ঐ নির্বোধ জন্তু জানোয়ারের মত যে তার রাখালের ডাক শুনে না বুঝে নর্তন কূর্দন করে বেড়ায়। এরা মহাসত্যেকে বোঝার জন্যে নিজেদের জ্ঞান ও দৃষ্টি কাজে লাগায় না।

কাফেরের সকল সৎ কর্ম সত্তঃসার শূন্য

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَعْمٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْئَانُ مَآءً حَتّٰٓى إِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

—আন নূর, ৩৯ আয়াত

"যারা কুফরী করেছে তাদের আমলের দৃষ্টান্ত যেমন শুষ্ক পানিহীন মরুভূমির বুকে মীরিচিকা। পিপাসার্ত ব্যক্তি একেই পানি মনে করেছিল, যখন সেখানে পৌছাঁলো তখন কিছুই পেলো না। বরং সেখানে আল্লাহকেই বর্তমান পেল, যিনি তার পুরাপুরি হিসাব সম্পন্ন করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর হিসাব নিতে দেরী হয় না।"

ঈমান ছাড়া মানুষ নিজগুনে কিছু কিছু পূণ্যের কাজ করে এ আশায় বিভোর থাকে যে তাদের কাজের অবশ্যই সুফল লাভ হবে। কিন্তু তা ঐ নির্বোধদের ভ্রান্ত চিন্তাধারা।

তৃষিত ব্যক্তি যেমন পিপাসা মিটাবার আশায় মরীচিকার দিকে দৌড়ে গিয়ে ব্যর্থ হয়, ঠিক তেমনি কাফের লোকেরা পার্থিব জীবনে কিছু কিছু ভাল কাজ করে পরকালে এর পুরস্কার আল্লাহর আছে জমা রয়েছে বলে আশা করে। কিন্তু সেখানে পৌছে তারা জানতে পারবে যে ঐ সব নেক কাজ মূলতঃ অন্তঃসার শূন্য। এর আবার পুরস্কার কিসের?

وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَ هُوَ فِى الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

—আল মায়েদা, ৫ আয়াত

"কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে, তার কর্ম নিস্ফল হবে। এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"

কাফেরদের ভয়াবহ পরিনতির স্বরূপ

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَ إِنْ يَسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ○

. –আল কাহাফ, ২৯ আয়াত

"হে মুহাম্মদ, পরিস্কার বলে দাও, এ হচ্ছে সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, এখন যে চায় মেনে নিক এবং যে চায় অস্বীকার করুক। আমি অস্বীকারকারী জালিমদের জন্যে একটি আগুন তৈরী করে রেখেছি, যার শিখাগুলো তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে। সেখানে পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে তেলের তলানির মতো। এবং যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। কত নিকৃষ্ট পানীয়! এবং কি জঘন্য আবাস!"

هٰذَانِ خَصْمَانِ اُخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ○ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ○ وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

–আল হজ্জ, ১৯-২২ আয়াত

"এই দু'টি পক্ষ, এদের মধ্যে তাদের রব সর্ম্পকে ঝগড়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে আগুনের পোষাক কেটে তৈরী করা

হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, এর ফলে তাদের চামড়াই শুধু নয় পেটের মধ্যকার সবকিছু গলে যাবে। আর তাদের শাস্তি দেবার জন্যে তৈরী থাকবে লোহার গুর্জ। তারা যখন ভয় পেয়ে জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে, তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় এর মধ্যেই ফেলে দেয়া হবে। বলা হবে যে, এখন জ্বলার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ স্বাদ গ্রহণ করো।"

কুফরী অবস্থায় মৃত ব্যক্তিদের প্রতি অভিসম্পাত

إِنْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَا تُوْاوَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ٥ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ٥

–আল বাকারা, ১৬২-১৬২ আয়াত

"যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও কাফের রূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদেরকে আল্লাহ, ফিরিস্তাগণ ও মানুষ সকলেই লা'নত দেয়। এতে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শক্তি লঘু করা হবে না। এবং তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে না।"

জীবন একবারই লাভ হয়। মানুষের ইখতিয়ার রয়েছে যে, সে হয় আল্লাহর ওপর যথাযথ ঈমান এনে তার আনুগত্য করে জীবন চালাবে নতুবা কাফের হয়ে কুফরী ও অন্যায় পথে জীবন যাপন করবে। যে কাফের কুফরী জিন্দেগী চালিয়ে তদবস্থায় মুত্যু বরণ করলো সে দুনিয়াদারীর দৃষ্টিতে যতই সফলতা লাভ করে থাকুক না কেন, এমনকি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকও যদি তার সুখ-সাচ্ছন্দ্য, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় তবু কুরআনের দৃষ্টিতে সে ব্যর্থ, চরম বিপর্যস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তার ওপর খোদা তার ফিরিস্তাগণ ও সকল মানুষের স্থায়ীভাবে লা'নত বর্ষিত হয়। এর থেকে তার কোনো কালেই পরিত্রান নেই। তার ভাগ্যে পরকালে জাহান্নামের আযাব নির্ধারিত রয়েছে। যা কখনো হালকা করা হবে না। অপর দিকে মৃত্যুর পরে তাকে এমন কোনো অবকাশও দেয়া হবে না যাতে সে ঈমান এনে ঐ আযাব ও অভিসম্পাত থেকে মুক্তি থেকে মুক্তি পেতে পারবে।

মৃত্যুর পরে কাফেরদের আত্মচীৎকার নিষ্ফল

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ج كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ٥ وَ هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَاءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ٥

–সূরা আলফাতির, ৩৬-৩৭ আয়াত

"যারা কুফরী করবে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে তারা মৃত্যু বরণ করবে। আর জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি।"

সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। আমরা নেক কাজ করবো, পূর্বে যা করতাম তা করবো না। আল্লাহ বলবেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেহ্ সতর্ক হতে চাইলে সর্তক হতে পারতে। তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন করো। জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۝

–আল বাকারা, ১৭৭ আয়াত

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পূণ্য নেই, কিন্তু পূর্ণ আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফিরিস্তাগণ, সমস্ত কিতাব ও নবীগণে ঈমান আনয়ন করলে, এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্যে অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে। অর্থ সংকটে দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করলে; এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ন ও এরাই মুত্তকী।"

পবিত্র কুরআন মানুষকে পাঁচটি [১] মৌলিক আকীদার ওপর ঈমান আনয়ন করার দাওয়াত দেয়। ১. আল্লাহ ২. ফিরিশতাগণ ৩. রাসূলগণ ৪. আসমানী কিতাব সমূহ ও ৫. পরকালের ওপর ঈমান। এই মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সকল নেক্ কাজের মূলধারা। কুরআনের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তির অনেক আমল প্রকৃতই নেক আমল যিনি এসব মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখেন। কুরআনে পাকে এ পঞ্চ আকীদার কথা কোথাও একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কখনো এর দু'একটির উল্লেখ করে স্থান-কালের অবস্থাভেদে জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

পরিপক্ক বিশ্বাস ঈমানের দাবী

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ

টিকাঃ (১) হাদীস শরীফে গুরুত্ব বিবেচনা করে 'তাকদীর'কে আলাদা আকীদা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের' মধ্যে তা শামীল রয়েছে কুরআন শরীফে সে হিসেবেই পেশ করা হয়েছে।

يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا-

—আন নিসা, ১৩৬ আয়াত

"হে ঈমানদারগণঃ ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি, এবং পূর্বে যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলো।"

মু'মিনদের আহ্বান করে ঈমান আনতে বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে, তোমরা যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার দাবী করছো বাস্তবে তা মন-প্রাণ দিয়ে মেনে নাও। সত্যিকার ভাবে পরিপক্ক প্রত্যয় ও আস্থা রাখো। এমন বিশ্বাস যা মরণে গিয়ে পৌছে, যার মাধূর্য সার্বিকভাবে অন্তরে অনুভূত হয়।

বিশ্ব নিয়ন্তা মহান আল্লাহ

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির পরতে পরতে উজ্জল ও ভাস্বর হয়ে আছে। অগনিত সৃষ্টিরাজির মধ্যে এই সুন্দর মানুষের অস্তিত্ব অপরাপর সকল সৃষ্টিকূলকে তার ব্যবহার করার দুর্বার স্পৃহা, দেখে শুনে চিন্তা গবেষণা করে এর থেকে মূল রহস্য উদঘাটনের অসাধারণ প্রতিভা, এই সুন্দর সুশোভিত সৃষ্টিরাজি, আসমান জমিনের সকল সৃষ্টির কাছে সর্বত্র পরিমিত খাদ্য-খাবার পৌছানোর নিখুঁত ব্যবস্থাপনা, এই স্বর্নোজ্জল সূর্য, চমকদার চাঁদ, সুদৃশ্য তারকাপুঞ্জ, বিশাল সমুদ্র, তরতাজা শ্যামল ক্ষেত-খামার, ফুলে ফলে ভরা বাগ-বাগিচা, দিনের কোলহল, রাতের নিস্তব্ধতা, ভোরের ঔজ্জ্বল্য ও রাতের আঁধার সব কিছুই একান্তভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের ঘোষণায় সদামুখর। এর প্রতিটি জিনিসই এ তত্ত্ব তথ্য প্রকাশ করছে যে, অবশ্যই এর উত্তম স্রষ্টা ও অতুলনীয় ব্যবস্থাপক-পরিচালক আছেন। তিনিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

সুন্দর সুশোভিত বিশ্বে সৃষ্টি

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَ زَيَّنّٰهَا

وَ مَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ○ وَالاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ○ تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

–সূরা ক্বাফ, ৬-৮ আয়াত

"এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশ মণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে দেখেনি? .... কী ভাবে আমি একে নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছি। এবং এতে কোনরূপ ফাঁক ও ফাটল নেই। আর পৃথিবীকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি এবং এতে পাহাড় সমূহ সংস্থাপিত করেছি এবং সর্বপ্রকারের সুদৃশ্যময় উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি। এ সব কিছুই চক্ষু উন্মাচনকারী ও অতীব শিক্ষাপ্রদ এমন প্রত্যেক বান্দার জন্য, যে প্রকৃত সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"

অর্থাৎ এই আকাশ, যা আল্লাহ অতো উঁচুতে বিনা খুঁটিতে তুলে রেখেছেন, এবং যা অগনিত তারকা দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। আর এই পৃথিবী, যা আল্লাহ মানুষের বসবাসের জন্যে বিছানার ন্যায় বিছিয়ে রেখেছেন, যাতে সুদৃশ্য সতেজ ক্ষেত-খামার মানুষের খাদ্য-খাবারের জন্যে উৎপন্ন হয়। এ সবকিছু মানুষের জ্ঞানের চক্ষু উন্মোচিত হবার জন্যে এবং একথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট যে, এর অবশ্য এক মহান স্রষ্টা রয়েছেন। তবে বোদ্ধা, সুবিবেচক ব্যক্তির অবশ্যই মহাসত্যের সন্ধানে সচেষ্ট হতে হবে।

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَّا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ○ وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ○

–আল মুলক, ৩-৫ আয়াত

"তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টি কর্মে কোনো অসংগতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখ, কোথাও

কোন দোষত্রুটি দৃষ্টি গোচর হয় কি? বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বিরাটায়তন প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত, সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি।

অর্থাৎ যমীনের নিকটবর্তী এই আকাশ, যার প্রতি সচরাচর তোমাদের দৃষ্টি পড়ে, আরো বার বার লক্ষ্য করে দেখ, এতে কোন দোষত্রুটি দেখতে পাবে না। তোমাদের দৃষ্টি শ্রান্ত ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। কোন অসম্পূর্ণতাই দৃষ্টি গোচর হবে না। তারকাপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত ঐ সুদৃশ্য আকাশ দেখে অজ্ঞাতসারে তুমি অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে যে, এসব কিছু মহান আল্লাহতায়ালারই কর্মকান্ড, যিনি সব জিনিসই সুনিপুণ এবং যথার্থভাবে তৈরী করেছেন।

নিষ্প্রান ভূমি

وَءَايَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ○ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَ أَعْنَبٍ وَ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنْ الْعُيُوْنِ ○ لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُوْنَ ○

–ইয়াসিন, ৩৩-৩৫ আয়াত

"এই লোকদের জন্য নিস্প্রাণ যমীন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমি উহাকে জীবন দান করেছি। তা হতে ফসল বের করেছি। যা এরা খেয়ে থাকে। আমি এতে খেজুর ও আংগুরের বাগান বানিয়েছি। এর মধ্যে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি যেন তারা এর ফল খেতে পারে। এসব কিছু তাদের নিজেদের হাতে বানানো নয়। তাহলে এরা কেন শোকর আদায় করে না?"

এই শুষ্ক নিস্প্রাণ যমীনকে বৃষ্টি বর্ষন করে কে জীবন্ত করেন? যাতে তরতাজা গাছ-পালা জন্ম হয়ে মুঠি মুঠি ফল ফলাদি উৎপন্ন হয়। এসব ফলে ফসলে ভরা বাগ-বাগিচা কে উৎপন্ন করেন? মানুষের পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা কে প্রবাহিত করেন? আচ্ছা, এসব কিছু কি আপনা আপনি এমনিতেই তৈরী হয়ে গেল? না কোন মানুষ এসব কিছু তৈরী করেছে?

না, অবশ্যই এক দয়াবান মহাশক্তিধর সৃষ্টিকর্তার আদেশ, যিনি এসব কিছুর মহান কারিগর। এসব কিছু দেখে শুনে মানুষ যদি সেই মহান খোদার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে তা হলে এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে?

স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্য ও চমকদার চাঁদ

تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَ قَمَرًا مُّنِيْرًا ۝

–আল ফুরকান, ৬১ আয়াত

"বড়ই বরকতওয়ালা মহান সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশমণ্ডলে বুর্জ সমূহ স্থাপন করেছেন এবং তাতে একটি প্রদীপ ও একটি আলোক মন্ডিত চাঁদ উজ্জল করেছেন।"

এখানে প্রদীপের দ্বারা উজ্জল সূর্যকে বোঝানো হয়েছে এবং বুরুজ বলতে উর্ধ্বলোকের ঐ সব সুদৃঢ় সীমা রেখাকে বলা হয় যার দ্বারা একাংশ অপর অংশ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। এবং প্রত্যেক অংশই কোনো না কোনো উজ্জল নক্ষত্র বা গ্রহ দ্বারা সুসজ্জিত রয়েছে।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝ لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ج وَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

–ইয়াছিন, ৩৮-৪০ আয়াত

"আর সূর্য, আপন কক্ষপথে ধাবমান। এটা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্ত্বার স্থাপিত হিসাবে। আর চাঁদ, এর জন্য আমি মনযিলসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এভাবে তা তাদের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খেজুরের শুষ্ক শাখার মতো থেকে যায়। সূর্যের ক্ষমতা নেই যে চাঁদ ধরে ফেলে। আর না রাত দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে। সব কিছুই মহাশূন্যে সাঁতার কাটাছে।"

চন্দ্র-সূর্য কত মহাকাল হতে এক সুনিয়ন্ত্রিত নীতির অধীনে ঘুরপাক খাচ্ছে, তা কারো জানা নেই। চন্দ্র হেলাল রূপে আকাশে উদিত হয়। এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত পূনির্মার চাঁদে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আবার আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পূনর্বারে সেই প্রাথমিক হেলাল আকারে পৌঁছে যায়। না জানি কোন মহাকাল হতে চাঁদ নিয়মিত ভাবে ঐ মনযিল পানে আবর্তন করে চলেছে। সূর্য চাঁদকে কখনো ধরতে পারেনি। আর জোসনা ভরা চাঁদনী রাতে হঠাৎ করে সূর্য কখনো উদয় হতেও পারেনি। দিবা ভাগের নির্দিষ্ট সময়সীমা পূর্ণ হবার আগে আকস্মিকভাবে কখনো রাত তার অন্ধকার নিয়ে আসতে পারেনি।

এ বিস্ময়কর নিখুঁত সুনিপুণ ও কঠোর ব্যবস্থাপনার দিকে যে মানুষই জ্ঞানের চক্ষু উন্মিমিলিত করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে এবং স্বীয় বুদ্ধি-বিবেক কে কাজে লাগাবে সে অবশ্যই স্বতস্ফূর্ত ভাবে ঘোষণা করবে যে, এর পিছনে অবশ্যই এক মহ-াপরাক্রমশালী সর্বস্রষ্টা সুকৌশলী খোদার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। যাকে কারো চর্ম চক্ষু দেখতে না পরলেও জ্ঞানের চক্ষু দ্বারা তাঁকে অবলোকন করে চরম তুপ্তি লাভ করা যায়।

আলো ঝলমল দিন ও নিকষ কালো রাত

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ج إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ ○

–আন নূর, ৪৪ আয়াত

"রাত ও দিনের আবর্তন আল্লাহই ঘটিয়ে থাকেন। এতে চক্ষুস্মান লোকের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।"

وَ ءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ ○

–ইয়াসীন, ৩৭ আয়াত

"এদের জন্য আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমি এর ওপর হতে দিনকে সরিয়ে দেই, তখন এর ওপর অন্ধকারে ছেয়ে যায়।"

وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّ النَّوْمَ سُبَاتًا وَّ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ○

–আল ফুরকান, ৪৭ আয়াত

"তিনিই আল্লাহ, যিনি রাত্রিকে তোমাদের জন্য পোশাক, নিদ্রাকে মৃত্যুর স্থিতি নিস্তব্ধতা এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময় বানিয়ে দিয়েছেন।"

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوْرًا ○

–আল ফুরকান, ৬২ আয়াত

"আল্লাহই [illegible] ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে জ্ঞান লাভ করতে চায় কিংবা শুকুর আদায়কারী হতে চায়।"

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَأٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ○

–আন নামল, ৮৬ আয়াত

" তারা কি বুঝতে পারতোনা যে, আমি রাত্রিকে তাদের প্রশান্তি লাভের জন্যে তৈরী করেছিলাম আর দিনকে করেছিলাম উজ্জল? এতেই বহু নিদর্শন ছিল ঈমানদারদের জন্য।"

আমরা প্রতিদিন প্রখর সূর্যকে পরিমিত তাপ বিকিরন করতে দেখি। এতে যমীনের আনাচে কানাচে পর্যন্ত সর্বত্র আলো ঝলমল হয়ে ওঠে। কিন্তু নির্দিষ্ট কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হবার পর সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। ফলে গোটা যমীনে অন্ধকার নেমে আসে। অতঃপর এ অবস্থায় নির্ধারিত কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হলে পূর্ণবার সূর্য পূর্বাকাশে উদিত হয়। সারা দুনিয়া এতে আবার আলোকিত হয়ে ওঠে। এভাবে সূর্যের এ উদয় ও নিয়মিতভাবে অস্ত মহাকাল ধরে চলে আসছে। এমন কখনো হয়নি যে, রাতের বেলায় হঠাৎ করে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সূর্য উদিত হলো আর দিন এসে গেল, কিংবা দিনের সময়কাল শেষ হবার পূর্বেই আকস্মিক ভাবে রাতের আঁধার নেমে এলো, আর সারা দুনিয়া অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়লো।

রাত-দিনের নিয়মিত এ আসা-যাওয়ার মধ্যে মানুষের জীবন যাপনের বহুবিধ সম্পর্ক বিদ্যমান। দিনের আলোকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও জীবন উপকরণ উৎপন্ন ও আহরন করে। ফলে সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ইত্যবসরে রাত এসে তাকে বিশ্রাম, প্রশান্তি ও আরাম গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এতে সে স্বস্তি

বোধ করে। কর্মোদ্দীপনা বৃদ্দি পায়। ফলে পুনশ্চ দিনের আগমন হতেই সে আবার পূর্ন্যোদ্দমে কঠোর শ্রম সাধনায় নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়।

মানুষের জ্ঞান চক্ষু খোলা থাকলে সূর্যের এ বিস্ময়কর আবর্তন-বিবর্তনে নিয়মিত রাত ও দিনের আগমনে যে নিঁখুত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদ্যমান, তা দেখে সে অবশ্যই স্বীকার করবে যে, এর এক বিজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা, পরাক্রমশালী ও ব্যবস্থাপক আছেন, যিনি এসব কিছু নিজ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন ও নিয়ন্ত্রন করছেন। তিনিই মহান আল্লাহ।

বস্তুতঃ এমন নির্বোধ প্রকৃতির লোকের পক্ষেই এ মহান স্রষ্টাকে অস্বীকার করা সম্ভব, যে নিজের অস্তিত্বকে প্রথমেই অস্বীকার করে রেখেছে।

বৃষ্টি ও বায়ূ

وَ أَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوٰقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخٰزِنِيْنَ ۝

–আল হিয্‌র, ২২ আয়াত

"বৃষ্টিহীন বায়ু আমি আল্লাহই পাঠাই। তারপর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি এবং এ পানি দিয়ে তোমাদের পিপাসা মিটাই। এ সম্পদের ভান্ডার তোমাদের হাতে নেই।"

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ج إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

–আর রুম, ৪৮ আয়াত

"আল্লাহই বাতাস পাঠিয়ে থাকেন এবং উহা মেঘ মালাকে উত্থিত করে। পরে তা মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেয় যেমন চায় এবং একে টুকরা টুকরা করে দেয়। পরে তুমি দেখতে পাও, বৃষ্টির ফোটা মেঘমালা হতে বিন্দু বিন্দু করে পড়তে

থাকে। তিনি বান্দাদের মধ্যে হতে যার ওপর যখন চান বর্ষিয়ে থাকেন। তখন সহসা তারা আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে।"

কে প্রবাহিত করেন? এবং ঐ বাতাস হতে কে বর্ষন করান? অতঃপর যাকে চান পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। আবার যাকে চান বঞ্চিত করে রাখেন। আচ্ছা, কোন মানুষ কি বাতাসে ঐ রকম পানির সঞ্চয় মজুদ করে রেখেছে? যদি এরকম হয়, তাহলে মানুষের কৃর্তৃত্ব সেখানে অচল কেন? কোথাও শুস্কতা আবার কোথাও প্লাবন কেন? নিঃসন্দেহে খোদা আছেন এবং তাঁরই ইশারা ও ব্যবস্থাপনায় এসব কিছু চলছে। সূর্যের উষ্ণতা উপভোগ করার পর সূর্যোদয়ের বিরোধীতা কেবল বোধ-জ্ঞান-চেতনাহীন লোকই করতে পারে।

যমীনের ফসল

وَ فِىْ الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجوِرتٌ وَ جَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنٰبٍ وَزَرْعٌ وَ نَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقٰى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِىْ الأُكُلِ ج إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لأيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ○

—আর রা'দ, ৪ আয়াত

"আর দেখো, পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখন্ড। আংগুরের বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুরগাছ-কিছু একাধিক কান্ড বিশিষ্ট আবার কিছু এক কান্ড বিশিষ্ট, সবই সিঞ্চিত একই পানিতে কিন্তু স্বাদের ক্ষেত্রে আমি করে দেই তাদের কোনটাকে বেশী ভালো এবং কোনটাকে কম ভালো। এসব জিনিসের মধ্যে যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য রয়েছে বহুমূখী নিদর্শন।"

একই যমীনে পরস্পর সংলগ্ন আলাদা আলাদা ভূখন্ড রয়েছে। কিন্তু এর আকার, রং ও বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতা রয়েছে। একই পানিতে সবাই সিক্ত হয় কিন্তু এক এক ভূখন্ডের ফল ও ফসলের মধ্যে রং, রূপ ও আকারে যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি স্বাদে ও গন্ধে রয়েছে বৈচিত্র। একই মূল হতে দুটি কান্ড বেরিয়ে আসে কিন্তু উভয়ের গুনাগুন সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যারা বুদ্ধি বিবেককে কাজে লাগায় তারা এসব নিদর্শন সমূহের ওপর গবেষণা করলে অবশ্যই এমন এক মহান ক্ষমতাধর

সত্ত্বার সন্ধান পাবে যার ইশারা ইংগিতে ও নিপূণ ব্যবস্থাপনায় এসব কিছু পরিচালিত হচ্ছে।

মানুষের খাদ্য

فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلٰى طَعَامِهٖ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَ قَضْبًا ۝ وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلاً ۝ وَ حَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَ فَكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَّتَعًا لَّكُمْ وَلأَنْعَمِكُمْ ۝

সুরা আবাসা, ২৪-৩২ আয়াত

"মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক। আমি প্রচুর পানি বর্ষিয়েছি। তারপর যমীনকে বিস্ময়করভাবে বিদীর্ণ করেছি। এর পর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শস্য, আংগুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর ঘন বাগান নানা জাতের ফল ও ঘাস তোমাদের ও তোমাদের গৃহ পালিত পশুর জীবন ধারনের সামগ্রী হিসাবে।"

এই বিভিন্ন রকমের ফসল, রং বেরংয়ের ফল ফলাদির রকম ভিন্ন তরকারী ও শাক-সব্জি এবং এই নিবিড় বাগ-বাগিচা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ গাছ পালা ও সবুজ-শ্যামল ক্ষেত-খামার কে তৈরী করেছেন? এসব ফল-ফলাদি, শাক-সব্জি ও ফসল সমূহকে মানুষের খাদ্য ও ব্যবহারোপযোগী করতে কে যমীন, পানি, সূর্য ও বাতাসকে এমন নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রন করছেন? সেই মেহেরবান দয়ালু খোদাকে কেউ অস্বীকার করে এ সব জিনিস থেকে উপকৃত হবার কী অধিকার তার থাকতে পারে!

স্তন্যপায়ী পশু

وَ إِنَّ لَكُمْ فِى الأَنْعَمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِى بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّرِبِيْنَ ۝

—আন নাহ্ল, ৬৬ আয়াত

"আর তোমাদের জন্য গবাদি পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেট থেকে গোবর-রক্তের মাঝখানে বিদ্যমান একটি জিনিস আমি তোমাদের পান করাই; অর্থাৎ নির্ভেজাল দুধ, যা পানকারীদের জন্য বড়ই সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর।"

চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের শক্ত-শুস্ক খাদ্য-খাবার মানুষের উপাদেয় সুস্বাধূ খাবার থেকে কতইনা ভিন্নধরনের, অথচ ঐ ঘাস ভূষি পশুর পেটে গিয়ে রক্ত ও গোবরের সাথে এমন নির্ভেজাল সুমিষ্ট দুধ তৈরী হয় যা মানুষের জন্য অতীব উপাদেয় ও পুষ্টিকর। পশুর অন্ধকার পেটের মধ্যে ঘাস ও ভুষি থেকে ঐ রূপ সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দুধ তৈরীর শক্তি কে দান করেছেন? এবং কার ব্যবস্থাপনায় এর রক্ত ও দুধ ঐ নির্দিষ্ট রগ ও নালীতে সঠিক ভাবে সঞ্চারিত হয়? উপরন্ত ঐ দুধ কেবল মাদী জানোয়ারের মধ্যেই বা কেন তৈরী হয়? অথচ নর ও মাদী উভয় জানোয়ারই একই ঘাস ও ভূষি আহার করে থাকে।

মধু মক্ষিকা

وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَ ○ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً ج يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَأٰيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

–আন নাহল-৬৮-৬৯ আয়াত

"আর দেখো, তোমার রব মৌমাছিদেরকে ওহীর মাধ্যমে এ কথা বলে দিয়েছেন তোমরা পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা ও মাচার ওপর চাড়ানো লতাগুলো নিজেদের চাক নির্মাণ করো। তারপর সব রকমের ফলের রস চোষে এবং নিজের রবের তৈরী করা পথে চলতে থাকে। এ মাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রংয়ের পানীয় বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য নিরাময়। অবশ্যি এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"

"রবের তৈরী করা পথে চলতে থাকো" বলতে ঐ সব কার্যকলাপের প্রতি ইংগিত রয়েছে যা' ক্ষুদ্র মৌমাছিরা বিস্ময়কর পদ্ধতিতে কার্যকর করে থাকে। এক নিপুণ কর্মকুশলতা ও শৃংখলার সাথে ঐ ক্ষুদ্র মৌমাছিরা নিজেদের চাক তৈরী করে। এক নেতার নেতৃত্বে মাছিদের শ্রেণী বিন্যাস এবং একাগ্রতা সহকারে পাক-পবিত্র মিষ্টি রস সংগ্রহ ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি যা তাদের রব তাদেরকে শিখিয়ে

দিয়েছিন। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই মৌমাছিরা ঐ একই নিয়মে যথারীতি তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তাদের এ প্রাকৃতিক নিয়মের সামন্যতম ব্যতিক্রম কেউ কখনো দেখেনি। এটা সারা জাহানের প্রতিপালক খোদার অস্তিত্বের ব্যাপারে এক শিক্ষনীয় নিদর্শনই বটে, তবে তাদের জন্য, যারা চিন্তশীল ও গবেষক।

সবুজ শ্যামল ক্ষেত-খামার

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝ إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝

–আলও য়াকেয়া, ৬৩-৬৭ আয়াত

"তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো যে বীজ তোমরা বপন করো উহা হতে তোমরা ফসল উৎপাদন করো কিংবা আমি খোদা? আমি চাইলে এই ফসলকে ভূষি বানিয়ে দিতে পারি, আর তোমরা শুধু গালগল্প করেই বসে থাকবে যে, আমাদের ওপর তো (উল্টাদন্ড হয়ে গেলো)। চাটি পড়েছে বরং আমাদের ভাগ্যই বিড়ম্বিত হয়ে গেছে।"

মুষ্টিভরা দানা যমীনের মাটিতে বুনে দেবার পর কৃষকতো নানা সন্দেহ-সংশয়ে দিন কাটায়। কে ঐ নির্জীব বীজ হতে মাটি ফুড়ে অংকুর বের করে? এবং দেখতে দেখতে গোটা মাঠ জুড়ে সৃদৃশ্য শ্যামল ও তরতাজা ক্ষেত ও ফসলের সৃষ্টি হয়।

সুপেয় মিষ্টি পানি

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ۝ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝

–আল ওয়াকেয়া, ৬৮-৭০

"তোমরা কখনো চক্ষু খুলে তাকিয়ে দেখেছো কি, এই যে পানি যা তোমরা পান করো, তা মেঘমালা হতো তোমরা বর্ষন করাচ্ছো, নাকি বর্ষনকারী আমি

খোদা? আমি চাইলে একে তীব্র লবনাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তাহলে তোমরা শুকুর আদায় করবে না কেন?"

সুমিষ্ট পানি চিত্তকর্ষক নেয়ামত! এই পানি ব্যতীত মানুষ কি দুনিয়ার জীবন যাপন করতে পারে? আচ্ছা, তা যদি লবনাক্ত হয়ে যায়, কিংবা এর নিয়মিত বর্ষন বন্ধ হয়ে যায় তা হলে মানুষ সহ দুনিয়ার জীব জন্তুর কি অবস্থা দাড়াবে? এমন সুমিষ্ট পানি পানে পরিতৃপ্ত জীবন উপভোগ করে যদি কেউ এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে বরং অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তাহলে তাকে অনুভূতিহীন জড় পদার্থ ছাড়া কীইবা বলা যায়!

নিত্য ব্যবহার্য আগুন

أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِى تُورُونَ ۝ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝

–আল ওয়াকেয়া, ৭১-৭২ আয়াত

"তোমরা কখনো চিন্তা করেছো, এই আগুন, যা তোমরা জ্বালাও এর গাছ (কাষ্ঠ) তোমরা বানিয়েছো না এর সৃষ্টিকারী আমি আল্লাহ।"

গাছ কেটে বানালে তাতে আগুন কেন প্রজ্জলিত হয়? আবার এমন কোনো কোনো গাছ আছে যার তরতাজা শাখায় শাখায় আঘাত করলে সহসা আগুন জ্বলে ওঠে। এই শ্যামল-তাজা গাছের মধ্যে দাহ্য শক্তি সম্পন্ন আগুনের অবস্থিতি যে মহাসত্ত্বার নির্দেশনার প্রমাণ দেয় তিনিই আল্লাহ।

নগন্য শুক্র বিন্দু হতে মানুষ সৃষ্টির স্বরূপ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝

–আল ওয়াকেয়া, ৫৮-৫৯ আয়াত

"তোমরা কি কখনো চিন্তা-বিবেচনা করে দেখেছো, তোমরা এই যে শুক্র নিক্ষেপ কর, তা হতে তোমরা সন্তান সৃষ্টি করো, না আমি আল্লাহ এর সৃষ্টি কর্তা?"

নগন্য নাপাক শুক্র বিন্দু হতে মানুষের মতো সৃষ্টি উদ্ভাবন করা কার কাজ? এটা কি মানুষের কোনো নিজস্ব কর্মকান্ড? বস্তুতঃ তিনিই আল্লাহ, যিনি এ মহান কাজ আনজাম দেন।

মানব সৃষ্টির ক্রম বিকাশ

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

–আল মু'মিনুন-১২-১৪ আয়াত

"আমি মানুষকে মাটির সার হতে বানিয়েছি। পরে একে এক বিশেষ স্থানে টপকানো ফোঁটায় পরিবর্তিত করেছি। পরে এই ফোঁটাকে জমাট বাঁধা রক্তে পরিনত করেছি। এরপর এই জমাট বাঁধা রক্তকে মাংসপিন্ড বানিয়েছি। একেই অস্থিমজ্জা বানিয়েছি। এই অস্থিমজ্জার ওপর গোশত বসিয়েছি। শেষ পর্যন্ত একে অপর এক সৃষ্টির রূপ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।

"অতএব বড়ই বরকত সম্পন্ন হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি সব কারিগর হতে উত্তম কারিগর।"

মাটির সারকে শুক্রতে পরিবর্তন, অতঃপর ঐ নগন্য শুক্র ক্রম বিকাশের মাধ্যম জীবন্ত হয়ে ওঠা, শেষ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্বের বিকাশ ঘটানো, মূলতঃ কার কর্ম কান্ড? এতে মানুষের ইস্থা, বাসনা ও চেষ্টা তদবীরের কি কোন দখল আছে? অতঃপর একে অপর এক সৃষ্টিরূপে দাঁড় করানো, এসব কিছু গভীর চিন্তা-ভাবনার বিষয় বটে। চিন্তা-চেতনা শুন্য এক দুর্বল মাংসপিন্ড থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন্ত এক বোধ-জ্ঞান-সম্পন্ন বহুবিধ যোগ্যতা-ক্ষমতার অধিকারী মানুষের সৃষ্টি কে করেছেন? এদেরকে ভাল-মন্দ পরখ করার ক্ষমতা ও দেখা-শুনার মত অসাধারণ যোগ্যতা কে দান করেছেন? সৃষ্টির এসব বিচিত্র রূপ-গুণদাতা সত্যিই এ নিখিল সৃষ্টির প্রভূ আল্লাহ্।

ত্রিবিদ অন্ধকারে সুন্দরতম আকৃতি দান

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ أُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ

ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

—আয যুমার, ৬ আয়াত

"তিনিই তোমাদের মা'দের গর্ভে তিন তিনটি অন্ধকার আবরনের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক রূপ দিয়ে যাচ্ছেন। এই-ই আল্লাহ (এটা তারই কাজ), তোমাদের রব। প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তা'হলে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?"

পেটের মধ্যে পর পর তিনটি অন্ধকারের মধ্যে নগন্য শুক্র বিন্দুকে বিভিন্ন আকার আকৃতিতে রূপান্তর করে শেষ পর্যন্ত মানুষের মতো সুন্দর গঠন দেন আল্লাহ। তাঁর এসব বিস্ময়কর লীলাখেলা মানুষের জ্ঞানচক্ষু উম্মোচিত করতে যথেষ্ট। তবে তাকে খাঁটিভাবে মহা-সত্যের অন্বেষী হতে হবে।

সামান্য শুক্রবিন্দু হতে অসাধারণ সৃষ্টির উদ্ভাবনা

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○ الَّذِىْٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ○ ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصٰرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

—আস সাজদা, ৬-৯ আয়াত

"তিনিই সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত অতীব দয়াবান। তিনি যা কিছু বানিয়েছেন, তা সবই সুন্দর করে বানিয়েছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা-মাটি হতে। পরে এর বংশধারা এমন এক বস্তু হতে চালু করেছেন যা নিকৃষ্ট পানির মতোই। পরে এর নাক-কান ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, হৃদয় দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই শুকুর গোজার হয়ে থাকো।"

মাটির দ্বারা মানুষের ন্যায় অসাধারণ জীব সৃষ্টির করা অতঃপর পানির সাহায্যে এর বংশধারা অব্যাহত রাখা, নির্জীব পানিতে প্রাণের সঞ্চার করে তাতে দেখা-শোনা ও চিন্তা-গবেষণা করার মতো অসাধারণ যোগ্যতা প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো নিঃসন্দেহে মহাশক্তিধর সুকৌশলী আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ।

অসাধারণ মানবীয় যোগ্যতার উদ্দেশ্য

إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسٰنَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

—আদ দাহ্‌র, ২ আয়াত

"আমি আল্লাহ মানুষকে এক সংমিশ্রিত শুক্র হতে সৃষ্টি করেছি যেন আমি তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। আরও এই উদ্দেশ্যে যে, আমি তাদেরকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন বানিয়েছি।"

পানির মতো নগন্য ফোঁটা হতে দেখা- শোনার ন্যায় অসাধারণ শক্তি সামর্থ বিশিষ্ট জীবন তৈরীর মধ্যে অবশ্যই জ্ঞানচক্ষু দীপ্ত প্রত্যেকের জন্যে মহান খোদার অস্তিত্বের ব্যাপারে বহু নিদের্শন বিদ্যমান।

এসব যোগ্যতা প্রতিভা ও চেতনাবোধ মানুষকে দান করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ দেখতে চান বান্দা এসব লাভ করে সেই মহান খোদাকে জেনে-চিনে তাঁর যথার্থ শুকরিয়া ও আনুগত্য করে না অকৃতজ্ঞতা ও অমনযোগীতায় ডুবে থাকে।

বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ○

—আর রূম, ২২ আয়াত

"আর আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশ সমূহ ও যমীনের সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষা সমূহ ও বর্ণের পার্থক্য। বস্তুত এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য।"

ধরা পৃষ্ঠের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানব মন্ডলী একই মাতা-পিতা আদমও

হাওয়ার সন্তান। প্রত্যেকের বাকশক্তি ও মন মস্তিস্ক এবং মুখের গঠন প্রকৃতি একই ধরণের অথচ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মুখের ভাষা বিভিন্ন ধরনের। গাত্রবর্ণ ও গঠন প্রকৃতিও নানারূপ। এক এলাকার অধিবাসী অপর এলাকাবাসীর কাছে ভাষার দিক দিয়ে এমন অপরিচিত যেন তারা বাকশক্তিহীন। আবার একই ভাষাভাষি লোকদের মধ্যেও বর্ণনা ও উচ্ছারণ ভংগীতে পরস্পর পার্থক্য রয়েছে। অথচ শব্দ উচ্চারণ, অংগ, মুখ ও জিহ্বা সকলেরই সমান। কিন্তু কেউ হয়তো যুগের বাগ্মী হিসাবে সুপরিচিত; অপর দিকে কেউ আবার নিজের মনের ভাব পর্যন্ত প্রকাশ করতে অপারগ। মানুষ একটু বুদ্ধি শুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা করলে এর মধ্যে অসংখ্য আল্লাহর নিদর্শন লক্ষ করতে পারে। যিনি মূলতঃ অপরিসীম শক্তি আধার ও সুকৌশলী।

মানবীয় অসহায়ত্ব

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ○ وَ اَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ○ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ○ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

—আল ওয়াকেয়া, ৮৩-৮৭ আয়াত

"তোমরা যদি কারো অধীন হয়ে না থাক এবং এই মতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তা হলে মূমুর্ষ প্রাণ যখন গলদেশ পর্যন্ত পৌছে যায় আর তোমরা তোমাদের নিজেদের চক্ষে দেখতে থাক যে সে মরছে, তখন তার নির্গমন কারী প্রাণকে তোমরা ফেরৎ নিয়ে আস না কেন? তখন তোমাদের তুলনায় আমি আল্লাহ এর একাধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাওনা।"

মানুষের দেহ-খাঁচা হতে তার প্রাণ যখন বের হয়ে যায়, তখন তা কার আয়ত্ত্বে আবদ্ধ থাকে? আর কোনো মূমুর্ষ কতনা উপায়হীন অসহায়ত্ব নিয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। এ প্রাণ যদি সত্যিই কোন ক্ষমতাবান সত্ত্বার নিয়ন্ত্রনাধীন না-ই থাকবে তাহ-লে কেন মানুষ এটাকে ফিরিয়ে আনছেনা?

তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যার আয়ত্বাধীনে শুধু মানুষ নয় বরং নিখিল সৃষ্টির সব কিছুই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে অসহায় নিঃসম্বল হয়ে আছে।

কেউ আল্লাহর সৃষ্টি সমূহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলে, আসমান-জমীনের সর্বত্র তাঁর কুদরাত ও হেকমতের অসংখ্য প্রমাণ ও নিদর্শনাদির প্রতি শিক্ষামূলক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং বিশ্ব সৃষ্টির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে গভীর গবেষণা করলে অবশ্যই আল্লাহর ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্মানোর সাথে সাথে এ ঈমান ও আস্থার সৃষ্টি হবে যে, আল্লাহ্ সর্ব প্রকার মহান গুণাবলীর অধিকারী ও সকল শক্তি ও ক্ষমতার তিনি আধার। এক মহান সত্তা, যিনি সকল সৌন্দর্যের উৎস এবং স্বতঃই স্বয়ং সম্পূর্ণ।

আল্লাহ্ সর্বোত্তম গুণাবলীর অধিকারী

وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الأَعْلٰى وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

–আন নাহল, ৬০ আয়াত

"আর আল্লাহর জন্য তো রয়েছে মহোত্তম গুণাবলী, তিনিই তো সবার ওপর পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে পূর্ণতার অধিকারী।"

وَ لِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۝

–আল আ'রাফ, ১৮০ আয়াত

"আল্লাহ অতি সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী। তাকে সেই সব সুন্দর নামেই ডাকো।"

আল্লাহর ক্ষমতা ও মহত্ব অপরিসীম

وَ لَوْ أَنَّمَا فِىْ الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

–লুকমান, ২৭ আয়াত

"জমিনে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হতো) একে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করতো তা হলে আল্লাহর কথাগুলি (লেখা) শেষ হতো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী।"

আল্লাহর অগনন সৃষ্টিকর্ম, সীমাহীন কুদরাত ও হেকমতের লীলাখেলা এবং অপরিসীম মহানুভবতা ও মহত্ত্বের গণনা করা মানুষের আয়ত্ত্বের বাইরে।

আল্লাহই সব জিনিসের স্রষ্টা

اَللّٰهُ خٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَكِيْلٌ

–আয যুমার, ৬২ আয়াত

"আল্লাহই সব জিসিসের স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছু রক্ষাণাবেক্ষণ করেন।"

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِىْ الأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ؕ وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ○ هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِى مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ○

–লুকমান, ১০–১১ আয়াত

"আল্লাহই আকাশ মন্ডলী সৃষ্টি করেছেন কোনরূপ স্তম্ভ ব্যতীতই, যা তোমরা দেখতে পারো। তিনি জমিনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না যায়। তিনি সব রকমের জন্তু-জানোয়ার জমিনের বুকে বিস্তার করে দিয়েছেন। আসমান হতে পানি বর্ষিয়েছেন এবং জমিনের বুকে রকমারি উত্তম জিনিস সমূহ উৎপাদন করিয়েছেন। এটাই আল্লাহর সৃষ্টি। এখন দেখাও দেখি, অন্যেরা কী জিনিস সৃষ্টি করেছে?"

আল্লাহ অনুপম রূপকার

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَ إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

–আল বাকারা, ১১৭ আয়াত

"আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা। এবং যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, শুধু বলেনঃ হও, আর অমনি তা হয়ে যায়।"

আল্লাহর কোনো কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে কারো সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন পড়ে না, না কোনো উপায় উপকরণ তার দরকার, আর না কোন সহায়-সম্বল। কোনো নমুনা দেখারও তার প্রয়োজন পড়ে না।

মহান স্রষ্টার মহোত্তম সৃষ্টি

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

–আল মুমিনুন, ১২–১৪ আয়াত

"আমরা মানুষকে মাটির সার হতে বানিয়েছি। পরে এক বিশেষ স্থানে টপকানো ফোটায় পরিবর্তিত করেছি। পরে এই ফোটাকে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি। এরপর এই জমাট বাঁধা রক্তকে মাংসপিন্ড বানিয়েছি। শেষ পর্যন্ত উহাকে অপর এক সৃষ্টি রূপ দিয়ে দাঁড় করে দিয়েছি। অতএব বড়ই বরকতময় হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সব কারিগর হতে উত্তম কারিগর।"

নিষ্প্রাণ শুক্র বিন্দুকে ক্রমান্বয়ে গোশতে রূপান্তর করা, অতঃপর একে বুদ্ধি-বিবেক ও বিবেচনা শক্তির মতো অগণিত অসাধারন যোগ্যতা ও গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করে অপর এক নব সৃষ্টিরূপে দাঁড় করানো এমন এক বরকতময় স্রষ্টার নিপুণ কার্যক্রম, যিনি কেবল এক সাধারণ সৃষ্টিকর্তাই নন বরং এক মহান শক্তিধর প্রতিপালক।

জীবিকা সরবরাহ ও প্রতিপালন

আল্লাহ্ই রিজিকদাতা ও প্রতিপালক

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ ○ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلٰلُ فَأَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

–ইউনুস, ৩১–৩২ আয়াত

"হে মুহাম্মদ, তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসমান জমিন হতে কে তোমাদেরকে রেজেক দান করেন? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার ইখতিয়ারাধীন? নিষ্প্রাণ নির্জীব হতে সজীব ও জীবন্তকে কে বের করেন? এই বিশ্ব ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা কে সম্পন্ন করেছেন? তারা জবাবে অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ। বলো ঃ তা'হলে (এই মহা সত্যের বিপরীত আচরণ হতে) তোমরা কেন বিরত থাক না? তা হলে এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত খোদা। তা হলে মহান সত্যের ওপর সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিইবা অবশিষ্ট থাকে? তোমাদেরকে কোথায়, কোন দিকে ঘোরাফেরা করতে বাধ্য করা হচ্ছে?"

রিজিকের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর মুষ্ঠিতে আবদ্ধ

لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ج يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

–আশশুরা, ১২ আয়াত

"আসমান জমিনের ভান্ডার সমূহের চাবি আল্লাহরই হাতে। যাকে ইচ্ছা অঢেল রেজেক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। তিনি সব কিছু জানেন।"

রিজিক বর্ধন-সংকোচন আল্লাহর ইচ্ছাধীন

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥

—আল বাকারা, ২৪৫ আয়াত

“আল্লাহই সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন। এবং তার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।”

জীবিকা মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান ও চেষ্টা সাধনার ওপরে নির্ভরশীল নয়। এর ব্যবস্থাপনা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। যাকে চান তিনি নিজ কৌশলে স্বচ্ছলতা দান করেন। আবার যাকে চান সংকীর্ণ করে রাখেন।

আল্লাহই সকল প্রাণীর জীবিকা সরবরাহ করেন

وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِىْ الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ٥

—হুদ, ৬ আয়াত

“ভূ-পৃষ্টে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না। এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না কোথায় সে থাকে এবং তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই একটি পরিস্কার কিতাবে লেখা আছে।”

আল্লাহতায়ালা প্রত্যেকটি পাখির বাসা, সকল কীট পতংগের আস্তানা এবং সব ধরনের জন্তু-জানোয়ারের আবাসস্থল সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি সকল প্রাণীর মরণক্ষনও অবহিত। এমন পূর্ণাংগ ও সুনিশ্চিত ভাবে পরিজ্ঞাত ব্যবস্থাপক আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর যথাযথ খাদ্য খাবার সরবরাহ করেন। এবং কাউকে তার রুজী থেকে বঞ্চিত করেন না।

আল্লাহর জ্ঞান সব বিষয়ের ওপর পরিব্যাপ্ত

أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

–আত তালাক, ১২ আয়াত

"আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান। এবং আল্লাহর অবগতি সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।"

অর্থাৎ কোন জিনিসই আল্লাহর জ্ঞানে আওতার বাইরে নেই।

কোন জিনিসই আল্লাহর কাছে গোপন নেই

إِنَّ اللّٰهَ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِىْ الْأَرْضِ وَلَا فِىْ السَّمَاءِ ○هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِىْ الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ○

–আল ইমরান, ৫-৬ আয়াত

"পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।"

আল্লাহর সর্বমুখী অবহিতির এক সাধারণ নমুনা যে, তিনি পেটের স্তরে স্তরে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে গঠন-আকৃতি দান করেন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَ مَا نُعْلِنُ وَ مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِىْ الْأَرْضِ وَلَا فِىْ السَّمَاءِ ○

–ইবরাহীম, ৩৮ আয়াত

"হে পরওয়ারদিগার! তুমি জানো যা কিছু আমরা লুকাই এবং যা কিছু প্রকাশ করি আর যথার্থই আল্লাহর কাছে কিছুই গোপন নেই, না পৃথিবীতে না আকাশে।"

আল্লাহ সকল অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত

أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوٰهُمْ وَ أَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

–তওবা, ৭৮ আয়াত

"এরা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের গোপন তথ্য এবং তাদের কানকথা পর্যন্ত সব কিছু জানেন এবং তিনি সকল অদৃশ্য বিষয়গুলি সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত।"

কাফের বে-দ্বীনরা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের গোপন শলাপরামর্শ ও রহস্যের কথা পুরাপুরি ওয়াকিফহাল। এক কথায় গায়েবের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই।

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

–আত্ তাগাবুন, ১৭-১৮ আয়াত

"আল্লাহ অতীব মর্যাদা দানকারী ও ধৈর্য্যশীল। উপস্থিত ও অদৃশ্য সবকিছু তিনি জানেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বজয়ী, মহাজ্ঞানী।"

অন্তরের রহস্যও আল্লাহ পরিজ্ঞাত

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ ○

–আন নামল, ৭৪ আয়াত

"নিঃসন্দেহে তোমার রব ভালোভাবেই জানেন, যা কিছু তাদের বক্ষদেশে লুকিয়ে রাখে। আর যা কিছু তারা প্রকাশ করে।"

আল্লাহ মানুষের মনের বাসনা পর্যন্ত জানেন

إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ج أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ○

–আল আন- কাবুত, ১০ আয়াত

"দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি আল্লাহতায়ালার তা খুব ভালভাবে জানা নেই কি?"

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَنَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○

—ক্বাফ, ১৬ আয়াত

"আমি আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তার নিত্য জাগ্রত প্ররোচনা গুলি পর্যন্ত আমি জানি। আমি তার গলার শিরা হতেও অধিক নিকটবর্তী।"

আল্লাহ সার্বক্ষনিক বান্দার সাথে আছেন

اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ السَّمٰوتِ وَ مَا فِيْ الأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

—আল মুজাদিলা, ৭ আয়াত

"তুমি কি জাননা যে, পৃথিবী ও আকশমন্ডলীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভূক্ত এমন কখনো হয় না যে, তিনজন লোকের মধ্যে কোন শলা পরামর্শ হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থজন হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা এর কম হোক কি বেশী যেখানেই তারা হবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সংগে থাকবেন। পরে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তারা কি কি কাজ করেছে। আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই অবহিত।"

আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের অবস্থা জানেন

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَئْخِرِيْنَ ○

—আল হিজর, ২৪ আয়াত

"তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে, তাদেরকে আমি দেখে রেখেছি এবং পরবর্তী আমলকারীও আমার দৃষ্টি সমক্ষে আছে।"

আল্লাহর জ্ঞান সীমানার বাইরে কিছুই নেই

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ٥

–আল আনয়াম, ৫৯ আয়াত

"সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি আল্লাহর নিকটে, তিনি ছাড়া তা আর কেউ জানেনা। স্থল ও জলভাগে যা কিছু আছে, তিনি তার সবকিছু জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই, যে সম্পর্কে খোদা জানেন না। জমির অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আদ্র ও শুষ্ক জিনিস সব কিছুই এক উন্মুক্ত কিতাবে লিখিত রয়েছে।"

وَ مَا تَكُوْنُ فِي شَأْنٍ وَ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَ لاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَأَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ٥

–ইউনুস, ৬১ আয়াত

"হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো না কেন এবং কুরআন হতে যা কিছু শোনাও, আর হে লোকেরা তোমরাও যা কিছু করো এই সব অবস্থায়ই আমি তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে থাকি। আসমান ও যমীনে একবিন্দু পরিমান জিনিসও এমন নেই –না ছোট না বড়' যা তোমার খোদার দৃষ্টি হতে লুকিয়ে রয়েছে এবং এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ নহে।"

আল্লাহই সব কিছুর মালিক

وَ لِلّٰهِ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِىْ الأَرْضِ ۝

—আল ইমরান, ১০৯ আয়াত

"আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের সব জিনিসের মালিক। এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর দরবারে পেশ হয়।"

আল্লাহর বাদশাহী যথার্থ

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝

—আল মুমিনুন, ১১৬ আয়াত

"অতএব মহান শ্রেষ্ঠ আল্লাহ, প্রকৃত বাদশা। তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। মর্যাদাবান আরশের মালিক তিনি।"

সৃষ্টি জগতের ওপর আল্লাহরই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ۝

—আল হাদীদ, ২ আয়াত

"পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের রাজত্ব-সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক একমাত্র আল্লাহ।"

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِيْهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

—ইয়াছিন, ৮৩ আয়াত

"আল্লাহ পবিত্র, যার হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁর দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"

আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ○

–ইউনুস, ৬৫ আয়াত

"প্রকৃত ইজ্জত সম্মান সব কিছুই খোদার ইখতিয়ার ভুক্ত।"

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ○

–আল বাকারা, ১৬৫ আয়াত

"সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।"

স্থান-কাল সব কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ ○

–আল আনয়াম, ১২ আয়াত

"হে মুহাম্মদ! তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ মহাশূন্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার? বলোঃ সব কিছু আল্লাহর।"

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِيْ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

–আল আনয়াম, ১৩ আয়াত

"রাতের অন্ধকারে ও দিনের উজ্জ্বল আলোকে যা কিছু স্থিতিলাভ করে তা সব কিছুই খোদার। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।"

দিনের উজ্জ্বল আলোকে এবং রাতের তীব্র অন্ধকারে যা কিছু রয়েছে তার ওপর আল্লাহরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপ গোটা আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার ওপরেও খোদার কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব বিদ্যমান। এক কথায় স্থান-কালের কোন কিছুই তার কর্তৃত্বের বাইরে নেই।

নিখিল সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা আল্লাহর হাতে

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُوْلاَ ج وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ج إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

–আল ফাতের, ৪১ আয়াত

"আল্লাহ আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন। যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়। স্থানচ্যুত হলে, তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।"

আল্লাহতায়ালা আকাশের সুবৃহৎ তারকারাজিকে এক এক নির্দিষ্ট বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এবং এক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করছেন। যদি এর কোন একটি নিজের স্থান থেকে কোনক্রমে সরে যায় তা হলে কার এমন শক্তি আছে যে একে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করবে?

সৃষ্টিকুলের ওপর আল্লাহরই হুকুম চলছে

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

–আল আরাফ, ৫৪ আয়াত

"বস্তুতঃ তোমাদের রব সেই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনের মেয়াদে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর স্বীয় সিংহাসনের ওপর আসীন হন। যিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন। তারপর দিন রাতের পিছনে দৌড়াতে থাকে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন বিধানের অধীন বন্দী। সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্ব তাঁরই। অপরিসীম বরকতময় আল্লাহ সমগ্র জাহানের মালিক ও লালন পালনকারী।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সৃষ্টি জগত তৈরী করার পর তাহতে উদাসীন হয়ে কোথাও সরে যাননি বরং সিংহাসনে আসীন হয়ে এর পরিচালনা করছেন। এই সৃষ্টি জগতের পুরা কারখারা একমাত্র তারই হুকুমে পরিচালিত হয়। কুরআনের বর্ণনায় রয়েছে, আসমান হতে জমিন পর্যন্ত সকলের ব্যবস্থাপনা ও লালন-পালন তিনি নিজেই করছেন।

সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ্

يُولِجُ الَّيْلَ فِىْ النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِىْ الَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِىْ لأَجَلٍ مُّسَمًّى ج ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ج وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝

—আলফাতির, ১৩ আয়াত

"তিনি রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমন করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই রব, তোমাদের প্রতিপালন। সার্বভৌমত্ব তারই। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খেজুরের আটির আবরণের ও অধিকারী নয়।"

আসমান হতে জমিন পর্যন্ত ঐ একই খোদার বাদশাহী। যিনি অনন্তকাল হতে রাত দিনের এই নিয়মিত আবর্তন ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। তারই নির্দেশে চন্দ্র-সূর্য এই মহাশূন্যে আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান- আল্লাহই মানুষের প্রকৃত রব প্রতিপালক। তিনি ছাড়া এই মহা জগতের সামান্যতম কোনো জিনিসের কেউ মা-লিক নয়।

আল্লাহর কোনো জবাবদিহীতা নেই

لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُوْنَ ۝

-আম্বিয়া, ২৩ আয়াত

"আল্লাহর ক্রিয়াকলাপের কৈফিয়াত কাউকে দিতে হয় না।"

অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। কৈফিয়ত গ্রহণকারী কেউ নেই।

إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

—আলহাজ্জ, ১৮ আয়াত

"আল্লাহ যা চান তাই করেন।"

وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ○

—আর রা'দ, ৪১ আয়াত

"আল্লাহ রাজত্ব করছেন, তার সিদ্ধান্ত সমূহ বিবেচনা করার কেউ নেই।"

আল্লাহ সব বিষয়ের ফায়সালা করেন। তার ফায়সালা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالِ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ○

—আন নিসা, ৭৮ আয়াত

"হে মুহাম্মদ! বলে দাও, সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। লোকদের কি হয়েছে যে, কোনো কথাই তারা বোঝে না।"

অনুকম্পা ও শাস্তি প্রদান আল্লাহর ইচ্ছাধীন

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

—আল মায়েদা, ৪০ আয়াত

"তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন, যাকে চাইবেন মাফ করে দেবেন।"

ক্ষমতা প্রদান ও হরন আল্লাহর ইচ্ছাধীন

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ○

—আল ইমরান, ২৬ আয়াত

"বলোঃ হে আল্লাহ! হে বিশ্ব জাহানের মালিক, তুমি যাকে চাও রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে চাও রাষ্ট্র ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও।"

সম্মান-আভিজাত্য প্রদান আল্লাহরই ইচ্ছাধীন

وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ○

–আল ইমরান, ২৬ আয়াত

"বলোঃ হে আল্লাহ, তুমি যাকে চাও মর্যাদা দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করো।"

আল্লাহ সব কল্যাণের উৎস

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

–আল ইমরান ২৬ আয়াত

"বলোঃ হে আল্লাহ, সব কল্যাণ তোমার হাতে নিহত। নিঃসন্দেহে তুমি সব কিছুর ওপর শক্তিশালী।"

আল্লাহর ক্ষমতার বাইরে কিছু নেই

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِىْ الاَرْضِ ط اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ○

–আল ফাতির, ৪৪ আয়াত

"আল্লাহ এমন নহেন যে, আসমান জমিনের কোনো কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে। তিনি সবজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান।"

এমন কোনো জিনিস নেই যা আল্লাহর কুদরাত ও ক্ষমতার আওতার বাইরে। সব কিছুই তার আয়ত্ত্বাধীন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ـ وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

–ইবরাহীম, ১৯ আয়াত

"তুমি কি দেখছো না, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন? তিনি চাইলে তোমাদের হটিয়ে দেন এবং একটি নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এমনটি করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়।"

জীবন-মৃত্যু আল্লাহরই নির্দেশাধীন

وَ أَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا ○

–আন নাজম, ৪৪ আয়াত

"আল্লাহই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন।"

সব জিনিসের ভান্ডার আল্লাহর কাছে

وَ إِنْ مِّنْ شَىْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

–আল হিজর, ২১ আয়াত

"এমন কোনো জিনিস নেই যার ভান্ডার আমার নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করি।"

সন্তান দেয়া না দেয়া আল্লাহর ইচ্ছাধীন

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ○اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ج وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

–আশ শুরা, ৫০-৫১ আয়াত

"আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টিই দেন, আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে রাখেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করতে সক্ষম।"

আল্লাহ ফায়সালা সঠিক ও নির্ভুল

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۝

–আল মুমিন, ২০ আয়াত

"আল্লাহ সব বিষয় ঠিক ঠাক ফায়াসালা করেন।"

আল্লাহ কোন প্রাপকের প্রাপ্য নষ্ট করেন না

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتَابِ وَ أَقَامُوْا الصَّلٰوةَ إِنَّا لاَ نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

–আল আ'রাফ, ১৭০ আয়াত

"যারা আসমানী কিতাব পালন করে চলে, আর যারা নামাজ কায়েম রাখে এ ধরনের নেক চরিত্রের লোকদের কর্মফল আমি নিশ্চয়ই নষ্ট করবো না।"

আল্লাহ অপরাধ অনুপাতে শাস্তি দেন

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوْا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۝

–ইউনুস, ২৭ আয়াত

"আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের পাপ অনুপাতেই প্রতিফল পাবে।"

পাপ ও পূন্যের পরিনাম ভিন্ন

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِيْ الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۝

–সোয়াদ, ২৮ আয়াত

"যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের সকলকে কি আমি সমান করে দেবো? মুত্তাকীদেরকে কি আমি নাফরমান গুনাহ্গার লোকদের মতো করে দেব?"

যারা দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন ধারায় চলে, তাদের পরিনাম শেষ পর্যন্ত এক রকম কি করে হয়? তাদের ব্যাপারে অবশ্য আদল-ইনসাফ সহকারে ফায়সালা করা হবে।

আল্লাহ্ আমল অনুপাতে বান্দাকে বিনিময় প্রদান করেন

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّاتِ اَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ٥ وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ ٥

—আল জাশিয়া, ২১-২২ আয়াত

"যে সব লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মু'মিন ও সৎকর্মশালীদেরকে সমপর্যায় ভূক্ত করে দেবো যে তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? তারা যে ফায়সালা করে তা অত্যন্ত জঘন্য। আল্লাহ আসমান ও জমিনকে সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং এজন্য করেছেন যাতে প্রত্যেক প্রাণ সত্ত্বাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া যায়। তাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।"

অর্থাৎ ঈমানদার নেককারের জীবন এবং বে-ঈমান বদকারের জীবন কখনো এক রকম হতে পারে না। ঠিক সেই ভাবে তাদের পরিনামও এক ধরনের হতে পারে না।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهِ ج وَالظّٰلِمِيْنَ أَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ۝

—আদ দাহর, ৩০-৩১ আয়াত

"নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী। স্বীয় রহমতের মধ্যে যাকে চান গ্রহণ করেন। আর জালেমদের জন্য তিনি বড় পীড়াদায়ক আযাব নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

আল্লাহর ইচ্ছা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক দাবীই হচ্ছে যে, প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে প্রতিদান প্রদান করা। কাজেই ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের আশ্রয় পাবে। আর জালেম পাবে তার যথাযথ শাস্তি।

আল্লাহ্ চিরঞ্জীব

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝

–আল ইমরান, ২ আয়াত

"আল্লাহ চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্ত্বা।" যিনি বিশ্ব জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে ধারণ করে আছেন। আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْإِكْرَامِ ۝

–আর রাহমান, ২৬-২৭ আয়াত

"প্রত্যেকটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে- ধ্বংসশীল। এবং কেবল মাত্র তোমার মহিয়ান গরিয়ান খোদা অবশিষ্ট থাকবেন।"

মৃত্যু এবং ধ্বংস সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ এ দুর্বলতা হতে মুক্ত।

আল্লাহ্ সন্তান সন্তুতির মুখাপেক্ষী নন

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

"হে নবী! বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। যিনি না কাউকে নিজের ছেলে বানিয়েছেন আর না তাঁর বাদশাহীতে কেউ শরীক আছে। এবং তিনি এমন অক্ষম নন যে তাঁর কেউ সাহায্যকারী হবে। তাঁর মহত্ব ও মহিমা বর্ণনা করো। যার চেয়ে বড় আর কেউ নেই।"

আল্লাহর কারো সাহায্য সহযোগীতার মুখাপেক্ষী নন। না তার কোনো সন্তানের প্রয়োজন। সৃষ্টির সাহায্য সহযোগীতা এবং মৃত্যুর পর তার বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য সন্তান সন্তুতির প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ সমুদয় দুর্বলতা হতে পবিত্র।

আল্লাহ দাম্পত্য প্রয়োজনের উর্ধে

سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ أَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَّهُ صٰحِبَةٌ ○

–আল আনয়াম, ১০০-১০১ আয়াত

"আল্লাহ তাদের এই সব কথা হতে পবিত্র ও মহান। তিনি আসমান যমীনের উদ্গাতা, তার সন্তান হতে পারে কিরূপে? যখন তাঁর জীবন সংগিনীই কেউ নেই।"

আল্লাহ অতুলনীয়

আল্লাহর কোন তুলনা নেই। অর্থাৎ সৃষ্টির গুনাগুনের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর গুনাবলী কেউ অনুমান করতে পারে না। কেননা তিনি স্বতঃই বিরাজমান। অনন্ত ও অসীম। সৃষ্টি জিনিস জন্মে এবং মরে । তাই সৃষ্ট কোনো জিনিসের সাথে তার তুলনা নেই।

আল্লাহ মহাপবিত্র

هُوَ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ ○

আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি মুক্ত। মানুষ যত রকমের দোষ-ত্রুটি দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার কল্পনা করতে পারে আল্লাহর সত্ত্বা তা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আল্লাহর করুনা ও অনুকম্পা সৃষ্টিকুল পরিব্যাপ্ত

وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۝

—আল আরাফ, ১৫৬ আয়াত

"আল্লাহ রহমত সকল জিনিসই পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে।"

আল্লাহ অব্যাহত রহমত বর্ষণ করেন

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

"আল্লাহ দাতা এবং দয়ালু। আল্লাহ রহমান এই অর্থে যে তাঁর দানে তেজস্বীতা বর্তমান। তিনি রাহীম এ অর্থে যে তার দয়া একাধারে অব্যাহত ও চিরস্থায়ী। কখনো তিনি তার বান্দাদের রহমত হতে বঞ্চিত করেন না।"

আল্লাহ বান্দাদের খুব ভালবাসেন

اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

—হুদ, ৯০ আয়াত

"অবশ্যই আমার রব করুনাময় তিনি আপন সৃষ্টিকে ভালবাসেন।"

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

—আল বাকারা, ২০৭ আয়াত

"আল্লাহ নিজ বান্দাদের ওপর বড়ই মেহেরবান।"

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ ۝

—আশ শুরা, ১৯ আয়াত

"আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অতি কোমল ব্যবহার করে থাকেন।"

আল্লাহ্ বান্দাদের অপরাধ গোপন রাখেন

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ط بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلاً ۝

—আল কাহাফ, ৫৮ আয়াত

"তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তাদেরকে কৃতকর্মের জন্য আযাব দিতে চাইলে দ্রুত আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, তা থেকে পালিয়ে যাবার কোনো পথই তারা পাবে না।"

আল্লাহ্ বান্দার তাওবা কবুল করেন

وَ هُوَ الَّذِیْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

—আশ শুরা, ২৫ আয়াত

"আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং মন্দ কাজ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ কর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা আছে।"

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

—আন নিসা, ১১০ আয়াত

"যদি কোনো ব্যক্তি খারাপ কাজ করে বসে অথবা নিজের ওপর জুলুম করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে।"

আল্লাহ বান্দাকে অনুগ্রহ করার তাকীদ করেন

وَ إِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِئَايٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهٰلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

—আল আনয়াম, ৫৪ আয়াত

"হে নবী, আমার আয়াতে বিশ্বাসী লোকেরা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তাদেরকে বলোঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের খোদা দয়া অনুগ্রহের নীতি নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। তাঁর এ দয়া অনুগ্রহের কারণে তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোনো অন্যায় কাজ করে বসলে, সে যদি তাওবা করে ও সংশোধন করে, তবে খোদা তাকে মাফ করে দেন এবং নম্র ব্যবহার করেন।"

নবীকে (দঃ) তাকীদ করা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ঈমান আনে তাহলে তাকে দয়া অনুগ্রহ সহকারে অভ্যর্থনা জানাবে। এবং তাঁর সর্বাংগীন নিরাপত্তা ও সালামতীর জন্য দোয়া করবে। বান্দা যত বড় গুনাহ্‌র কাজ করে বসুক না কেন যদি সে লজ্জিত হয়ে একান্ত মনে তাওবা করে, এবং পরে নেক কাজ করতে শুরু করে তাহলে আল্লাহ শুধু তার গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমাই করেন না বরং তাকে পরবর্তীতে নেক কাজ করার তৌফিক দান করে থাকেন।

আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া অনুচিৎ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ج إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ج إِنَّهُ هُوَ

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۝ وَ أَنِيْبُوْا إِلٰى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ ۝

—আয যুমার, ৫৩-৫৪ আয়াত

"হে নবী, বলে দাওঃ হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে যেও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুণাহ মাফ করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ফিরে এসো তোমাদের আল্লাহর দিকে এবং তাঁর অনুগত হও, তোমাদের ওপর আযাব আসার পূর্বে। কেন না, তোমরা পরে কোনো দিক হতেই সাহায্য পেতে পারবে না।"

আল্লাহ্‌র গুনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপরন্তু সকল গুনের মূল লক্ষ্য ও দৃষ্টিভংগী হচ্ছে নির্ভেজাল তাওহীদ। মানবদেহে প্রাণের মর্যাদার ন্যায় দ্বীনের মধ্যে তৌহিদের মর্যাদা। মানব দেহের উৎকর্ষতা যেমন প্রাণের সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল, তেমনি দ্বীনের ব্যাপারে নির্ভেজাল তৌহিদের স্থান। তৌহিদের আকীদায় কোন কম ভিন্নতা হলে ঈমানের যেমন কোন মূল্য থাকে না তেমনি আমল গ্রহণযোগ্য হবার প্রশ্নই ওঠে না।

এজন্যেই কুরআনুল কারীমে তৌহিদের গুরুত্ব ও মহত্ত্বের ওপর এমন জোর দিয়েছে যে, তাওহীদই যেন মূল দ্বীন।

তাওহীদের অন্যতম সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র সত্ত্বা

وَ إِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝ قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِى وَ بَيْنَكُمْ ۚ وَ أُوْحِىَ إِلَىَّ هٰذَا الْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ ءَالِهَةً أُخْرٰى ۚ قُلْ لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَ إِنَّنِى بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

—আন য়াম, ১৭-১৯ আয়াত

“আল্লাহ্‌ই যদি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করেন, তবে তিনি ব্যতীত তোমাকে এই ক্ষতি হতে ক্ষমা করবে এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোনো কল্যাণের অংশীদার করে দেন, তবে তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি আপন বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জ্ঞানী ও সব বিষয় জ্ঞাত।

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী গণ্য? বলোঃ আমার ও তোমাদের মাঝখানে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যার যার নিকট ইহা পৌঁছুবে সকলকে সর্তক করে দেই।

তোমরা কি বাস্তবিকই এই সাক্ষ্য দান করতে পারো যে, আল্লাহর সাথে অপর কোনো খোদাও রয়েছে? বলোঃ আমি এই রূপ সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। বলোঃ আল্লাহ তো সেই! একই তোমরা যে শিরক্ বিশ্বাসে লিপ্ত, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।"

তৌহিদের সব চেয়ে বড় সাক্ষী হচ্ছে আল্লাহর সত্ত্বা। সকলের অশান্তি একমাত্র তারই ইখতিয়ারাধীন। বান্দার ওপর নিরংকুশ আধিপত্য ও ক্ষমতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল ব্যাপারে তার অবহিতি, অতুলনীয় হেদায়াতনামার অবতরণ, এক কথায় সব কিছুই সাক্ষী দিচ্ছে যে, এমন এক মহান সত্ত্বা অবশ্যই বর্তমান যার তত্ত্বাবধানে এসব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সে মহান সত্ত্বার ব্যাপারে যতই চিন্তা-গবেষণা করা হবে ততই ঐ তথ্যও তত্ত্ব পরিস্কার হয়ে উঠবে যে, সে সত্ত্বা এক ও একক। এবং কোন দিক দিয়েই তার কোনো শরীক নেই।

সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা তাওহীদের সাক্ষী

لَوْكَانَ فِيْهِمَا ءَالِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

—আল আম্বিয়া, ২২ আয়াত

"যদি আসমান যমীনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো বহু খোদা হতো তা হলে আসমান যমীন উভয়েরই শৃংখলা ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেতো। অতএব আরশের মালিক আল্লাহ পবিত্র সেসব কথা হতে, যা এই লোকেরা বলে বেড়ায়।"

قُلْ لَّوْكَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ إِذًا لاَّبْتَغَوْا إِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلاً ○ سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

—বানী ইসরাইল, ৪২-৪৩ আয়াত

"হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলোঃ যদি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ্‌ও থাকতো যেমন এরা বলে, তাহলে সে আরশের মালিকের জায়গায় পৌঁছে যাবার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা করতো। পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যেসব কথা বলছে তিনি তাঁর অনেক উর্ধ্বে।"

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ ج إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ج سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهٰدَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

–আল মু'মিনুন, ৯১-৯২ আয়াত

"আল্লাহ কাউকেও নিজের সন্তান বানাননি। আর দ্বিতীয় কোনো খোদা তাঁর সহিত শরীকও নেই। যদি তাই হতো তা হলে প্রত্যেক খোদাই নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো, এবং অতঃপর একজন আর এক জনের ওপর চড়াও হয়ে বসতো। মহান আল্লাহ পবিত্র এসব কথা হতে, যা এ লোকেরা মনগড়া ভাবে বলে। প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু তিনিই জানেন। তিনি সেই শিরক এর উর্ধ্বে, এই লোকেরা যারা প্রস্তাবনা করছে।"

মহাশূণ্যের এই অগনিত তারকারাজির শৃংখলাবদ্ধ চলা-ফেরা, অসংখ্যা সৃষ্টি কূলের এই বিস্ময়কর শৃংখলা, সহায়তা এবং অগনন শক্তিধরদের এই মহান সুসম্পর্ক ও ভারসাম্য এক কথায় মহাসৃষ্টির মধ্যকার এই পরিপূর্ণ সুসম্পর্ক ও ভারসাম্য এক কথায় মহাসৃষ্টির মধ্যকার এই পরিপূর্ণ সুসামঞ্জস্য আবর্তন-বিবর্তন ঐ তত্ত্ব ও তথ্যের পরিস্কার সাক্ষী যে, এর একমাত্র একজনই স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক। তারই পরকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সকেলই পরিচালিত। এক মুহূর্তের জন্যই এর সাথে কেউ শরীক নেই।

তাওহীদের সাক্ষ্যদানই মানব প্রকৃতি

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا

رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ٥

–ইউনুস, ২২ আয়াত

"তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আদ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমনকি তোমরা যখন নৌকায় আরোহন করে অনুকূল হাওয়ার আনন্দ স্ফুর্তিতে সফর করতে থাকো, আর সহসাই বিপরীত মুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক হতে তরংগের আঘাত এসে ধাক্কা দেয়, মুসাফীর মনে করে যে, তারা তরংগমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খালেছ করে তারই নিকট দোয়া করে যে, তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হতে রক্ষা করো তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শুকুর গোজার বান্দাহ হয়ে থাকবো।"

জাহাজ-নৌকা যখন সমুদ্রের ঝড়তুফানে পতিত হয় তখন বড় বড় মুশরিকদের মধ্যেও তাদর ঘুমন্ত প্রকৃতি সহসা জেগে ওঠে। এবং তাদের মনগড়া সকল বাতিল মা'বুদদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। এবং সকলের থেকে নিরাশ হয়ে একাগ্রচিত্তে এক খোদাকে ডাকতে থাকে। তাদের প্রকৃতি বলে ওঠে যে, হে খোদা– তুমি একমাত্র সকল ক্ষমতার মালিক। বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই উদ্ধারকারী। এবং এ অংগীকারও তারা তখন করে যে, হে খোদা, তুমি আমাদের এ বিপদ হতে উদ্ধার করলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ ও শুকুর গোজার বান্দাহ হয়ে থাকবো।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দলীল

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الأَفِلِيْنَ ٥ فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ ٥ فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا

رَبِّىْ هٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّىْ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○ إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

—আল আনয়াম, ৭৬-৭৯ আয়াত

"অতঃপর যখন ইবরাহীম (আঃ) এর ওপর রাত্রি ছেয়ে গেলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো। বললোঃ এই আমার খোদা, কিন্তু পরে উহা যখন অস্তমিত হলো, তখন বললোঃ অস্ত হয়ে যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই। পরে যখন উজ্জ্বল চন্দ্র দেখা গেলো তখন বললোঃ ইহা আমার রব! কিন্তু উহাও যখন অস্ত গমন করলো, তখন বললোঃ আমার খোদাই যদি আমাকে পথ না দেখান, তাহলে আমিও গোমরাহ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়বো। এরপর যখন সূর্যকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পেলো তখন বললোঃ এই হচ্ছে আমার খোদা। ইহা সর্বাপেক্ষা বড়। পরে ইহাও যখন অস্তমিত হয়ে গেলো তখন ইবরাহীম (আঃ) চিৎকার করে বলে উঠলোঃ হে লোকজন, তোমরা যাদেরকে খোদার শরীক বানাচ্ছ, আমি সে সব হতে মুক্ত। আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি, যিনি যমীন ও আসমান সমূহ সৃষ্টি করেছেন। এবং আমি কস্মিন কালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।"

আসমান-যমীনের খোদায়ী শাহী ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম আকারে বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার অসাধারণ যোগ্যতা ছিল। তিনি ঐ অসাধারণ যোগ্যতা খাটিয়ে নিজ জাতির সামনে গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্তের যৌক্তিকতা পেশ করে এমন এক অনস্বীকার্য তৌহিদের যুক্তি পেশ করেন, এরা যার পূজা করতো। তিনি বললেন, এই চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি তোমরা এদেরকে মা'বুদ বলে মানো আমিও তোমাদের সাথে মেনে নিলাম যে, তারকা আমার মা'বুদ কিন্তু লক্ষ্য করো, তা অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই উজ্জ্বল চাঁদকে লক্ষ্য করো যে, উহা ডুবে গেলো। আর প্রখর সূর্য বস্তুতঃ ইহাতো সব চেয়ে বড়, কিন্তু ভেবে দেখো, উহাও তো অস্তমিত হলো। এখন তোমরাই চিন্তা করে দেখো, এই উদয় অস্তের অধীন অক্ষম-অসহায় চন্দ্র-সূর্য ও তারকা কেমন করে মানুষের মা'বুদ হতে পারে? আমি তো এদের সকলের থেকে মুখ

ফিরিয়ে একাগ্র মনে ঐ খোদার দিকে মনোনিবেশ করছি। যিনি এসব কিছুর এক মাত্র স্রষ্টা, এবং যার ব্যবস্থাপনায় এসবের আবর্তন-বিবর্তন ও উদয়-অস্ত সাধিত হয়।

আমি মূলতঃ তোমাদের ঐ ক্ষমতাহীন মিথ্যা খোদাদের থেকে সম্পূর্ণ বিমূখ।

তাওহীদ সাম্য ও একতার ভিত্তি

قُلْ يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

–আল ইমরান, ৬৪ আয়াত

“হে নবী, বলোঃ হে আহলে কিতাব, এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আ-মাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছেঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসাবে গ্রহণ করবো না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে পরিস্কার বলে দাওঃ “তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যই মুসলীম। (একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যকারী)”

“এক আল্লাহর বন্দেগী” ঐ ঐক্যের বুনিয়াদ যা কেবল ইহুদী খৃষ্টানকেই নয়, বরং সারা দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। কালেমায়ে তাওহীদ ছাড়া সকল কালেমাই মানুষকে একে অপর হতে আলাদা করে এবং নানা গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে। সারা দুনিয়ার মানুষের একমাত্র তাওহীদ ও খোদা ভীতিই ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষীহীন

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ ○ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ○

–আল ইখলাছ, ১-৪ আয়াত

"হে নবী! বলোঃ তিনি আল্লাহ, একক। আল্লাহ কারো ওপর নির্ভরশীল নন এবং সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীতে অতুলনীয় ও একক। সব কিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। পিতা-মাতা ও এমন ধরণের সর্ব প্রকার মুখাপেক্ষীতা ও দুর্বলতার তিনি অনেক উর্ধ্বে। কোনো দিক দিয়েই তাঁর কেউ সমকক্ষ নেই। এবং তাঁর কোনো শরীক নেই।

আল্লাহ মুখাপেক্ষীতা ও অসমর্থতা থেকে পবিত্র

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهُ بَنِيْنَ وَ بَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَ تَعٰلى عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ ط اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ ط وَ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ج وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ○

–আল আনয়াম, ১০০-১০৩ আয়াত

"–(আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি) দেখা সত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নিল, অথচ তিনিই (আল্লাহ) তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর না জেনে

তারা তাঁর (আল্লাহর) জন্য পুত্র-কন্যা রচনা করে, অথচ তিনি তাদের এসব কথা হতে পবিত্র ও মহান তিনি আসমান-যমিনের উদগাতা, হতে পারে কিরূপে? যখন তাঁর জীবন-সংগিনী কেউ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। এই হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের রব তিনি ছাড়া কেউ খোদা নেই।"

সৃষ্টি জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাওহীদের নিদর্শন

وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَابِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝

–আল বাকরা, ১৬৩-১৬৪ আয়াত

"হে খোদা, তিনিই তোমাদের ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস রাত্রি পরিবর্তনে, যা মানুষের উপকার করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযান সমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর পনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং উহার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারনে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘ মালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

একই আল্লাহ গোটা বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন

اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ

عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ج يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَلاَ
يُحِيطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ج إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِىُّ
الْعَظِيْمُ ○

–আল বাকারা, ২৫৫ আয়াত

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর। কে সে যে তার অনুমতি ব্যতিত তার কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারেনা, তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তার আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এদের রক্ষনাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ।"

মহাবিশ্ব ও সৃষ্টিজীব তাওহীদের নিদর্শন

أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَ جَعَلَ لَهَا
رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ج
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَ يَكْشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ
ط قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ج
أَءِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ج تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ أَمَّنْ يَبْدَؤُا
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

أَءِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ج قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

–আন নামল, ৬০-৬৪ আয়াত

"তিনি কে, যিনি আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের জন্য আসমান হতে পানি বর্ষিয়েছেন, পরে উহার সাহায্য শ্যামল শোভামন্ডিত বাগ-বাগিচা রচনা করেছেন যার গাছ-পালাগুলি উদ্ভুত করা তোমাদের সাধ্য ছিল না।

আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহও (এসব কাজে শরীক) আছে কি? (নেই) বরং এসব লোকেরা সত্য সঠিক পথ হতে সরে যাচ্ছে। তিনিই বা কে, যিনি যমীনকে স্থিতি ও বসবাসের জায়গা বানিয়েছেন উহার বুকে নদ-নদী প্রবহমান করেছেন এবং ইহাতে (পাহাড়-পর্বতের) স্তম্ভ গেড়ে দিয়েছেন, এবং পানির সাথে অপর কোনো (এসব কাজে শরীক) আছে কি? (নেই) বরং এদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ-মূর্খ।

"কে তিনি, যিনি ব্যাকুল ও অস্থির ব্যক্তির দোয়া শোনেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন? আর কে (তিনি, যিনি) তোমাদের কে খলীফা নিয়োগ করেছেন? আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ (এ কাজের কর্তা) আছে কি? তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো।"

আর কে তিনি, যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠান সুসংবাদ স্বরূপ? আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ আছে কি (যে একাজ করে)? এরা যে শিরক্ করে। তা হতে আল্লাহ অতি উর্ধ্বে।

কে তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং পরে তারই পূনরাবৃত্তি ঘটান? আর কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রেজেক দান করেন? আল্লাহর সংগে অপর কোনো ইলাহ কি (এসব কাজে অংশীদার) আছে? হে নবী! বলোঃ উপস্থিত করো তোমাদের দলীল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।"

আল্লাহর সৃষ্টি আসমান-যমিন ও হাওয়া-পানি এবং উহার মাধ্যমে জীব কূলের জীবিকা পৌঁছানো এবং স্বয়ং মানুষের দেহ সত্ত্বার ব্যবস্থাপনা তৌহিদের এমন জীবন্ত নিদর্শন যা' প্রাকৃতিক ভাবে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে যে, এ নিখিল সৃষ্টির একই খোদা বর্তমান। এবং তার আপন সত্ত্বাও গুনাবলী এবং ক্ষমতা ও অধিকার এবং বিস্ময়কর কার্যকলাপের সাথে অপর কেউ শরীক নেই।

তাওহীদের দাবী

একমাত্র আল্লাহকেই ভালবাসো

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ○

—আল বাকারা, ১৬৫ আয়াত

"(আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন দেখেও) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাদের ভালবাসা দৃঢ়তম।"

তাওহীদ বিশ্বাসের দাবী হচ্ছে যে, বিশ্বাসী আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপরাপর সন্তুষ্টির ওপরে অগ্রাধিকার দেবে। এবং খোদার মহব্বত অপর সকলের মহব্বতের ওপরে এমন ভাবে বিজয়ী থাকবে খোদার মহব্বতের মোকাবেলায় অপর সকলের মহব্বত বিসর্জন দিতে পারে।

একমাত্র আল্লাহর শুকুর গোজার থাকো

واشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

—আল বাকারা, ১৭২ আয়াত

"আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তারই 'ইবাদত' করে থাকো।"

একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করো

إِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْثٰنًا وَ تَخْلُقُوْنَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

–আল আন কাবুত, ১৭ আয়াত

"তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদের পূজা করছো, তারা তো শুধু মূর্তি। আর তোমরা একটি মিথ্যা রচনা করছো। আসলে আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা উপাসনা তোমরা করছো, তারা তো তোমাদের কে কোনো রিজিক দেয়ার ক্ষমতাও রাখেনা। আল্লাহর নিকট রিজিক চাও, তাঁরই বন্দেগী করে চলো, এবং তাঁর শুকুর করো। তোমাদের তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।"

لاَّ تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلاً ۝ وَقَضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ۝

–বানী ইসরাইল, ২২-২৩ আয়াত

"আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে মা'বুদে পরিনত করো না। অন্যথায় নিন্দিত ও অসহায় বান্ধবহারা হয়ে পড়বে। তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেনঃ তোমরা কারোর ইবাদত করো না, একমাত্রই তাঁরই ইবাদাত করো।"

একমাত্র আল্লাহকে সিজদা করো

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

–হা, মীম, আস সাজদা, ৩৭ আয়াত

"এই রাত-দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত। সূর্য-চাঁদকে সিজদা করো না। সেই আল্লাহকে সিজদা করো, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, যদি সত্যিই তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী হও।"

وَ أَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝ إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَ أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝

–ত্বাহা, ১৩-১৫ আয়াত

"আর হে নবী! আমি তোমাকে বাছাই করে পছন্দ করে নিয়েছি। তুমি শোনো, (তোমার প্রতি) যা' কিছু ওহী করা হয়; আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরনে নামাজ কায়েম করো।"

আল্লাহর অনুগত থাকো

فَالٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهُ اَسْلِمُوْا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝

–আল হাজ্জ, ৩৪ আয়াত

"অতএব তোমাদের খোদা একই খোদা। তোমরা সেই একই খোদার আনুগত্য ও আদেশ পালনকারী হও। আর হে নবী! সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহনকারী লোকদেরকে।"

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لاَّ يَهِدِّىْ اِلاَّ اَنْ يُّهْدٰى ج فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝

–ইউনুস, ৩৫ আয়াত

"হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করোঃ তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে সৃষ্টির সূচনাও করে, উহার পূনরাবৃত্তি করে? বলোঃ তিনি কেবল আল্লাহই, যিনি সৃষ্টির সূচনাও করেন, উহার পূনরাবর্তনও। তা'সত্বেও তোমরা বানানো শরীকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে যে মহাসত্যের দিকে পথ দেখায়? বলোঃ কেবল আল্লাহই এমন যিনি সহাসত্যের দিকে পথ দেখান। তাহলে এখন বলোঃ মহান সত্যের দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশী অধিকারী নহেন যে

তাঁর অনুসরণ করা হবে? না সে যে নিজে কোনো পথ দেখাতে পারে না, বরং তাকেই পথ দেখাতে হয়। তোমাদের হলো কি? কেমন করে উল্টা রায় দিচ্ছো?"

আল্লাহকে ভয় করো

وَ قَالَ اللّٰهُ لاَ تَتَّخِذُوْا إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّىَ فَارْهَبُوْنِ ○ وَلَهُ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ج أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○

–আন নাহল, ৫১-৫২ আয়াত

"আল্লাহর ফরমান হলোঃ দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। ইলাহতো মাত্র একজন কাজেই তোমরা আমাকে ভয় করো। সব কিছু তারই, যা আকাশে আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একমাত্র তাঁরই দ্বীন (সারা বিশ্বজাহানে) চলছে। এরপর কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় করবে?"

سُبْحٰنَهُ وَ تَعلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوْا أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُوْنِ ○

–আন নাহল, ১-২ আয়াত

"আল্লাহ পবিত্র। এবং এরা যে শিরক তার উর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন। তিনি এ রূহকে তাঁর নির্দেশানুসারে ফিরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যার ওপর চান নাযিল করেন। (এ হেদায়াত সহকারে যে) লোকদের "জানিয়ে দাও আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় কর।"

আল্লাহরই কাছে সাহায্য চাও

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وِ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

–আল ফাতিহা, ৪ আয়াত

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই"।

অর্থাৎ খোদার বন্দেগী করতে এবং সহজ সরল পথে চলতে আমরা খোদার নিকট সাহায্য চাই। এবং জীবনের অন্যান্য বিপদ আপদেও আমরা খোদার সাহায্য প্রার্থী।

আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্যকারী নেই

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ج وَ اِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ ط وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

–আল ইমরান, ১৬০ আয়াত

"আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তাহ-লে এরপর কে আছে তোমাদের সাহায্য করার মতো? কাজেই প্রকৃত মু'মিনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিৎ।"

আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো

وَ قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○ فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ج رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

–ইউনুস, ৮৪-৮৫ আয়াত

"মুসা (আঃ) তার জাতির লোকজনকে বললোঃ হে লোকেরা! তোমরা যদি সত্যিই খোদার প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো তা হলে তারই ওপর ভরসা করো যদি মুসলীম হয়ে থাকো। তারা জবাব দিলোঃ আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের রব, আমাদেরকে জালেম লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয় বানিও না।"

"পরীক্ষার বিষয় না বানানোর" আবেদনের তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ যেন তাদেরকে বাতিলের ক্রীড়ানক কাষ্ঠের মতো ব্যবহারের সুযোগ না দেন। এবং তারা

যে বাতিলের জুলুমের আতিসহ্যে কোন দুর্বলতা প্রকাশ করে না বসে। অথবা তাদের অবস্থিতি অপরাপর লোকদের জন্যে ফেতনা না হয় যে, এরা হকের ওপর থেকেও কেন জুলুমের শিকার হচ্ছে?"

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

–আত তাওবা, ১২৯ আয়াত

"এতদ সত্বেও এই লোকেরা যদি হে নবী, তোমার দিক হতে মুখ ফিরায়, তবে তাদেরকে বলোঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। তাঁর ওপর আমি ভরসা করছি। এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।"

মু'মিনের আল্লাহর ওপর ভরসাই যথেষ্ট

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج قُلْ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهِ ج قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

–আয যুমার, ৩৮ আয়াত

"হে নবী, তাদেরকে বলোঃ এটাই যখন প্রকৃত কথা, তখন তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তা'হলে তোমাদের এই দেবীরা যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকো, আমাকে তাঁর নির্দিষ্ট করা ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করতে চান, তবে এরা কি তাঁর রহমতকে বন্ধ করতে পারবে? তাদেরকে শুধু এতটাই বলোঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারী লোকেরা তাঁর ওপরই ভরসা করে থাকে।"

اِتَّبِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ ج
أَوْلِيَاءَ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝

–আল আ'রফ, ৩ আয়াত

"হে লোকেরা; তোমাদের খোদার তরফ হতে তোমাদের প্রতি যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তা মেনে চলো, এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোশকদের অনুসরণ করো না- কিন্তু তোমরা নসিহত খুব কমই মেনে থাকো।"

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلٰهًا وَاحِدًا
لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ج سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

–আত তাওবা, ৩১ আয়াত

"তারা নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে খোদাকে বাদ দিয়ে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে। আর এভাবে মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও, অথচ তাদেরকে এক খোদা ছাড়া আর কারো বান্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সে-ই খোদা যার ছাড়া আর কেউই বন্দেগী পাবার অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথা-বার্তা হতে যা তারা বলে।"

হযরত আদি ইবনে হাতেম যখন ইসায়ী ধর্ম হতে তওবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি রাসূল (সাঃ) কে এ প্রশ্নও করেছিলেন যে ওলামা মাখায়েখদের খোদা বানাবার তাৎপর্য কি? জবাবে হুজুর (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের এই ওলামা মাশায়েখরা যে জিনিসকে হালাল বলতো তাকে তোমরা হালাল এবং যে সব জিনিসকে হারাম বলতো তোমরা তাকে হারাম বলে মেনে নিতে। ব্যাস্ এতেই তাদেরকে খোদা বানানো হয়ে যায়।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, হারাম-হালালের বিধান প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥

–আল ফাতেহা, ৫ আয়াত

“আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করো।”

অর্থাৎ সহজ সঠিক পথ চেনার যোগ্যতা দাও এবং এর ওপর চলার ও দৃঢ় মজবুত হয়ে থাকার তাওফীক দাও।

হেদায়াত দান আল্লাহর ইচ্ছাধীন

إِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ج وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ٥

–আল কাছাছ, ৫৬ আয়াত

“হে নবী! তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। এবং তিনি সেই লোকদের খুব ভালো জানেন, যারা হেদায়াত কবুল করে থাকে।”

হেদায়াত দান একমাত্র আল্লাহর মর্জীর অধীন। আল্লাহ সকলের ব্যাপারে খুব ভালো জানেন। তিনি হেদায়াত দানে ঐ সব লোকদের ধন্য করেন যাদের মধ্যে হেদায়াত কবুল করার তীব্র বাসনা রয়েছে।

আল্লাহর সার্থক বান্দা হও

قُلْ إِنَّ صَلاَتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ٥

–আল আনয়াম, ১৬২-১৬৩ আয়াত

"হে নবী, বলোঃ আমার নামাজ, আমার সর্বপ্রকার ইবাদাত অনুষ্ঠান সমূহ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছু সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য, তাঁর কেউ শরীক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং সর্ব প্রথম মাথা অবনতকারী হচ্ছি আমি নিজে।"

আরবী "নুছুক" শব্দ কুরবানী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ দাসত্ব-গোলামী অর্থেও এর ব্যবহার হয়।

তাওহীদের সার কথা হচ্ছে যে, মানুষের নামাজ ও সব ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী, সকল ইবাদাত অনুষ্ঠান এককথায় তার গোটা জিন্দেগী এমনকি তার মৃত্যু একমাত্র খোদার উদ্দেশ্যে নিবেদিত থাকবে। এবং খোদার সার্থক বান্দা হিসেবে পুরা জিন্দেগী পরিচালিত করবে।

শিরক

তাওহীদ কি? এ প্রশ্নের সার্থক জবাব পেতে হলে তাওহীদ নয় কি, তা ভালো ভাবে জেনে নেয়া দরকার। তাওহীদের বিপরীত আকীদা হচ্ছে শিরক। তাই তাওহ-ীদের যথার্থ হাকীকাত বোঝার জন্য শিরকের হাকীকাত জানা দরকার।

শিরক এর কোনো মৌলিকত্ব নেই

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوْهُمْ ج أَمْ تُنَبِّئُوْنَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِظَهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ○

–আর রাদ, ৩৩ আয়াত

"হে নবী! এদেরকে বলোঃ (যদি তারা সত্যিই আল্লাহর বানানো শরীক হয়ে থাকে তাহলে) তাদের পরিচয় দাও, তারা কারা? না তোমরা আল্লাহকে এমন একটি নতুন খবর দিচ্ছো, যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে তাঁর অজানাই রয়ে গেছে? অথবা তোমরা এমনি যা'মুখে আসে বলে দাও?"

অর্থাৎ শিরক একটি মনগড়া কথা, যার মৌলিক কোনো ভিত্তি নেই।

শিরক-এর ভিত্তি শুধুই অনুমান

أَلاَ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِيْ الأَرْضِ وَ مَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ج إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُوْنَ ○

–ইউনুস, ৬৬ আয়াত

"জেনে রেখো, আসমানের বাসিন্দা হোক কি জমিনের, সকলেই এবং সবকিছুই খোদার মালিকানাভূক্ত। যারা আল্লাহকে ছাড়া নিজেদের মনগড়া শরীকদেরকে ডাকে, তারা নিছক ধারনা ও অনুমানের অনুসারী। আর শুধু কল্পনাই তারা করে।"

فَلَاتَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَاۤءِ ۚ مَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ○

–হুদ, ১০৯ আয়াত

"কাজেই হে নবী, এরা যে সব মাবুদের ইবাদাত করছে, তাদের ব্যাপারে তুমি কোনো প্রকার সন্দেহের মধ্যে থেকো না। ওরা তো (নিছক গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে) ঠিক তেমনি ভাবে পূজা অর্চনা করে যাচ্ছে, যেমন পূর্বে এদের বাপ-দাদারা করতো।"

এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, মুশরিকরা যদি খোদার নাজিল করা তাওহীদ আকীদা-গ্রহণ করার পরিবর্তে সেই শিরকী অধিকারের ওপরই মজবুত ভাবে অটল হয়ে থাকে, তা হলে তা দেখে কোনো হক পন্থী ঈমানদারদের মনে কোন সন্দেহ সংশয় উদয় হওয়া উচিৎ নয়। কেননা, তাদের এ হীন ভূমিকা কোনো চিন্তা-গবেষণার ফল নয়, বরং তাদের বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুসরণ-আনুগত্য ছাড়া কিছুই নয়। তারা স্বীয় চক্ষু বন্ধ করে নিজেদের পরিনাম পরিণতি ভুলে গিয়ে ঐ শিরকী ভূমিকা গ্রহণ করে চলছে।

শিরক এর কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهٰنَ لَهُ بِهِ ○

–আল মু'মিনুন, ১১৭ আয়াত

"যে কেউ আল্লাহর সাথে অপর কোনো মাবুদকে ডাকবে, যার সমর্থনে তার নিকট কোনো দলিল নেই।"

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ

سُلْطٰنٍ ج إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ج أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○

–ইউসুফ, ৩৯-৪০ আয়াত

"হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছো তারা শুধু মাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছো। আল্লাহ এগুলোর পক্ষে প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। তাঁর হুকুম তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

শিরক সার্বিক ভাবে মিথ্যা

وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِافْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا ○

–আন নিসা, ৪৮ আয়াত

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে, এবং কঠিন গুনাহের কাজ করেছে।"

এটা সারাসরি খোদার ওপর এক মিথ্যা আরোপ করা, যার পক্ষে কোনো আস-মানী সনদ নেই। নেই কোনো বৈজ্ঞানিক দলিল প্রমাণ।

শিরক বড় ধরনের জুলুম

وَ اِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لاِبْنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ط اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

–লোকমান, ১৩ আয়াত

"স্মরণ করো! লোকমান যখন নিজের ছেলেকে নসীহত করছিলেন, তখন সে বললোঃ পুত্র, খোদার সাথে কাউকেও শরীক করো না। প্রকৃত কথা এই যে, শিরক অতি বড় জুলুমের কাজ।"

জুলুমের অর্থ বে-ইনসাফী করা। কারো অধিকার হরন করা। এবং কাউকে তার যথার্থ মর্যাদা ও স্থান হতে অন্যত্র হীন স্থানে স্থাপন করা। শিরেকীর ব্যাপারে যে দৃষ্টিকোন থেকেই চিন্তা করা হবে, উহা বড় ধরনের জুলুম। এর পরে বড় জুলুম আর কী হতে পারে যে মানুষ নিজের সৃষ্ট, মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী খোদাকে এমন সব ক্ষমতাহীন নগন্য জিনিসের সমতুল্য সাব্যস্থ্ করবে, যারা সবাই ঐ খোদারই সৃষ্টি। এবং যাদের জীবন-মরন ও স্থিতি ঐ খোদারই নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা হয়ে নিজেরদের চেয়ে, হীন ও নগন্য সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে কাকুতি মিনতী করা নিজের সত্ত্বার ওপরেও কতবড় বাড়াবাড়ি যে নিজেকে শিরকের কাছে জড়িয়ে জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত করে। অথচ মানব সত্ত্বা আল্লাহর এক আমানত বিশেষ। একে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদার যোগ্য করার জন্যই তার কাছে সোপর্দ করা হয়েছিল।

শিরক ইহসান কারীর অকৃতজ্ঞতা

وَ إِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ٥

–আয যুমার, ৮ আয়াত

"মানুষের ওপর যখন কোনো বিপদ আসে তখন সে নিজের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকে। পরে তার আল্লাহ যখন তাকে স্বীয় নেয়ামত দানে ধন্য করেন তখন সে সেই বিপদ ভুলে যায় যে জন্য সে পূর্বের আল্লাহকে ডাকছিল। এবং তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে নেয়, যেন তাঁর পথ হতে গোমরাহ করে দেয়।"

শিরক এক ঘৃন্য অবমাননা

وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ٥

–আল হাজ্জ, ৩১ আয়াত

"যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করবে সে যেন আসমান হতে পড়ে গেলো। অতঃপর তাকে পক্ষী ছো মেরে নিয়ে যাবে, অথবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে নিক্ষেপ করবে যেখান তার বিন্দু বিন্দু পর্যন্ত উড়ে যাবে।"

এখানে আসমান দ্বারা বুঝানো হয়েছে সর্বব্যাপ্ত প্রকৃতি'কে। মানব প্রকৃতির সুসম্পর্ক কেবল তাওহীদের সাথে এ তাওহীদের উচ্চতায় পৌছে কেউ মহান খোদার সামনে ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এ প্রকৃতির উচ্চতা থেকে নিচে পড়ে যায়, তাহলে সে নগন্যতম সৃষ্টির সামনে নিজের মাথা নত করতে থাকে। সে যেন তখন মৃত্যু লাশ তুল্য। এ লাশের দিকে অগণিত জ্বীন, মানুষ, শয়তান লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে দৌড়াতে থাকে। এবং ছিনতাই করে অথবা কুপ্রবৃত্তির লালসা তাকে এমন এক গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে, যাতে তার সব অংগ-প্রত্যংগ ছিন্নভিন্ন হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। এ উদাহরণের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করার কতকগুলি দিক রয়েছে।

পক্ষী কখনো জীবিত মানুষের দিকে ধাওয়া করে না। বরং মৃত লাশকেই সে ঠুকরে খায়। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, তাওহীদের মতো প্রাকৃতিক মহান আদর্শ হতে যে বিচ্যুত হয়, সে সঠিক জিন্দেগী হারিয়ে ফেলে এক মৃত লাশ তুল্য হয়ে যায়। তাওহীদ হচ্ছে উচ্চতম সুমহান স্থান। আর শিরক হচ্ছে গভীর গর্ত বিশেষ। তাওহীদ ত্যাগী ব্যক্তি চরম অসহায়, নিঃসম্বল ও হীন। তার কোনো সাহায্যকারী নেই। সে উজাড় মাঠে পড়ে থাকা এক লাশ। একে হয় লাশখোর পক্ষীরা টুকরা টুকরা করে খেয়ে ফেলে, অথবা ঝড়ো হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে এমন এক গভীর গর্তে নিক্ষেপ করে, যেখানে সে পচে গলে শেষ হয়ে যায়।

শিরক নিকৃষ্ট দর্শন

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

–ইব্রাহীম, ২৬ আয়াত

"অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোনো স্থায়ীত্ব নেই।"

অসৎ 'বাক্য' কলেমায়ে তাইয়েবার বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। কলেমায়ে

তাইয়েবার দ্বারা বুঝানো হয়েছে কলেমায়ে তাওহীদ। আর অসৎ বাক্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে কলেমায়ে শিরক।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَكَبُوْتِ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

—আল আনকাবুত, ৪১ আয়াত

"যে সব লোক আল্লাহকে ছেড়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো। তা নিজের একটা ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর। হায়! এই লোকেরা যদি তা জানতো।"

يٰأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ج إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○

—আলহাজ্জ, ৭৩ আয়াত

"হে লোকেরা, একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। একটু চিন্তা করে মনযোগ সহকারে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সব মাবুদদেরকে তোমরা ডাকছো, তারা সকলে মিলে একটা মাছিও পয়দা করতে চাইলে তা পারবে না। বরং মাছি যদি এদের নিকট হতে কোনো জিনিস কেড়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারে না। সাহায্য প্রার্থনাকারীরাও দুর্বল, আর যাদের নিকট সাহায্য চাওয়া হচ্ছে তারাও দুর্বল।"

যারা নগন্য মাছি পর্যন্ত পয়দা করতে পারে না , আর মাছি পয়দা করাতো দূরের কথা, কোনো মাছির ছিনিয়ে নেয়া জিনিস পর্যন্ত যারা ফিরিয়ে নিতে অক্ষম, তারা কেমন করে বিশাল আসমান জমিনের স্রষ্টা, নিখিল সৃষ্টির মালিক এবং সর্বজয়ী ক্ষমতাধর মহান আল্লাহর শরীক হতে পারে? ঐ নিকৃষ্ট ক্ষমতাহীন মাবুদদের সামনে

যারা মাথা নত করে, তাদের নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারে যতো আক্ষেপই করা হোক, তা মূলতঃ কমই বটে।

আল্লাহ্ ছাড়া কারো কোনো ক্ষমতা নেই

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ط سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

—আর রুম, ৪০ আয়াত

"আল্লাহই তো তোমাদেরকে, পয়দা করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রেজেক দান করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন, এবং তিনিই আবার জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোনো একটি কাজও করতে পারে? তিনি পবিত্র মহান। এরা যে শিরক করে তা হতে তিনি অনেক উর্ধে।"

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○

—আল আনয়াম, ৪৬ আয়াত

"হে নবী, তাদেরকে বলোঃ এ কথা কি তোমরা কখনো চিন্তা করেছো যে, আল্লাহই যদি তোমাদের দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তি কেড়ে নেন, এবং তোমাদের দিলের কপাট বন্ধ করে দেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো খোদা এমন আছে যে তোমাদেরকে এ শক্তি সমূহ ফিরিয়ে দিবে? দেখো, আমি আমার নিদর্শন সমূহ কেমন করে বার বার তাদের সম্মুখে পেশ করছি। তা সত্ত্বে ও এগুলি কিভাবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে।"

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝

–আল মূলক, ৩০ আয়াত

"হে নবী, এই লোকদেরকে বলোঃ তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছো যে, তোমাদের কূপের পানি যদি জমিনে তলিয়ে যায়, তাহলে এই পানির প্রবহমান ধারা সমূহ তোমাদেরকে কে বের করে এনে দেবে?"

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

––আল কাছাছ, ৭২ আয়াত

"হে নবী, এই লোকদেরকে বলোঃ তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছো যে, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর দীর্ঘ করে দেন, তা'হলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারবে? তোমরা কি শুনতে পাওনা? তাদের জিজ্ঞেস করোঃ তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, আল্লাহ যদি কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য দিন বানিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ রাত্রি এনে দিতে পারবে? যেন তোমরা শান্তি লাভ করতে পারো। তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখো না?"

আসল কথা হচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষমতা নেই। আর জীবন মরনও কারো হাতে নয়। অনুরূপ জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো উপায় ও সামগ্রীর ওপরও কারো কোনো অধিকার নেই। সবকিছু একমাত্র স্বয়ং আল্লাহর হাতে-ন্যস্ত। তাঁর ক্ষমতা অধিকারে কেউ সামান্যতম শরীকও নেই। তিনি যেমন সবকিছুর একক স্রষ্টা তেমনি ব্যবস্থাপকও। অন্যান্য সকল সৃষ্টিই ক্ষমতাহীনও আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ অতুলনীয়

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝

–আশশুরা, ১১ আয়াত

"আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই"

অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্থ করা চলে। এবং কোনো ব্যাপারে আল্লাহর শরীক বানানো যায়। না তার সত্ত্বা ও গুণাবলীতে কেউ শরীক আছে, না তার ক্ষমতা ও অধিকারে কারো কোন দখল আছে। তিনি সব দিক দিয়েই অতুলনীয়।

শিরক-এর পার্থিব শাস্তি

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ○

–আল আ'রাফ, ১৫২ আয়াত

"যে লোকেরা গো বৎসকে মাবুদ বানিয়েছে, তারা অবশ্যই নিজেদের খোদার রোষে পড়বে- আর দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এই শাস্তিই দিয়ে থাকি।"

শিরক এর পরিনাম

وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّا مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّارِ ○

–ইব্রাহীম, ৩০ আয়াত

"হে নবী, তুমি তাদেরকে দেখেছো কি, যারা আল্লাহর কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিলো, যাতে তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেয়। এদেরকে বলোঃ ঠিক আছে, মজা ভোগ করে নাও, শেষ পর্যন্ত তোমাদের তো ফিরে যেতে হবে দোজখের মধ্যেই।"

إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ ○

–আল আম্বিয়া, ৯৮ আয়াত

"তোমারা ও তোমাদের সে সব মা'বুদ যাদের তোমরা পূজা উপাসনা করতে- জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তোমাদের ও সেখানেই যেতে হবে।"

মুশরীকদের জন্য জান্নাত হারাম

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِى إِسْرَاءِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوٰهُ النَّارُ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ○

–আল মায়েদা, ৭২ আয়াত

"নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে মসীহ ইবনে মারিয়ামই হচ্ছে খোদা। অথচ মসীহ তো বলেছিলোঃ হে নবী ইসরাইল, খোদার বন্দেগী করো, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ যে খোদার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এসব জালেমের কেউই সাহায্যকারী হবে না।"

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ج وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

–আন নিসা, ৪৮ আয়াত

"আল্লাহ অবশ্যই শিরককে মাফ করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য যত গুনাহ্‌ই হোক না কেন, তিনি যাকে ইচ্ছা মাপ করে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করেছে সেতো এক বিরাট মিথ্যা রচনা করেছে এবং কঠিন গুনাহ্‌র কাজ করেছে।"

যথার্থ শিক্ষার অভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ফিরিশতাদের ব্যাপারে যে বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভংগীর উদ্ভব হয়েছে, মুশরিকদের সীমা লংঘনের এটি একটি বড় কারন। কুরআন ফিরিশতাদের যথার্থ মূল্যায়ন করে তার ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। যাতে শিরক এর এ দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এবং তাওহীদের আকীদা সর্বপ্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকে।

আল্লাহর কার্যক্রমে ফিরিশতাদের কোনো দখল নেই

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ○
لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ ○ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ
مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ ○

—আল আম্বিয়া, ২৬-২৮ আয়াত

"মুশরিকরা বলেঃ রহমানের সন্তান আছে। সুবহানাল্লাহ! তারা তো বান্দা মাত্র, তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুমের আগে বেড়ে কথা বলে না। শুধু তাঁরই হুকুম মতো কাজ করে যায়। যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তাদের অজ্ঞাত সে বিষয়ও তিনি অবহিত। তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করে না; শুধু তাদের জন্য করে, যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ রাজী হবেন। আর তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।"

ফিরিশতারা সর্বদা আল্লাহর প্রসংশায় মুখর

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ○ يُسَبِّحُوْنَ
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ○

—আল আম্বিয়া, ১৯-২০ আয়াত

"যমীন ও আসমানে যতো সৃষ্টিই আছে তা সবই আল্লাহর। আর যে-সব (ফিরিশতা) তাঁর নিকটে রয়েছে, তারা না নিজেদেরকে বড় মনে করে তাঁর বন্দেগী করতে ত্রুটি করে, আর না পরিশ্রান্ত হয়, রাতদিন তাঁরই তাসবীহ করতে ব্যস্ত থাকে, এক বিন্দুও থামে না।"

যে নিজেই মাখলুক এবং রাতদিন খোদার বন্দেগীতে রত সে কি করে খোদা হতে পারে?

ফিরিশতাগণ আল্লাহর সমীপে সিজদাবনত

وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِىْ الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰئِكَةُ وَ هُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

–আন নাহল, ৪৯ আয়াত

"পৃথিবী ও আকাশে যতো প্রানসত্ত্বা সম্পন্ন সৃষ্টি আছে এবং যতো ফিরিশতা আছে, তাদের সবাই রয়েছে আল্লাহর সামনে সিজদাবনত। তারা কখনো অবাধ্যতা প্রকাশ করে না।"

ফিরিশতাগণ বিনা বাক্য ব্যয়ে আল্লাহর হুকুম মেনে চলে

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

–আন নাহল, ৫০ আয়াত

"ফিরিশতারা ভয় করে নিজেদের রবকে, যিনি তাদের ওপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সে অনুযায়ী কাজ করে।"

ফিরিশতাদের কাজ হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্র বিনা বাক্য ব্যয়ে তা কার্যকর করা। তারা নিজ মতে কিছুই করতে পারে না। এবং তাদের খোদার হুকুমের বিরুদ্ধাচারন করারও কোনো ক্ষমতা নেই।

রিসালাত

মহান আল্লাহ আপন বিধি-বিধান ও ইচ্ছা-বাসনার জ্ঞান নিজ বান্দাদের পর্যন্ত পৌছাবার যে উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন, কুরআনের পরিভাষায় এর নাম রিসালাত। এবং রাসূল ঐ সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ নিজে আপন পয়গাম মানুষের কাছে পৌছাবার জন্য চয়ন করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্ত্বায় ধন্য করেছেন।

মহান আল্লাহর সত্ত্বা ও গুনাবলী, তাঁর বিধান ও বাঞ্ছা, এবং মৃত্যুপরবর্তী নির্ভরযোগ্য হাকীকত সমূহ জেনে বুঝে মানুষের চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের অধিকারী হবার একটিমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা এবং তাঁর হেদায়াত ও রাহনোমায়ীর ওপর মনে প্রাণে আস্থা রেখে এর যথাযথ অনুসরণ ও আনুগত্যে জীবন যাপন করা।

প্রকৃত জ্ঞান

يٰٓأَبَتِ إِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ○

–মরিয়াম, ৪৩ আয়াত

"(হে নবী, এই লোকদের খানিকটা সেই সময়কার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, হে পিতাঃ আমার নিকট এমন এক ইলম এসেছে যা আপনার নিকট আসেনি। আপনি আমার অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব।"

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) এর বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে যে, আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে যে নিগুঢ় তত্ব ও তথ্যের বিশেষ জ্ঞান আমার কাছে পৌছিয়েছেন, তা কেবল ঐ সব ব্যক্তি বিশেষকে দান করা হয় যাদেরকে আল্লাহ রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। সাধারণ মানুষ এ মহান হাকীকত, ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয় না। এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে, নিষ্কলুষ মনে এ হেদায়াতের ওপর ঈমান এনে আমার অনুসরণ ও আনুগত্য করা। আমি আপনাকে ওহীর জ্ঞানের আলোকে যে পথে পরিচালিত করাবো, এটাই সরল সোজা সঠিক পথ। মানুষের চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভের এটাই একমাত্র পন্থা।

রাসূল আল্লাহ্‌র নির্দেশানুযায়ী কথা বলেন

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوْحٰى ٥

—আন নাজম, ৩-৪ আয়াত

"নবী নিজের মনের ইচ্ছায় বলেন না। এটাতো ওহী যা তার প্রতি নাজিল করা হয়।"

নবী দ্বীনের ব্যাপার নিজ ইচ্ছামতো কোনা কথা বলেন না। তিনি সরাসরি আল্লাহ্‌র কথায় কথা বলেন। তিনি কেবল ঐ কথাই বলেন যা আল্লাহ্‌র তরফ হতে তাকে ওহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ٥ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ٥ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ٥ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ٥

—আল হাক্কা ৪৪-৪৭ আয়াত

"নবী যদি নিজের রচনা করে কোনো কথা আমার নামে চালিয়ে দিয়ে থাকতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। এবং তার কণ্ঠ-শিরা ছিন্ন করে ফেলতাম। তখন তোমাদের কেউই আমাকে এ কাজ হতে বিরত রাখতে সক্ষম হতো না।"

وَ قَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ حَقِيْقٌ عَلٰى أَنْ لاَّ أَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ ٥

—আল আ'রাফ, ১০৪-১০৫ আয়াত

"মূসা (আঃ) বললেনঃ হে ফেরাউন, আমি বিশ্বজাহানের মালিক খোদার নিকট হতে প্রেরিত হয়ে এসেছি। আমার পদমর্যাদা এই যে, আল্লাহ্‌র নামে আমি প্রকৃত হক ছাড়া অন্য কোনো কথাই বলবো না।"

কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) কে জিজ্ঞেস করবেনঃ হে ঈসা, আপনি কি আপনার জাতিকে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে ও আমার মা'কে খোদা সাব্যস্ত করে নিও? তখন জবাবে, ঈসা (আঃ) বলবেনঃ

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ج أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ ۝

—আল মায়েদা, ১১৭ আয়াত

"আমি তাদেরকে এ ছাড়া কিছুই বলিনি-বলেছি শুধু তাই যা বলতে আপনি আল্লাহ আদেশ করেছিলেন।"

রিসালাত আল্লাহর দান

اَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَّ مِنَ النَّاسِ ۝

—আল হাজ্জ, ৭৫ আয়াত

"(আল্লাহ স্বীয় পয়গাম সমূহ প্রেরনের জন্য) ফিরিশতাদের মধ্যে হতে পয়গাম বাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্যে হতেও।"

আরবী "ইছতাফা" শব্দের অর্থ হচ্ছে, অনেক জিনিসের মধ্য হতে সবচেয়ে ভালো জিনিস বেছে নেয়া। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্য হতে সব চেয়ে ভালো মানুষটিকে নিজের পয়গাম পৌঁছাবার জন্য চয়ন করে নেন, যিনি এ মহান মর্যাদাপূর্ণ পদের যোগ্যতায় পরিপূর্ণ। মানুষ নিজের চেষ্টা সাধনায় এ পদ লাভ করতে পারে না।

اَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۝

—আল আনয়াম, ১২৫ আয়াত

"আল্লাহ্ ভালো জানেন এ মহান রিসালাতের পদ কাকে দান করা হবে।"

রেসালাত প্রাপ্তি আল্লাহর বিশেষ উপহার। তিনিই ভালো জানেন, কার দ্বারা এ মহান খেদমতের কাজ নেয়া হবে। এবং কী ভাবে নেয়া হবে।

সব রাসূলই মানব ছিলেন

وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ إِلَيْهِمْ ج فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ۝

—আন নাহল, ৪৩ আয়াত

"হে মুহাম্মদ, তোমার আগে আমি যখনি রাসূল পাঠিয়েছি, মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি নিজের ওহী প্রেরণ করতাম। তোমরা নিজেরা যদি না জেনে থাকো, তাহলে বানীওয়ালাদেরকে জিজ্ঞেস করো।"

মহাসত্যের বিরুদ্ধবাদীরা সব সময় মহাসত্যকে এড়াবার জন্য এটাকে একটা বাহনা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

مَا هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ○

–আল মু'মিনুন, ৩৩ আয়াত

"(মহা সত্যকে অস্বীকারকারীরা বলতে লাগলো) এ ব্যক্তি কিছুই নয় বরং তোমাদের মতো একজন মানুষ। তোমরা যা খাও এ ব্যক্তিও তাই খায়। আর যা তোমরা পান করো সেও তাই পান করে।"

পয়গাম্বরগণ সব সময়ই এ কথার ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমরা তোমাদের মতোই মানুষ, পার্থক্য শুধু এতটুকু যে আমাদেরকে আল্লাহ তার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য মনোনীত করেছেন। আমাদের কাছে আল্লাহ্র ওহী আসে, যা তোমাদের কাছে আসে না।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ○

–ইব্রাহীম, ১১ আয়াত

"তাদের রাসূলরা তাদেরকে বলেঃ যথার্থই আমরা তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।"

সব রাসূলের বক্তব্য ছিল যে, মূলতঃ আমরা তোমাদের মতো মানুষ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে আল্লাহ আমাদেরকে নিজ ওহীর মাধ্যমে জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় ধন্য করেছেন।

وَ مَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهٰكُمْ عَنْهُ ٥

–হুদ, ৮৮ আয়াত

"যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদের বিরত রাখতে চাই, আমি নিজে কখনো সেগুলোতে লিপ্ত হতে চাইনা।"

নবীদের বক্তব্য হলো যে, আমাদের দাবী সমূহের সত্যতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হলো, যা আমরা মানুষকে করতে বলি আমরা নিজেরা তার ওপর পুরাপুরি আমল করি। আর এটা এক বাস্তব সত্যকথা যে, মানুষ অপরের কল্যাণকামী হোক কি না হোক অবশ্য নিজের কল্যাণকামী হয়ে থাকে।

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى إِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ٥

–আল আ'রাফ ২০৩ আয়াত

"তাদেরকে বলোঃ আমি তো কেবল সেই ওহীকেই মেনে চলি যা, আমার রব আমার প্রতি নাজিল করেছেন।"

মানুষকে নবী মনোনয়নের হিকমত

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ٥

–আন নাহল, ৪৪ আয়াত

"এ বানী আমি তোমার প্রতি নাজিল করছি, যাতে তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যেতে থাকো, যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং যাতে লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা-ভাবনা করেও।"

মানুষের সামনে আসমানী হেদায়াত যাতে পরিস্কার ও খোলামেলা ভাবে পৌছে যায় এবং তা বুঝতে ও অনুসরণ করতে কেউ কোনো ওজর করতে না পারে এ উদ্দেশ্যেই মানুষ রাসূলের মাধ্যমে তা পাঠাবার ব্যবস্থা আল্লাহ করেছেন। ফলে রাসূল শুধু ঐ হেদায়াত মুখে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হন না বরং স্বীয় ব্যক্তি ও সামষ্টিক জিন্দেগীতে তা পুরাপুরি আমল করে এক বাস্তব আমলী নমূনা পেশ করে থাকেন।

সব জাতির কাছেই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন

وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۝

—ইউনুস, ৪৭ আয়াত

"দুনিয়ার সব জাতির কাছেই রাসূল পাঠানো হয়েছে।"

وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝

—আল ফাতির, ২৪ আয়াত

"সকল জাতির কাছেই মানুষের পরিনতি সম্পর্কে সতর্ককারী রাসূলের আগমন হয়েছে।"

وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

—আররা'দ, ৭ আয়াত

"প্রত্যেক জাতির জন্যেই পথ প্রদর্শক ছিল"

প্রত্যেক জাতির কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর জন্য রাসূল পাঠানো ইনসাফ ও রহমত এবং আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদের দাবী।

প্রত্যেক নবী একই সম্প্রদায়ভুক্ত

إِنَّ هٰذِهٖ ج أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ۝

—আল আম্বিয়া, ৯২ আয়াত

"তোমাদের এই উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। এতএব তোমরা আমার ইবাদতকারী।"

কতিপয় নবীর সংক্ষিপ্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ আখেরী নবীকে বলেন যে এঁরা সকলেই আপনার দলভুক্ত ছিলেন। আপনিও এঁদের দলের একজন।

সকল নবী একই পয়গাম নিয়ে এসেছেন

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّٰغُوْتَ ۝

—আন নাহল, ৩৬ আয়াত

“প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, এবং তাঁর মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতের বন্দেগী পরিহার করো।”

নবীগণের ওপর ঈমান আনয়ন অপরিহার্য

قُولُوٓا ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَآ أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمٰعِيلَ وَ إِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَ مَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَ مَآ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

–আল বাকারা, ১৩৬ আয়াত

“তোমরা বলোঃ আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, এবং যা' তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা, আমরা তাঁর নিকট আত্মসর্মপনকারী।”

রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করা কুফরী

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ○ أُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ج وَ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ○

–আন নিসা, ১৫০-১৫১ আয়াত

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলেঃ আমরা কাউকে মানবো আর কাউকে মানবো না, আর কুফর ও ঈমানের মাঝখানে একটি পথ বের করতে চায়, তারা সবাই আসলে কট্টর কাফের। এবং এহেন কাফেরদের জন্য আমি এমন শাস্তি তৈরী করে রেখেছি, যা' তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবে।”

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَٰهُمْ وَجَعَلْنَٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۝

—আল ফুরকান, ৩৭ আয়াত

"নূহের (আঃ) লোকজনের এই অবস্থাই দেখা দিল যখন তারা নবী রাসূলদেরকে অমান্য করলো। আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম, এবং দুনিয়ার লোকজনের জন্য এক উপদেশ সামগ্রী বানিয়ে দিলাম।"

"নূহ (আঃ) এর জাতির লোকেরা যখন রাসূলদেরকে অমান্য করলো" কূরআনের এ বর্ণনা মূলতঃ আল্লাহর রিসালাত ব্যবস্থাপনার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশেষ। ঘটনাদৃষ্টে তো নূহ (আঃ) এর জাতি কেবল নূহ (আঃ) কে অস্বীকার করেছিলো। অন্যান্য রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করার এখানে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কুরআন একজন রাসূলকে অস্বীকার করাকে সকল রাসূল অস্বীকার করার তুল্য সাব্যস্ত করেছে।

আসল কথা হচ্ছে যে, রাসূলই আল্লাহর তরফ হতে মহান রিসালাতের পদে নিয়োজিত হয়ে থাকেন। ফলে সকলেই একই পয়গাম নিয়ে এসেছেন যে, আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতের কবল মুক্ত থাকো। কাজেই তাদের কাউকে অস্বীকার করা প্রকারান্তরে সকলকেই অস্বীকার করা হয়। এবং ঐ তৌহিদের দাওয়াতকে অস্বীকার করা হয় যা' তারা নিয়ে এসেছেন। ফলে তাদের একজনকে অস্বীকার করা সকলকে অস্বীকার করা সমতুল্য অপরাধ।

নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ ۝

—আল বাকারা, ১১৩ আয়াত

"সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিলো। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেন। মানুষের মধ্যে যে বিষয় মতভেদ সৃষ্টি

হয়েছিলো, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন।"

সমস্ত মানুষ স্বীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বিচারে মূলতঃ একই উম্মতভূক্ত। সকলেই একই আল্লাহর বান্দা। এবং একই মাতা-পিতার ঔরশজাত সন্তান। সেই আদি মাতা-পিতাকে যমীনে পাঠাবার মুহূর্ত আল্লাহ আমাদেরকে যে মহাসত্যের রাহনে-ামায়ী করেছিলেন, সেই মহাসত্যের দাওয়াতই পরবর্তীকালে নবীগণ পেশ করেছেন। তাই যখনি মানুষ নিজের হাকীকত ভুলে গিয়েছে এবং অজ্ঞতা ও খোদাদ্রোহীতায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছে, ফলে নিজেদের মধ্যে নানা ইখতেলাফ মাথাচ-াড়া দিয়ে উঠেছে, তখনি আল্লাহ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন, যাতে মহাসত্যের ব্যাপারে তাদের মধ্যে যে মতভেদের উদ্ভব হয়েছিল তার ফয়সালা করতে পারেন। এবং তাদের মধ্যে একই উম্মতভূক্ত হবার অনুভূতি পূর্নজাগরণ করতে পারেন।

الرِّكِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

–ইবরাহীম, ১ আয়াত

"আলিফ লাম রা! হে নবী এটি একটি কিতাব, তোমাদের প্রতি এটি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসো। তাদের রবের প্রদত্ত সুযোগ ও সামর্থের ভিত্তিতে এমন এক আল্লাহর পথে যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও আপন সত্ত্বায় আপনি প্রশংসিত।"

মানুষকে সর্বপ্রকার অন্ধকার হতে জ্ঞানের আলোর মধ্যে ফেরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই নবীদেরকে পাঠানো হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রেরিত জ্ঞানের আলো সব সময় একই হয়ে থাকে। এজন্যে কুরআনে একে নিছক "নূর" বলার পরিবর্তে একমাত্র নূর বলে বর্ণনা করেছে।

মানুষ ঐ একমাত্র নূর হতে বঞ্চিত হলে নানা ধরনের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

নবীদের ওপর ঈমান আনার লক্ষ্য

وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ○

–আন নিসা, ৬৪ আয়াত

"(হে নবী, তাদেরকে জানিয়ে দাও) আমি যে কোনো রাসূলই পাঠিয়েছি, এ উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে।"

বস্তুতঃ রাসূলকে তাঁর আনুগত্য করার উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়। মানুষ তাঁকে শুধু মৌখিক স্বীকার করে নিলেই তার ওপর ঈমান আনার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বরং নবীর ওপর ঈমান আনার তাৎপর্য হচ্ছে যে, মানুষ তার জিন্দেগীর যাবতীয় ব্যাপারে নবীর পুরাপুরি আনুগত্য অনুসরণ করে চলবে।

নবীর আনুগত্য মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ○

–আন নিসা, ৮০ আয়াত

"যে ব্যাক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহরই অনুগত্য করলো।"

নবী যেহেতু আল্লাহরই বিধান ও ফরমান মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন, তাঁর আনুগত্য অনুসরণ মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য। নবীর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

খতমে নবুয়ত

নবী মুহাম্মদ (দঃ) ঘোষণা করেছেন যে, আমার পূর্বের সকল নবীকেই তাদের জাতির কাছে নির্দিষ্ট করে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমাকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে নবী করে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, আমার দ্বারা নবুয়াতের প্রাসাদ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে নবী আগমনের ধারাবাহিকতা আমার দ্বারা খতম হয়ে গেছে। -(বুখারী ও মুসলীম)

শেষ নবী

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ۝

-আল আহযাব, ৪০ আয়াত

"(হে লোকেরা জেনে রাখো) মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নহেন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে নবী আগমনের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। নবী (সাঃ) বলেছেন আমি এবং আমার পূর্বে আগত নবীদের উদাহরণ হচ্ছে, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করলো এবং একে সর্বদিক দিয়ে সুন্দর করে সজ্জিত করলো, কিন্তু এর এক কোনো একখানা ইট গাঁথতে বাকী রেখে দিল। মানুষ এই প্রাসাদের চতুস্পর্শে ঘোরাফেরা করে এর সৌন্দর্য বর্ণনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলতো যে, এ কোনার ইটখানা কেন গাঁথা হয়নি? বস্তুতঃ ঐ ইট খানাই আমি এবং শেষ নবী।

অর্থাৎ আমি সর্বশেষ নবী। আমার আগমনে নবূয়তীর প্রসাদ পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন আর কোনো স্থান বাকী নেই যা' পূর্ণ করার জন্য কোনো নবী আসবে।

ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ

وَ إِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ إِنِّى رَسُوْلُ

اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ مُبَشِّرًا
بِرَسُوْلٍ يَّأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ○

–আছ ছফ, ৬ আয়াত

"হে লোকেরা! মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) এর সেই কথা স্মরণ করো, যা সে বলেছিলোঃ হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পাঠানো রাসূল। সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের যা' আমার পূর্বে এসেছে। এবং সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যে পরে আসবে, যার নাম হবে আহমাদ"।

তাওরাতের সাক্ষী

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ج فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا بِهِ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

–আল আ'রাফ, ১৫৭ আয়াত

"(আজ আল্লাহর রহমত তাদেরই প্রাপ্য) যারা এই আখেরী উম্মী নবী রাসূলের অনুসরণ করবে, যার উল্লেখ তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে দেখতে পাবে। তিনি তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করেন, বদ কাজ হতে বিরত রাখেন। তাদের জন্য পাক্ জিনিস সমূহ হালাল করেন ও নাপাক জিনিস গুলিকে হারাম করেন। আর তাদের ওপর হতে সেই বোঝা সরিয়ে দেন, যা তাদের ওপর চাপানো ছিল। এবং সেই বাঁধা ও বন্ধন সমূহ খুলে দেন, যাতে তারা বন্দী ছিলো। অতএব যে সব লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর সাহায্য ও সহযোগীতা করবে, এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে, যা তার সংগে নাযিল করা হয়েছে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে।"

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ فَـَٔامِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

–আল আ'রাফ, ১৫৮ আয়াত

"হে মুহাম্মদ বলোঃ যে আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই খোদার প্রেরিত নবী–যিনি জমিন ও আসমানের বাদশাহীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ খোদা নহে। তিনি জীবন দান করেন, মৃত্যু তিনিই দেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো খোদার প্রতি এবং তার প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে নিজে আল্লাহ ও তাঁর সকল বাণীকে মেনে চলেন। আশা করা যায় যে, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে।"

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

–আস সাবা, ২৮ আয়াত

"হে রাসূল, আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বে প্রত্যেক যুগে স্ব-স্ব জাতির জন্য পৃথক পৃথক নবী প্রেরিত হয়েছেন। তাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও হেদায়াতের কাজ নিজ নিজ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। এবং একটা নির্দিষ্ট সময় কালের মধ্যে বাঁধা থাকতো। ফলে, কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় হয়তো সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দিতো বা কালের আবর্তে তা হারিয়ে যেতো। তখন তা পূর্ণবার, পাঠানোর প্রয়োজন হতো। কিন্তু আখেরী নবীকে আল্লাহ এমন এক সূরক্ষিত চিরস্থায়ী বিশ্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যার মূল নীতিসমূহের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত আসা সকল সমস্যার চমৎকার সঠিক সমাধান

দেয়া সম্ভব এবং নব উদ্ভাবিত যাবতীয় বিষয় ও জিনিসের যথার্থ ব্যবহার ও প্রয়োজনেই এর মাধ্যমে করতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। কাজেই মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য নতুন কোনো হেদায়াত ও শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কোনো নতুন রাসূল আগমনের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই।

আখেরী নবী স্বতঃই এক রহমত

وَ مَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعٰلَمِيْنَ ○

–আল আম্বিয়া, ১০৭ আয়াত

"হে নবী, আমি যে তোমাকে পাঠিয়েছি, আসলে তা দনিয়াবাসীদের জন্য আমার রহমত বিশেষ।"

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

–আত তাওবা, ১২৮ আয়াত

"রাসূল ঈমানদার লোকদের জন্য সহানুভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।"

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ○

–আল ইমরান, ১৫৯ আয়াত

"(হে নবী) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো তুমি যদি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চার পাশ হতে সরে যেতো।"

আখেরী নবী সুমহান চরিত্রের অধিকারী

وَ إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

–নূহ, ৪ আয়াত

"(হে নবী) এতে সন্দেহ নেই যে, তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত"।

আখেরী নবী স্বীয় উম্মতের সহমর্মী

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ ٥

–আত তাওবা, ১২৮ আয়াত

"(হে লোকেরা) লক্ষ্য করো, তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তিনি তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের সার্বিক কল্যাণকামী।"

আখেরী নবী মানুষের ঈমানদারীর প্রত্যাশী

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا ٥

–আল কাহাফ, ৬ আয়াত

"হে মুহাম্মদ! যদি এরা এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনে, তাহলে দুশ্চিন্তায় তুমি হয়তো এদের পেছনে নিজের প্রাণটি খোয়াবে।"

মানুষ যাতে রাসূলের হেদায়াতের ওপর ঈমান এনে আল্লাহর রহমতের কোলে আশ্রয় নেয় সে চিন্তায়ই রাসূল অহর্নিশ নিমগ্ন থাকতেন।

রাসূল (সাঃ) এর মর্যাদা

وَ مَا ءَاتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۝

–আল হাশর, ৭ আয়াত

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন, তা গ্রহণ করো, আর যে জিনিস হতে তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা হতে তোমরা বিরত হয়ে যাও।"

দ্বীনের কোনো বিধি-নিষেধের ব্যাপারে রাসূলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রাসূল দ্বীনের ব্যাপারে যে করণীয় কাজেরই আদেশ দেন মুমীনের কর্তব্য তা জান-প্রাণ দিয়ে বাস্তবায়ন করা। আর যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত থাকা।

উত্তম আদর্শ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝

–আল আহযাব, ২১ আয়াত

"তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ।"

রাসূলের আনুগত্য

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

–আল হুজরাত, ১ আয়াত

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রে অগ্রসর হয়ে যেয়ো না।" আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।"

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অগ্রে অগ্রসর হয়ে যেয়ো না' মানে তোমার ইচ্ছা-বাসনা, বুদ্ধিমত্তা ও মতামতকে রাসূলের হুকুম-আহকামের ওপরে মূল্যায়ন করো না, বরং সব ব্যাপারে রাসূলের অনুসৃত পথ অনুসরণ করে চলো। রাসূল যে আদেশই করেন সন্তুষ্টচিত্তে তার পুরাপুরি অনুসরণ করো।

রাসূল (সাঃ) এর ইরশাদ হচ্ছেঃ তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষন না তোমাদের ইচ্ছা-বাসনা আমার নিয়ে আসা শিক্ষা ও হেদায়াতের অধীন না হবে।

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ٥

–আল আনফাল, ২০ আয়াত

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না।"

রাসূল প্রবর্তিত বিধানের বিরোধীতা মুনাফিকী

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ٥

–আন নিসা, ২১ আয়াত

"যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই জিনিসের দিকে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং রাসূলের দিকে, তখন তোমরা দেখতে পাও ঐ মুনাফিকরা তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।"

রাসূলের আনুগত্য ঈমানের মানদন্ড

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ٥

–আন নিসা, ৬৫ আয়াত

"না, হে মুহাম্মদ! তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষন এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে। তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে তার ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্যে কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান দেবে না, বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে।"

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

–আল ইমরান, ৩১ আয়াত

"হে নবী, লোকদেরকে বলে দাওঃ যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

রাসূলের আদব ও আজমাত

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَ لاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لاَتَشْعُرُوْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ○ وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

–আল হুজরাত, ২-৫ আয়াত

"হে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা, নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করো না। নবীর সাথেও উচ্চ স্বরে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পরে করে থাকো। তোমাদের শুভ আমল সমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমন ভাবে, যে তোমরা তা টেরও পাবে না। যে সব লোক আল্লাহর রাসূলের সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়াজ অনুচ্চ রাখে, তারা আসলে সেই লোক, যাদের অন্তর

সমূহকে আল্লাহতায়ালা তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও বড় শুভ ফল রয়েছে। হে নবী, যে সব লোক তোমাকে হুজরাগুলির বাহির হতে ডাকাডাকি করে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ। তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য্যধারণ করতো, তবে তা তাদের জন্যই ভালো ছিলো। আল্লাহ্‌তো ক্ষমাশীল ও করুনাময়।

রাসূলের ভালবাসা

اَلنَّبِىُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۝

–আল আহ্‌যাব ৬ আয়াত

"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।"

নবীর অতুলনীয় প্রেম-ভালবাসা ও করুণা এবং অফুরন্ত ইহ্‌সানের যুক্তিসংগত দাবী হচ্ছে যে, মু'মিনরা যেন কেবল নিজেদের মা-বাপ, সন্তান-সন্তুতি ও ভাই-বোন প্রভৃতি আপনজন থেকেই নবীকে প্রিয়তম মনে না করে, বরং নিজেদের জান প্রাণ হতেও তাকে অধিক প্রিয় মনে করে।

নবী বলেছেনঃ তোমাদের কেউ সত্যিকার মু'মিন হতে পারবে না, যদি তোমরা তোমাদের মাতা-পিতা ও অন্যান্য সকল মানুষ থেকে আমাকে প্রিয়তম সাব্যস্ত না করতে পারবে। –(বুখারী মুসলীম)

দরুদ ও সালাম

إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ؕ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

–আল আহ্‌যাব, ৫৬ আয়াত

"আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। অতএব হে মু'মনিগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"

আল্লাহর নবীর ওপর দরুদ পাঠাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তিনি নবীর (দঃ) প্রশংসা করেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় করুনা বর্ষন করেন। আর ফিরিশতাদের দরুদ পাঠাবার তাৎপর্য হলো, তারা নবীকে খুব ভালবাসেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কায়মনে

দোয়া করতে থাকেন। মু'মনিদের নবীকে দরুদ সালাম পাঠাবার কথায় মু'মিনদের নবীকে মনে প্রাণে ভালবাসতে তাকীদ করা হয়েছে এবং নবীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন সহ তার শান্তি নিরাপত্তার জন্য দোয়া করতে বলা হয়েছে।

নবী (দঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে একবার দরুদ পড়েন, আল্লাহ্ তার ওপর দশবার দরুদ পড়ে থাকেন। অর্থাৎ করুনা বর্ষণ করেন।

নবী (দঃ) একবার একথাও বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি আমার উদ্দেশ্যে একবার দরুদ পড়েন, আল্লাহ্ তার ওপর দশবার দরুদ পড়ে থাকেন। অর্থাৎ করুনা বর্ষণ করেন।

নবী (দঃ) একবার একথাও বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আমার সংগে থাকার সর্বাপেক্ষা বেশী যোগ্য হবে ঐ ব্যক্তি যিনি আমার উদ্দেশ্যে সর্বপেক্ষা বেশী দরুদ পাঠ করবেন।

রাসূলকে সহায়তা প্রদান

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

–আল আরাফ, ১৫৭ আয়াত

"যে সব লোক রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য সহযোগীতা করবে, এবং সেই আলোর অনুসরণ করবে, যা তার সংগে নাযিল করা হয়েছে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে।"

এখানে 'রাসূল' বলতে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কথা বলা হয়েছে।

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ٥ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ٥

–আল ফাতাহ, ৯ আয়াত

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্য দাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি, যেন হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাকে সমর্থন ও শক্তি দাও, তাকে সম্মান ও মর্যাদা দাও।"

রাসূলের নিয়ে আসা জীবন বিধান গ্রহণ করে নিজ জাতি সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তা প্রতিষ্ঠা করাই মূলতঃ রাসূলকে সাহায্য সহযোগীতা করা।

وَ أُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْ بَلَغَ ○

–আল আনয়াম, ১৯ আয়াত

"এই কুরআন আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যার যার নিকট তা পৌছুঁবে সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে দেই।"

অর্থাৎ এই কুরআন যার যার নিকট পৌছুঁবে তাদের সকলের দায়িত্ব হচ্ছে আমার ন্যায় সকলেই যেন তা বাস্তবায়ন করার কাজ ফরজ মনে করে আন্জাম দেয়।

নবীর ওপর ঈমান আনয়নকারীদের কার্যাবলী

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ج إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْا الأَلْبَابِ ○ اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَ يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثٰقَ ○ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ○ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَ عَلاَنِيَةً وَ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ○

–আর রা'দ. ১৯-২২ আয়াত

"আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ থেকে যে কিতাব নাযিল হয়েছে, তাকে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে, আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ, তারা কি দু'জন সমান হবে? এটা কেমন করে সম্ভব? উপদেশ তো শুধু বিবেকবান লোকেরাই গ্রহণ করে।

আর তাদের কর্মপদ্ধতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহকে প্রদত্ত নিজেদের অংগীকার পালন করে এবং তাকে মজবুত করে বাঁধার পর ভেংগে ফেলে না। তাদের নীতি হয়, আল্লাহ যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন অক্ষুন্ন রাখার হুকুম দিয়েছেন, সেগুলো তারা অক্ষুন্ন রাখে, নিজেদের রবকে ভয় করে এবং তাদের থেকে যেন কড়া হিসেব না নেয়া হয়, এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। তাদের হয় এই যে, নিজেদের রবের সন্তুষ্টির জন্য তারা ধৈর্য্য ধরে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রেজেক থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে এবং ভালো দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে। আখেরাতের গৃহ হচ্ছে তাদের জন্যই। অর্থাৎ এমন সব বাগান যা হবে তাদের চিরস্থায়ী আবাস।"

যারা রাসূলের ওপর যথার্থ ঈমান এনেছে তাদের পাক-পবিত্র কার্যাবলীই রাসূলের শিক্ষা ও হেদায়াত যথার্থ সত্য হবার এক বলিষ্ঠও লক্ষণীয় প্রমাণ। কোনো মিথ্যা বাতিল দ্বীনের অনুসারীদের পক্ষে কি ঐরূপ পাক-পবিত্র কাজকর্ম বাস্তবায়িত করা সম্ভব? অতঃপর দুনিয়ার জিন্দেগীতে মু'মিন ও বে-ঈমানের কার্যাবলী যখন এক রকম নয়, তখন আখেরাতে উভয়ের পরিনাম পরিণতি একই ধরনের কেমন করে হতে পারে?

আখেরী নবীর ওপর ঈমান নাজাতের শর্ত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتٰبَ ءَامِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحٰبَ السَّبْتِ ٥

—আন নিসা, ৪৭ আয়াত

"হে কিতাবধারীগণ! সেই কিতাবটি মেনে নাও। যেটি আমি এখন নাযিল করেছি এবং যেটি তোমাদের কাছে আগে থেকে মওজুদ কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে ও তার প্রতি সমর্থন জানায়। আর আমি চেহারা বিকৃত করে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেবার অথবা শনিবারওয়ালাদের মতো তাদেরকে অভিশপ্ত করার আগে এর প্রতি ঈমান আনো।"

এই আয়াতগুলি বলে যে, আখেরী নবীর ওপর ঈমান না আনলে কারো ঈমান গ্রহণ যোগ্য নয়। এবং পরকালে নাজাতেরও কোনো ভরসা নেই। কেননা, কিতাবধারীদেরকে এ কথা বলা হয়নি যে, তোমরা তাওরাত কিতাব মজবুত করে আকড়ে ধরো বরং তাদেরকে আখেরী নবীর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে তাকীদ করা হয়েছে। অন্যথায় মূল ঈমান হতে বঞ্চিত হতে হবে এবং পরিনামে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

নবী (দঃ) ইরশাদ করেছেনঃ ঐ মহান সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার জীবন। এই উম্মতের যার কাছেই আমার নবুয়াতীর পয়গাম পৌঁছবে সে ইয়াহুদী নাছারা বা অন্য যে কেউই হোকনা কেন, আর এর ওপর ঈমান না আনা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে।

রিসালাত অমান্যকারীর ভয়ঙ্কর পরিণতি

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

–আন নিসা, ৫৬ আয়াত

"যারা আমার আয়াতগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আমি নিশ্চিতভাবেই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবো। আর যখন তাদের চামড়া পুড়ে গলে যাবে, তখন তার জায়গায় আমি অন্য চামড়া তৈরী করে দেবো, যাতে তারা খুব ভালভাবে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। আল্লাহ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি নিজের ফয়সালাগুলি বাস্তবায়নের কৌশল খুব ভালভাবেই জানেন।"

রাসূলের আনুগত্যের পুরস্কার

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَ حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ج وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝

–আন নিসা, ৬৯-৭০ আয়াত

"যে ব্যক্তি আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সহযোগী হবে, যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্যে থেকে। মানুষ যাদের সংগ লাভ করতে পারে তাদের মধ্যে এরা কতইনা চমৎকার সংগী। আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ এবং যথার্থ সত্য জানার জন্য একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।"

যে মু'মিনের কথা কাজ ও আচার আচরণে পুরাপুরি ইখলাসের সমাবেশ ঘটে তিনিই সিদ্দীক। রাসূলের যথাযথ আনুগত্য-অনুসরণ করে জীবন যাপনকারী ব্যক্তির পক্ষে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, সে এই ধরনের মহা সম্মানিত ব্যক্তিদের সংগী হয়ে থাকতে পারবেন।

আসমানী কিতাব সমূহ

সমস্ত আসমানী কিতাবের শিক্ষা অভিন্ন

وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لاَرَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

–ইউনুস, ৩৭ আয়াত

"আর এই কুরআন এমন কোনো জিনিস নয়, যা খোদার ওহী ও শিক্ষা ব্যতীত রচনা করে নেয়া সম্ভব হতে পারে। এটাতো পূর্বে যা এসেছে তার সত্যতার স্বীকার ও আল কিতাবের বিস্তারিত রূপ। এটা যে, বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষ হতে আসা কিতাব, তাতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই।"

আল-কিতাব মানে আসমানী শিক্ষা। যা বিভিন্ন যুগ সন্ধিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন নামে নাযেল করা হয়েছে। অর্থাৎ তাওরাত, ইনজীল, যবুর, ছুহুফে ইব্রাহীম, ছুহুফে মুসা প্রভৃতি। কুরআন কোনো নতুন জিনিস নয়। তা পূর্ববর্তী শিক্ষা সমূহের স্বীকৃতি দেয় এবং ঐ শিক্ষাকেই বিস্তৃত ভাবে খুলে প্রকাশ করে।

কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকেই স্বীকৃতি দেয়

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْرٰاةَ وَالإِنْجِيْلَ ٥ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ٥

–আল ইমরান, ৩-৪ আয়াত

"আল্লাহ তোমার ওপর এই কিতাব নাযিল করেছেন। যা' সত্যের বানী বহন

করে এনেছে, এবং আগের কিতাবগুলির সত্যতা প্রমাণ করছে। এর আগে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছিলেন। আর তিনি মানদন্ড নাযিল করেছেন (যে সত্যও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়)।"

সমস্ত আসমানী কিতাবের ওপর ঈমান আনার নির্দেশ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ٥

–আন নিসা, ১৩৬ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি, পূর্বে যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি।"

কুরআন আল্লাহই নাযিল করেছেন

الٓمّٓ ۚ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۚ

–আস সাজদা, ১-৩ আয়াত

"আলিফ, লাম, মীম! এই কিতাব নিঃসন্দেহে রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতেই নাযিল হয়েছে। এই লোকেরা কি বলে যে, এই ব্যক্তি ইহাকে নিজেই রচনা করে নিয়েছে? না, ইহা তোমার খোদার তরফ হতে প্রকৃত সত্য যেন তুমি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করতে পারো, যার নিকট তোমার পূর্বে অপর কোনো সতর্ককারী আসেনি, সম্ভবতঃ তারা হেদায়াত লাভ করতে পারবে।"

নবীর পক্ষে কিতাবে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অধিকার নেই

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاۤئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۚ قُلْ لَّوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرٰكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۚ

–ইউনুস, ১৫-১৬ আয়াত

"আমার স্পষ্ট কথাগুলি যখন তাদের শুনানো হয়, তখন সেই লোকেরা যারা আমার সহিত সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না-বলে যে, "এর পরিবর্তে অপর কোনো কূরআন নিয়ে এসো, কিংবা এতেই কোনো রূপ পরিবর্তন সূচিত করা।" হে মুহাম্মদ তাদের বলোঃ এই কাজই আমার নয় যে, আমার নিজের তরফ হতে এতে কোনোরূপ রদবদল করে নেব। আমি তো শুধু সেই ওহীরই অনুসারী, যা আমার নিকট পাঠানো হয়। আমি যদি আমার খোদার নাফরমানী করি, তা হলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে। আর বলোঃ আল্লাহর ইচ্ছা যদি এরূপ হতো, তাহলে আমি এই কুরআন তোমাদেরকে কখনো শুনতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরটুকুও দিতেন না। আমিতো তোমাদের মধ্যে একটা জীবন কাল অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি বিবেক বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ করো না।"

"কূরআন নবীর রচিত কোনো গ্রন্থ নয়" কথা শুধু এতটুকুই নয় বরং নবীর ইচ্ছা মতো উহাতে কোনো কিছু কম বেশী করার ক্ষমতা ও অধিকার তার নেই। এ কথায়ও মনে প্রাণে আস্থা স্থাপন করতে হবে। উপরন্ত তিনি নিজেও উহার পুরাপুরি অনুসরণ করেন এবং পরকালে আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্থ থাকতে হবে যে, যদি কোনো নাফরমানী হয়ে যায় তাহলে তাকেও রেহাই দেয়া হবে না।

কুরআনের ব্যাপারে গাফেল ব্যক্তিদের অন্তত এ কথাটা চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিৎ যে, নবী দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ আরবদের মধ্যেই অবস্থান করেছেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি না শিক্ষকের কাছে পড়ালেখা করেছেন, না নবুয়াত-রিসালাত সম্পর্কীয় কোনো কথা কখনো বলেছেন আর না কূরআনের মতো কোনো একটি বাক্যও কখনো আবৃত্তি করেছেন।

অতঃপর হঠাৎ করে ঐ রূপ মাপা-ঝোপা লক্ষনীয় আয়াত সমূহ আবৃত্তি করতে শুরু করা এবং এর সম্পর্ক নিজের দিকে করার পরিবর্তে স্বয়ং আল্লাহর দিকে করতে থাকার মতো উজ্জল জাজ্বল্যমান প্রমাণাদির পরেও কি কারো পক্ষে এ ধরনের মন্তব্য করার কোনো অবকাশ আছে যে, কূরআন নবীর নিজের রচনা করা গ্রন্থ, এবং তা মহান আল্লাহর নাযিল করা নয়। বস্তুতঃ যুক্তি বিচারে এ ধরণের সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ নেই।

কুরআন বিরোধীদের সামনে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَ لَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

–আল বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত

"আমি আমার বান্দার প্রতি যা' অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এতে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সহায্যকারীকে আহবান করো।

যদি তোমরা তা' আনয়ন না করো অবশ্যই তোমরা তা পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় করো মানুষ ও পাথর হবে যার ঈন্ধন। কাফিরদের জন্য যা' প্রস্তুত রয়েছে।"

সব আসমানী কিতাব কুরআনের সহযোগী

فَإِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

–ইউনুস, ৯৪ আয়াত

"হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি নাযিল করা হেদায়াত সম্পর্কে তোমাদের মনে কোনো সন্দেহ জেগে থাকে, তা' হলে তাদের নিকট জিজ্ঞেস করো যারা পূর্ব হতে কিতাব পাঠ করছে। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত সত্যই তোমার নিকট এসেছে তোমার খোদার নিকট হতে।"

অর্থাৎ কিতাব-ধারীদের মধ্যে যারা সত্যিকার ইনসাফগার নেকচরিত্রের, তারা অবশ্যই স্বীকার করবে যে, কুরআন অপরাপর পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের শিক্ষাই হুবহু পেশ করে।

কূরআন বিশ্ব সৃষ্টির জন্য হেদায়াত

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ ٥

–আল বাকারা, ১৮৫ আয়াত

"রমযান মাস, এতে নিখিল জাহানের হেদায়াতের জন্য কূরআন নাযিল করা হয়েছে।"

কূরআন কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত হেদায়াত গ্রন্থ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ٥

–আল হিযর, ৯ আয়াত

"এই বানী (কূরআন), একে তো আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।"

কোনো একটি হোদায়াত নাযিল করার পরে তার অবলুপ্তি ঘটলে তাকে তাজা করার লক্ষ্যে পুনশ্চ আর একটি হেদায়াত নাযিলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু কূরআন কিয়ামত পর্যন্ত সূরক্ষিত থাকার কিতাব। এর হেফাজাতের দায়-দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিজেই নিয়ে রেখেছেন। অতএব দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত কূরআনই একমাত্র শেষ হোদায়ত গ্রন্থ।

প্রতারনা মুক্ত থাকার পথ

يٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٥

"হে লোকেরা! তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের কাছে একটি উপদেশবানী এসেছে। ইহা তোমাদের সকল মনোব্যধির নিরাময়কারী। এবং রহমত ও হেদায়াত এমন প্রত্যেক মানুষের জন্য, যারা উহাকে মেনে চলবে।"

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

–আল আনয়াম, ১৫৫ আয়াত

"এই কিতাব আমি নাযিল করেছি। এক বরকত পূর্ণ কিতাব। অতএব তোমরা তা অনুসরণ করে চলো এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি-আচরণ গ্রহণ করো। হয়তোবা তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে।"

কুর আন অনুসরণের ওপর নাজাত নির্ভরশীল

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ـ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

–আল মায়েদা, ১৬ আয়াত

"হে আহলে কিতাব, আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন। তিনি খোদার কিতাবের এমন অনেক কথাই তোমাদের সম্মুখে পেশ করেন যাকে তোমরা গোপন করে রেখেছিলে। অনেক কথা আবার তিনি বাদ দিয়েও দেন। তোমাদের নিকট খোদার নিকট হতে রৌশনী এসেছে, এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাব যার দ্বারা আল্লাহতায়ালা খোদার সন্তোষ সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেয়। এবং নিজ অনুমতি ক্রমে তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যায় ও সঠিক পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করে।"

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ٥

–আল মায়েদা, ৪৮ আয়াত

"হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি। ইহা সত্য বিধানসহ অবতীর্ণ এবং আল কিতাব হতে যা' কিছু তার নিকট বর্তমান আছে, উহার সত্যতা প্রমাণকারী উহার হেফাজতকারী ও সংরক্ষক।"

আরবী "মুহাইমিন" শব্দের অর্থ হেফাজাতকারী বা সংরক্ষণকারী। আখেরী কিতাব কুরআন যেহেতু পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাব নিজের মধ্যে ধারণ করে এতে হেফাজাত করেছে তাই কুরআনকে মুহাইমিন বলা হয়। আজ তা সমস্ত আসমানী শিক্ষা স্থায়ীভাবে হেফাজাতকারী কিতাব, আসমানী শিক্ষার একটি মানদন্ডও বটে। অর্থাৎ পূর্বের কিতাব সমূহের যেসব কথা এই কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল তা সত্য এবং সঠিক আর যা' কিছু উহার বিপরীত সবই বাতিল। তা কখনো আল্লাহর হেদায়াত নয়। বরং মানুষের মনগড়া কথা বা সংমিশ্রিত বাক্যসমষ্টি মাত্র।

আখেরাত

মানুষের পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষাকাল। আসল জীবন তার মৃত্যুর পরে শুরু হবে। মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষকে খোদার সামনে হাজির করা হবে। এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিসাব পেশ করবে। ফলে কেউ হয়তো নিজের সৎ আমলের কারণে নেয়ামতে ভরা চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী হবেন, আবার কেউ বা বদ আমলের দরুন ভয়ংকর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ মৌলিক বিশ্বাসের বিরোধী ব্যক্তি মূলতঃ আল্লাহরই বিরোধী, কাফির। বস্তুতঃ এ আকীদায় বিশ্বাস হারাবার পর কারো আল্লাহকে ইনসাফগার বিচারক ও রাসূলের প্রবর্তিত শরীয়াত মেনে চলার কোনো অর্থই থাকে না। তাই কুরআন আখেরাত বিশ্বাসের এই আকীদাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছে। এবং এই বিশ্বাসকে মানুষের মন মগজে বসিয়ে দেবার জন্য এতো জোর দিয়েছে যে, কুরআনের এমন কোনো পাতা নেই, যেখানে আখেরাতের কোনো না কোনো দিকের উল্লেখ নেই।

আখেরাতে বিশ্বাস মহা সত্য গ্রহণের ভিত্তি

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۝

"যারা মনে প্রাণে আখেরাতকে মানে, তারাই আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসী ঈমানদার।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝

–আন নাহল, ২২ আয়াত

"এক ইলাহই তোমাদের আল্লাহ। কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তাদের অন্তরে অস্বীকৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং তারা অহংকারে ডুবে গেছে।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝ وَّجَعَلْنَا عَلٰى

قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ٥

–বানী ইসরাইল, ৪৫-৪৬ আয়াত

"হে নবী! তুমি যখন কুরআন পড়ো, তখন আমি তোমার ও যারা আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না তাদের মাঝেখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দেই, এবং তাদের মনের ওপরে এমন আবরন চড়িয়ে দেই যেন তারা কিছুই বুঝে না এবং তাদের কানে তালা লাগিয়ে দেই। আর যখন তুমি কুরআনে নিজের একমাত্র রবের কথা পড়ো তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পালিয়ে যায়।"

وَ اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُوْنَ ٥

"যারা আখেরাত মানে না, তারা সরল পথ রেখে বাঁকা পথে চলতে চায়।"

অর্থাৎ খোদার সামনে হাজির হবার দৃঢ় আকিদা ও তার সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হবার ভয়ভীতি যে অন্তরে বদ্ধমূল থাকে কেবল সে-ই-মহা সত্যের বানী শুনতে এগিয়ে এসে তা কবুল করে নেয়। পক্ষান্তরে যার অন্তর এর থেকে বিমূক্ত সে হক পথে এসে একে কবুল করবে এমন আশা করা অবান্তর।

আখেরাতে বিশ্বাস সংশোধনের জিম্মাদার

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً ٥ تَبٰرَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ يَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ٥ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ٥

–আল ফুরকান, ৯-১০-১১ আয়াত

"হে নবী লক্ষ্য করো, কী রকম আশ্চর্য ধরণের সব যুক্তি এরা তোমাদের

সামনে পেশ করছে। তারা এমন ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোনো সঠিক কথা তাদের কুলায় না। বরকতপূর্ণ তিনি, যিনি চাইলে প্রস্তাবিত জিনিসগুলি অপেক্ষা ও অধিক কল্যাণময় জিনিস তোমাকে দিতে পারেন (একটি দু'টি নয়) অসংখ্য বাগ-বাগিচাও দিতে পারেন, যার নীচে ঝর্নাধারা প্রাবহিত হচ্ছে, আর দিতে পারেন তোমাকে বড় বড় প্রাসাদ। আসল কথা এই যে, এরা সেই 'নিদিষ্ট মুহূর্তকে' মিথ্যা মনে করেছে।"

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝ بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝ كَلاَّ بَلْ لاَّيَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

–মুদ্দাছির, ৪৯-৫৩ আয়াত

"বলতো, এ লোকদের কী হয়েছে যে, এরা এই নসীহত হতে মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে? যেন এরা বন্য গাধা, ব্যাঘ্রের ভয়ে পালিয়ে যেতে ব্যতিব্যস্ত। বরং এদের প্রত্যেক ব্যক্তিই চায় যে, তাদের নামে খোলা চিঠি প্রেরিত হোক। কখনো নয়, আসল কথা হলো এ লোকেরা পরকালকে মাত্রই ভয় করে না।"

আখেরী নবীর রিসালাতের ব্যাপারে তাদের অযৌক্তিক সব আপত্তি, তার সাথে বেআদবী ও অসদাচরন এবং মহাসত্যের ব্যাপারে যত সব হঠকারিতা ও বাগাড়ম্বর মূলতঃ এ জন্য নয় যে, তাদের মনে কোনো সন্দেহ সংশয় রয়েছে। না, আসল কারণ হলো এদের মনে সেই পরকালের ভয়াভহ পরিণতির ব্যাপারে কোনা ভয়ভীতি নেই। অথচ একমাত্র এই পরকাল ভীতিই তাদেরকে সংশোধন করতে পারে, যেখানে হাজির হয়ে জীবনের সব কাজের হিসেব নিকেশ আল্লাহর সমীপে পেশ করতে হবে।

সৎ কাজের মূল উৎস

وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

–আল বাকারা, ৪৬ আয়াত

"(ধৈর্য ও নামাজের মধ্যেমে সাহায্য) পরকালে ভীত ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলের নিকটই কঠিন। যারা বিশ্বাস করে যে তাদের প্রতিপালকের সহিত নিশ্চিতভাবে সাক্ষাৎকার ঘটবে। এবং তারই দিকে তারা ফিরে যাবে।"

যে- নামাজ কায়েম করা মানে গোটা দ্বীনকে কায়েম রাখা, আর যা সকল নেক কাজের উৎস মূল তা কেবল ঐ সব লোকই যথার্থ আগ্রহ উদ্যম সহকারে আদায় করতে পারে, যার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত একদিন মহান খোদার সমীপে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

–আল আনয়াম, ৯২ আয়াত

"যারা পরকালে বিশ্বাস করে তারা এই কিতাবের ওপর ঈমান রাখে এবং নিজেদের নামাজ সমূহের পূর্ণ হেফাজাত করে।"

আখেরাত বিশ্বাসই মানুষকে আসমানী কিতাবের হোদায়াত মেনে নিতে এবং নামাজের পূর্ণ হেফাজাত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

আখেরাতে অবিশ্বাসীদের সব আমল নিষ্ফল

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

–আল আরাফ, ১৪৭ আয়াত

"আমার নিদর্শন সমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে, এবং পরকালের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেলো। লোকেরা এ ছাড়া আর কী ফল পেতে পারে যে, "যেমন কর্ম তেমন ফল পাবে।"

আখেরাত অমান্যকারীরা যেহেতু আখেরাতের জন্য কিছুই করেনা, তখন সেখানে তারা কিসের প্রতিফল পাবে?

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ط اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ٥

–আর রা'দ, ৫ আয়াত

"হে নবী! তুমি যদি বিস্মিত হও তা হলে লোকদের এ কথাটিই বিস্ময়করঃ মরে মাটিতে মিশে যাবার পর কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্ট করা হবে? এরা এমন সব লোক যারা নিজেদের রবের সাথে কুফরী করছে।"

যে ব্যক্তি মানুষের পূনর্জন্মের বিষয়টি অস্বীকার করে সে মূলতঃ খোদার সত্ত্বা ও ক্ষমতাকেই অক্ষম-অসমর্থ ভাববার ধৃষ্টতা দেখায়।

আখেরাত বিশ্বাসে বিভ্রান্তি

যুগে যুগে নবীদের দুনিয়া হতে অন্তর্ধানের পর কিছু দিন যেতে না যেতে তাদের অনুসারীরা সহজ মুক্তি, দুনিয়াবী লোভ-লালসা ও কুপ্রবৃত্তির বশে পড়ে আখেরাতের স্বাদ, স্বচ্ছ আকীদা বিসর্জন দিয়ে নানা ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের শিকার হয়ে পড়েছে।

তাই কুরআন আসমানী কিতাবধারীদের ঐরূপ ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের তীব্র সমালোচনা করে পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, কী ভাবে তারা আখেরাতের আকীদার বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে, এবং একে প্রাণশূণ্য করে দিয়েছে।

জাতীয় প্রাধান্যের অনুভূতি

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ أَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَأَحِبّٰٓؤُهُ ؕ
قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

–আল মায়েদা, ১৮ আয়াত

"ইয়াহুদী ও নাছারাগণ বলে যে, আমরা খোদার সন্তান ও তার প্রিয়পাত্র। হে নবী! তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ একথা সত্য হলে, তোমাদের পাপের কারণে কেন খোদা তোমাদেরকে শাস্তি দান করেন? প্রকৃত ব্যাপার এই যে তোমরাও খোদার অন্যান্য সৃষ্ট মানুষের মতোই সমান মর্যাদার মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই মালিকানাধীন। সব কিছুকেই তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।"

কিতাবধারীরা আল্লাহর সন্তান এই অমূলক জাতিগত প্রাধান্যের ভ্রান্ত বিশ্বাসে তারা জড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলোঃ দুনিয়ায়, আমরা যা ইচ্ছা করতে

পারি। আল্লাহ আমাদেরকে কোনো শাস্তি দেবেন না। এই আকীদা সম্পূর্ণ বালখিল্যতা। এর কোনো ভিত্তি নেই। তাদের অবশ্য জানা আছে যে, তাদের পূর্ববর্তীদেরকে বহু বার তাদের কৃত অপরাধের দরুন আল্লাহ কত সব দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। যদি তারা সত্যি সত্যিই খোদার সন্তান হতো তা হলে দুনিয়ায় কেন তাদের এ শাস্তি দানের ব্যবস্থা?

আসল কথা হলো খোদার দৃষ্টিতে তার সৃষ্ট দুনিয়ার সব মানুষ সমান। কারো কোনো জন্মগত বা জাতীয়-বংশীয় প্রাধান্য নেই। প্রত্যেককেই শেষ পর্যন্ত তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এতে কারো কোনো রকম ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন আবার যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। এতে কারো কোনো প্রভাব খাটবে না।

পরকালীন নাজাতে জাতিগত সীমাবদ্ধতা নেই

وَقَالُوْا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ بَلٰى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

–আল বাকারা, ১১১-১১২ আয়াত

"এবং তারা বলে, ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ তাদের মিথ্যা আশা। হে নবী, বলোঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তা হলে প্রমাণ পেশ করো। হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্ম পরায়ণ হয়, তার ফল তাঁর প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। এবং তাদের কোনো ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।"

নাজাত লাভ কোনো জাতির জন্য এমন কোনো বরাদ্দকৃত অধিকার নয় যে, সে জাতির লোকেরা যথেচ্ছা করতে থাকবে, তবু তারা জাতিগত কারণে নাজাতের অধিকারী হবে। বরং যে কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান এনে তার আনুগত্য সহকারে নেক জীবন যাপন করবে সেই নাজাত পাবে।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ج قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ۝ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحٰطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهُ فَأُوْلٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

—আল বাকারা, ৮০-৮১ আয়াত

"তারা বলেঃ দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না। হে নবী, তাদেরকে বলোঃ তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অংগীকার নিয়েছো, অতঃপর আল্লাহ তাঁর অংগীকার ভংগ করবেন না, কিংবা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছো যা' তোমরা জাননা। হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে, এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে তারাই অগ্নীবাসী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকার করে, তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।"

অর্থাৎ জান্নাত ভিত্তিহীন, অমূলক কল্পনা বিহারে লাভ হবার নয়। বরং যারা আল্লাহর ওপর যথাযথ ঈমান এনে নেক আমল করবে, তারাই জান্নাতের যোগ্য বিবেচিত হয়ে সেখানে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ إِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ وَ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ فَكَيْفَ

إِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ ○

–আল ইমরান, ২৩-২৫ আয়াত

"হে নবী, তুমি কি দেখেনি কিতাবের জ্ঞান থেকে যারা কিছু অংশ পেয়েছে, তাদের কি অবস্থা হয়েছে? তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে সে অনুযায়ী তাদের পরস্পরের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য আহবান জানানো হয়, তখন মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এই ফায়সালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের এই কর্মপদ্ধতির কারণ হচ্ছে এই যে, তারা বলেঃ জাহান্নামের আগুন তো আমাদের স্পর্শও করবে না। আর যদি জাহান্নামের শাস্তি আমরা পাই তা হলে তা হবে মাত্র কয়েক দিনের। তাদের মনগড়া বিশ্বাস নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে বড়ই ভুল ধারনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে কিন্তু সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, যে দিন আমি তাদের একত্র করবো, যে দিনটি আসা একেবারেই অবধারিত। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে এবং করো ওপর জুলুম করা হবে না।"

ইয়াহুদীরা নবী বংশের লোক হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তান এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মত বলে এক ধোকায় জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের ধারনা ছিলো জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে কী করে স্পর্শ করতে পারে যখন আমরা নবীর বংশজাত। জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদের একান্তই হয় তবে তা হবে মাত্র ঐ কয় দিনের জন্য যে কয়দিন আমাদের পূর্ব পুরুষেরা মিশরে পূজায় কটিয়েছিলো। অতঃপর আখেরাতে খোদার নেক বান্দাদের জন্য তৈরী সব কিছুই আমাদের জন্য নির্ধারিত হওয়া অবধারিত। এ ছিলো তাদের নিজেদের মনগড়া একটি আত্ম প্রবঞ্চনা যার কারণে তারা আমল ও নীতি নৈতিকতার দিক দিয়ে এক চরম অধঃপতনে নিপতিত হয়।

শাফায়াতের ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাস

وَ يَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعٰؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ أَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِيْ الْأَرْضِ ○

–ইউনুস, ১৮ আয়াত

"তারা বলে যে, এরা খোদার নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। হে মুহাম্মদ, তাদের বলোঃ তোমরা কি খোদাকে এমন সব খবর দিচ্ছ যা তিনি না আসমানে জানেন না জমিনে।"

বনী ইসরাইলের লোকেরা এই আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে ছিল যে, তারা যে সব সত্ত্বার পূজা অর্চনা করে তারা আখেরাতে তাদেরকে সুপারিশ করে মূক্ত করে নেবে। বস্তুতঃ এই আত্ম প্রবঞ্চনার কোনই ভিত্তি নেই। আসমান জমিনে এ ধরনের কোনো সত্ত্বা আছে বলে আল্লাহর জানা নেই। বলা বাহুল্য, যা স্বয়ং আল্লাহর জানা নেই তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

এই ভাবে নাছারাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হযরত ঈসা (আঃ) করে গেছেন এ কথারও কোনো মূল ভিত্তি নেই। এগুলি নাছারাদের বানোয়াট মনগড়া কথা।

আখেরাত অস্বীকারের কারণ

সংকীর্ণ চিন্তা ধারা

وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ ج وَ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ○ وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا ائْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ○

–আল জাশিয়া, ২৪-২৬ আয়াত

“এরা বলেঃ জীবন বলতে তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এই জীবনই। আমাদের জীবন ও মৃত্যু এখানেই এবং কালের বিবর্তন ছাড়া আর কিছুই আমাদের ধ্বংস করে না। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে এদের কোনা জ্ঞান নেই। এরা শুধু ধারনার বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলে। যখন এদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ শুনানো হয়, তখন এদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো শক্তি থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের বাপ দাদাদের জীবিত করে দেখাও। হে নবী, এদের বলোঃ আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন, এবং তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তিনিই তোমাদের সেই কিয়ামতের দিন আবার একত্রিত করবেন, যার আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।”

وَ يَقُوْلُ الاِنْسَانُ ءَاِذَا مَامِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا○ اَوَلاَ يَذْكُرُ الاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئًا○

–আল মারিয়াম, ৬৬-৬৭ আয়াত

"মানুষ বলেঃ আমি যখন সত্যিই মরে যাবো, তখন কি আমাকে পুনরুজ্জীবত করে উত্থিত করা হবে? মানুষের কি এ কথা মনে পড়ে না যে, আমি তাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করেছি তখন, যখন তারা কিছুই ছিলো না?"

আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে ক্রটি পূর্ণ চিন্তাধারা

وَ قَالُوْا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِیْ الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ o

–সাজাদ, ১০ আয়াত

"আর এই লোকেরা বলেঃ আমরা যখন মাটিতে মিলে মিশে নিঃশেষ হয়ে যাবো, তখন কি আমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে?"

وَ قَالُوْا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِیْدًا o

–বনী ইসরাইল, ৪১ আয়াত

"তারা বলেঃ আমরা যখন শুধুমাত্র হাড় ও মাটি হয়ে যাবো, তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করে উঠানো হবে?"

যারা খোদকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মানে না এসব তাদের বক্তব্য। এরা খোদার ক্ষমতার ব্যাপারেও চরম ক্রটিপূর্ণ ধারনা পোষণ করে। বস্তুতঃ প্রথম বারে যে খোদা সৃষ্টি করতে পারলেন, তিনি দ্বিতীয় বার কেন আবার সৃষ্টি করতে পারবেন না?

أَفَعَیِیْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ج بَلْ هُمْ فِیْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِیْدٍ o

–কাফ, ১৫ আয়াত

"আমি কি প্রথম বারের সৃষ্টিকার্যে অসমর্থ ছিলাম? কিন্তু একটি নবতর সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে এই লোকেরা সংশয়ে পড়ে আছে।"

বৈষয়িক স্বার্থান্বেষন

اِنَّ هٰؤُلَاءِ یُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ یَذَرُوْنَ وَرَاءَهُمْ یَوْمًا ثَقِیْلًا o

–আদ দাহার, ২৭ আয়াত

"এই লোকেরা তো দ্রুত অর্জিতব্য জিনিস (বৈষয়িক স্বার্থ) ভালবাসে। তারপরে যে ভয়াবহ দিন আসছে, তাকে উপেক্ষা করে চলে।"

أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ٥

–আলা বাকারা, ৮৬ আয়াত

" তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে"

প্রতিপত্তির মোহ

وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُّدِدْتُّ إِلٰى رَبِّىْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ٥

–আল কাহাফ, ৩৬ আয়াত

"আমি আশা করি না কিয়ামতের সময় কখনো আসবে। তবুও যদি আমাকে কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়েও নেয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর চাইতেও বেশী জাকাঁলো জায়গা পাবো।"

অর্থাৎ এই ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও আরাম আয়েশে এমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো যে, আল্লাহর সমীপে হাজির হয়ে একদিন হিসাব দিতে হবে একথা চিন্তাই করতে পারেনি।

আখেরাত সম্ভাব্যতার প্রমাণ

নিষ্প্রাণ ভূমি সতেজ হওয়া

وَاللّٰهُ الَّذِىْ أَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ إِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

–আল ফাতির, ৯ আয়াত

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর আমি উহা দ্বারা জমিনকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এরূপই হবে।"

জমিনকে প্রত্যেকটি মানুষই নির্জীব ফসলহীন অবস্থায় দীর্ঘ সময় পতিত থাকতে দেখে। কিন্তু বৃষ্টির কয়েকটি ফোঁটা পড়ার সাথে সাথে সে নির্জীব জমিন হঠাৎ করে তরতাজা গাছ পালায় ভরে ওঠে। এবং সবুজ-শ্যামল ফসলাদি দোল খেতে থাকে। বার বার জমিনের এ দৃশ্যের দর্শক কেমন করে অসম্ভব মনে করতে পারে যে, আল্লাহর হুকুমে সমস্ত মৃত মানুষ এ ভাবে জমিনের ওপরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে একদিন দাঁড়িয়ে যেতে পারবে না।

فَانْظُرْ إِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ج اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

-আর রুম, ৫০ আয়াত

"আল্লাহর বৃষ্টিদান রহমতের প্রভাব লক্ষ্য করো, পড়ে থাকা জমিনকে তিনি (উহার দ্বারা) কীভাবে জীবন্ত করে তোলেন! নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবনদানকারী এবং তিনি সর্ববিষয় সক্ষম।"

أَوَ لَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ج بَلٰى وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

–ইয়াছিন, ৮১-৮২ আয়াত

"যিনি আকাশ সমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি কি উহাদের মতো আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন না, তিনি তো সূদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। তিনি যখন কোনো জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে হুকুম করবেন যে, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।"

আল্লাহ মৃত জিনিসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের খবর পর্যন্ত অবহিত এবং তাঁর ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তাঁর ইংগীত পেতেই সমস্ত মৃত জিনিস জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তা জামিনের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মিলে গিয়ে থাকুক কিংবা সাগরের অথৈ পানিতে মিশে গিয়ে থাকুক অথবা কোনো জন্তু জানোয়ারের খাদ্য হয়ে গিয়ে থাকুক বা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে মহাশূন্য বিলীন হয়ে থাকুক।

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○

–ইয়াছিন, ৭৯-৮০ আয়াত

"লোকে বলেঃ কে এই অস্থিগুলিকে জীবন্ত করবে যখন তা জীর্ণ হয়ে গেছে? তাকে বলোঃ এগুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবারে সেগুলিকে পয়দা করেছেন।"

অর্থাৎ পঁচে গলে মাটিতে মিশে যাওয়া ঐ হাড়গুলির সুক্ষাংশগুলি পর্যন্ত একত্র করে দ্বিতীয়বার তৈরী করতে আল্লাহ এমন ভাবে পারেন যেমন তিনি প্রথম বারে তা তৈরী করেছিলেন।

পূনঃসৃষ্টির ব্যাপারে প্রথম সৃষ্টিই প্রমাণ

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً أَوْ حَدِيْدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ج ۝

–বানী ইসরাইল, ৫০-৫১ আয়াত

"হে নবী! এদেরকে বলোঃ তোমরা পাথর বা লোহাই হয়ে যাও অথবা তার চেয়ে কঠিন কোন জিনিসও যার অবস্থান তোমাদের ধারনায় জীবনী শক্তি লাভ করার বহু দূরে (তবুও তোমাদের ওঠানো হবেই)। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদের আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনবে? জবাবে বলোঃ তিনিই, যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেন।"

সৃষ্টি বস্তুর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ج إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ج ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْاٰخِرَةَ ج إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

–আন কাবুত, ১৯-২০ আয়াত

"এ লোকেরা কি কখনো লক্ষ্য করে দেখেনি, আল্লাহ কী ভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, পরে উহার পূনরাবর্তন করেন? নিঃসন্দেহে এ (পূনরাবর্তন) আল্লাহর পক্ষে অতীব সহজ কাজ। তাদেরকে বলোঃ তোমরা পৃথিবীতে চলাফেরা করো আর লক্ষ্য করে দেখো যে তিনি কী ভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন। পরে আল্লাহতায়ালা দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই করার ক্ষমতাশালী।"

বস্তুতঃ সৃষ্টি জগতে পূনরাবর্তনের কাজ সব সময় চালু রয়েছে। সব জিনিসই

ধ্বংস হয় এবং বার বার উহা পূনঃঅস্তিত্ব লাভ করে। সব ধরনের সৃষ্টিই এক সময় বিলীন হয়ে যায়। আবার অনুরূপ পূণরায় গড়ে ওঠে। কোটি কোটি মন খাদ্য শস্য প্রতি বছর জন্তু জানোয়ারের খাদ্য হয়ে হজম হয়ে মাটিতে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। আবার মওসুম ফিরে আসতেই অনুরূপ কোটি কোটি মন শস্য দানা পুনঃউৎপন্ন হয়। এ ব্যবস্থা মানুষ অজানা কাল হতে চাক্ষুষ দেখে আসছে। এরূপ বার বার প্রত্যাবর্তন যদি আল্লাহর কাছে কোনো কঠিন কাজ না হবে তা হলে মানুষের পূনঃপ্রবর্তনের কাজ কেনো তার কাছে কঠিন হবে?

পূনঃ সৃষ্টি নব সৃষ্টির চেয়ে সহজতর

وَ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ٥

—আর রুম, ২৭ আয়াত

"আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করনে, পরে তিনিই উহার পূনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তাঁর পক্ষে সহজতর।"

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোনো কারীগরের একবার কোনো জিনিস তৈরী করার পর পূনরায় তা তৈরী তার পক্ষে অধিকতর সহজ কাজ।

মানুষ সৃষ্টিতে সাক্ষী

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِىٍّ يُّمْنٰى ٥ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ٥ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثٰى ٥ أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ٥

—আল কিয়ামাহ, ৩৭-৪০ আয়াত

"মানুষ কি নিকৃষ্টতম পানির একটি শুক্র ফোঁটা ছিলনা, যা' (মায়ের গর্ভে) নিক্ষিপ্ত হয়? পরে তা একটি মাংসপিন্ড হলো। পরে আল্লাহ উহাদের বানালেন, উহার অংগ প্রত্যংগ সুসমান ও সংগতিপূর্ণ করে দিলেন। পরে উহা হতে পূরুষ ও নারী দু'ধরনের (মানুষ) বানালেন। এই আল্লাহ মৃতদেরকে পূণরায় জীবিত করতে সক্ষম।"

يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ
مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ج وَ نُقِرُّ فِي
الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ
لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ
إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ج وَ تَرَى
الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ
وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ
وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَ أَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَ أَنَّ
السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهَا وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي
الْقُبُوْرِ ۝

—আল হাজ্জ, ৫-৭ আয়াত

"হে লোকেরা! মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি মনে কোনো সন্দেহ পোষন করে থাকো, তাহলে তোমাদের জানা উচিৎ যে, আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, পরে শুক্রকীট হতে, তারপর রক্ষপিন্ড হতে, পরে মাংস পিন্ড হতে যা' কোনো আকৃতি সম্পন্নও হয়, আর আকৃতি বিহীনও। (একথা আমি এজন্য বলছি) যেন তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট করে বলতে পারি। আমি যে শুক্রকীটকেই ইচ্ছা করি। একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি। পরে তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ করি (তারপর তোমাদেরকে লালন পালন করি) যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবন পর্যন্ত পৌঁছতে পারো।

আর তোমাদের কাউকেও পূর্বাহ্নেই ডেকে নেয়া হয়। আবার কাউকেও নিকৃষ্টতম জীবনের দিকে প্রত্যার্পন করানো হয়। যেন সব কিছু জেনে নেয়ার পর কিছুই না জানে।

তোমরা দেখতে পাও যমীন শুষ্কাবস্থায় পড়ে রয়েছে। পরে যখনি আমি উহার ওপর মেঘ বর্ষণ করলাম, সহসাই তা সতেজ হয়ে উঠলো, ফুলে উঠলো, এবং তা সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপাদন করতে শুরু করে দিলোঃ এসব কিছু এজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই মহাসত্য এবং তিনি মৃতদের জীবিত করে তোলেন। আর তিনি তো সব কিছুর ওপর শক্তিমান।

(আর এ ব্যবস্থা একথাও প্রমাণ করে যে,) কিয়ামতের মুহূর্তটি অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। আর আল্লাহ সে লোকদেরকে অবশ্যই উঠাবেন, যারা কবরে পড়ে রয়েছে।”

আখেরাতের হাকীকাত ও প্রয়োজনীয়তা

সৃষ্টি জগতের নীরব ঘোষণা

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ج لاَ تَأْتِيْكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ٥

–আল আ'রাফ, ১৮৭ আয়াত

"হে নবী! এ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করেঃ আচ্ছা, সে কিয়ামতের সময়টি কখন আসবে। বলো, এর জ্ঞান শুধুমাত্র আমার খোদার নিকট রয়েছে। উহাকে উহার নির্দিষ্ট সময় তিনিই প্রকাশ করবেন। আসমান যমীনে তা' ভারী বোঝা হয়ে আছে। উহা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে এসে পড়বে।"

"কিয়ামত আসমান যমীনে একটি ভারী বোঝা হয়ে আছে" এ কথায় বুঝা যায় যে কিয়ামতের ভারে গোটা সৃষ্টি জগত যেন ভারাক্রান্ত। একজন গর্ভবতী মহিলা যেমন নিজের বাচ্চা গর্ভে গোপন করে রাখা সত্বেও নিজের বাহ্যিক অবস্থার মাধ্যমে বাচ্চার জন্মের ঘোষণা দেয় , তেমনি কিয়ামত গোপনীয় হওয়া সত্বেও সৃষ্টি জগতের সর্বত্র উহার আগমন বার্তা ব্যক্ত করছে। যখনি সময় হবে আল্লাহর হুকুমে কিয়ামতের ভয়াবহ সেই দিন দুনিয়ার পেট হতে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়বে।

এ জগৎ সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য আছে

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ٥ مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ٥ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥

–আদদুখান, ৩৮-৪০ আয়াত

"আমি এই আসমান ও যমীন এর মাঝের সমস্ত জিনিস খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। এসবই আমি যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না (চিন্তা-ভাবনা করে না)। এদের সবার পুনরুজ্জীবনের জন্য নির্ধারিত সময়টিই এদের ফায়সালার দিন।"

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا اِلاَّ بِالْحَقِّ ط وَ اِنَّ السَّاعَةَ لاٰتِيَةٌ ○

–আল হিজর, ৮৫ আয়াত

"আমি পৃথিবীকে ও আকাশকে এবং তাদের মধ্যকার সকল জিনিসকে একটা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। এবং ফয়সালার সময় নিশ্চিত ভাবেই আসবে।"

আল্লাহর এই আসমান-যমীন সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন খেল-তামাশা নয়। বরং এক মহাজ্ঞানী মহান সত্ত্বার উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টি। ইহা পরীক্ষার এক অবকাশের ব্যবস্থা। এখানে যেমন মহৎ ও নেক কাজের চর্চা হচ্ছে তেমনি বদকাজও চলছে। কাজেই মানুষকে অবশ্যই পূণরায় জীবিত করা হবে। এবং শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে করা হবে।

মানুষ দায়িত্বশীল সত্ত্বা

اَيَحْسَبُ الاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ○

–আল কিয়ামাহ, ৩৬ আয়াত

"মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে?"

অর্থাৎ মানুষ এমন কোনো দায়িত্বহীন সত্ত্বা নয় যে, সে যথেচ্ছা করতে থাকবে, আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ কখনো হবে না।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلاً ○

–বাণী ইসরাইল, ৩৬ আয়াত

"নিশ্চিত ভাবেই চোখ, কান ও হৃদয় সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

অসাধারণ শক্তি-সামর্থ দিয়ে মানুষ তৈরী করে তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে যা ইচ্ছা এখানে করতে থাকবে, সে ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ কোনো দিন তার হবে না। বরং তাকে দেয়া সবকিছুর ব্যাপারেই একদিন আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহী করতে হবে।

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ أُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ○

"দুনিয়ায় যাদের নিকটই আমি পয়গাম্বর পাঠিয়েছি তাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এবং পয়গাম্বরকেও জিজ্ঞেস করা হবে।"

নবীদের পেশ করা মহাসত্যের দাওয়াতে জনগন সাড়া দিয়েছে কিনা জনগনকে তা অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে। পক্ষান্তরে নবীদেরকেও জিজ্ঞেস করা হবে যে, জনগন তাদের দাওয়াতের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছে।

ন্যায়নীতি ও ইনসাফের দাবী

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○

–ছোয়াদ, ২৮ আয়াত

"যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিববীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের সকলকে কি আমি সমান করে দেবো? মুত্তাকীদেরকে কি আমি নাফরমান গুনাহ্‌গার লোকদের মতো করে দেবো?"

দুনিয়ায নেককার মু'মিন ব্যক্তিও রয়েছেন অনুরূপ বিপর্যয়-ফাসাদ সৃষ্টিকারী খোদাবিমূখ লোকজনও আছে, যেমন আছেন পরহেজগার লোক তেমনি এক শ্রেনীর বদকারও রয়েছে এই উভয় শ্রেনীর মানুষ কি মরে গিয়ে মাটিতে মিলে মিশে নিঃশেষ হয়ে যাবে? এবং তাদের ভাল-মন্দ কাজের কোনোই ফলাফল প্রকাশ করে হবে না? বস্তুতঃ ন্যায়নীতি ও ইনসাফের বলিষ্ঠ দাবী হচ্ছে যে, নেককার পরহেজগার ব্যক্তিকে তার কাজের মান অনুযায়ী অবশ্যই পুরস্কৃত করা হোক এবং বদকার নাফরমানকে যথাযথ শাস্তি প্রদান হোক।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ج لاَّ يَسْتَوُوْنَ ○ أَمَّا

الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى نُزُلاً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوٰهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

–সাজদা, ১৮-২০ আয়াত

"একি কখনো হতে পারে, যে ব্যক্তি মু'মিন সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে যাবে যে ফাসেক? এ দু'জন সমান হতে পারে না। যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য তো জান্নাত সমূহে বসবাসের স্থান রয়েছে মেহমান হিসাবে। তাদের আমলের প্রতিদানরূপে।

আর যারা ফাসেকী নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের ঠিকানা হলো দোজখ। যখনি তারা দোজখ হতে বের হতে চাইবে, তখনি তাতে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ এখন এই আগুনের আযাবের স্বাদই গ্রহণ করো, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।"

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

–জাসিয়া, ২১ আয়াত

"যে সব লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মু'মিন সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভূক্ত করে দেবো যে, তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? তারা যে ফায়সালা করে তা অত্যন্ত জঘন্য।"

সত্যকথা এই যে, মু'মিন নেককারদের এ পার্থিব জীবনও প্রশান্তি স্বস্তিপূর্ণ হয়ে থাকে। সমাজেও তাদের সম্মান মর্যাদা ও ভালাবাসা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে একজন নাফরমান বদকারের জীবন হয় অশান্তি উচ্ছৃংখলতায় পরিপূর্ণ। সমাজেও তার পদে পদে লাঞ্ছনা গঞ্জনার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে উভয়ের মরন ও পরিনাম

এক রকম হতে পারে না। যে সব লোক অপকর্ম ও নাফরমানীতে বিভোর থাকা সত্ত্বেও মনে করে যে, মু'মিন কাফের ও নেককার বদকার সকলেই দুনিয়ার মটিতে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে এবং উভয়ের শেষ পরিনতি একই হবে, তারা আসলে জ্ঞানশূন্য বোকা লোক। তাদের এ ধারনা চরম জঘন্য।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফায়সালা

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

–আদ দাহার, ৩০-৩১ আয়াত

"নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞানী। স্বীয় রহমতের মধ্যে যাকে চান গ্রহণ করেন। আর জালেমদের জন্য তিনি বড় পীড়াদায়ক আযাব নির্ধারণ করে রেখেছেন।"

আল্লাহর আনুগত্য মু'মিন বান্দার আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ ও রহমতের আশ্রয় লাভ করবে আর জালেম মাফরমানরা কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি ভোগে বাধ্য হবে। এটাই আল্লাহর জ্ঞান ও ইনসাফের দাবী।

আল্লাহর দয়া আনুগ্রহের দাবী

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ج لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ۝

–আল আনয়াম, ১২ আয়াত

"আল্লাহ নিজের ওপর দয়া অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন (এ কারনেই তোমাদের আইন অমান্য ও খোদাদ্রোহীতার শাস্তি সংগে সংগেই দেন না) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। বস্তুত এটা সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসে নিমজ্জিত করে নিয়েছে, তারা তা বিশ্বাস করে না।"

দুনিয়ায় যে সব মু'মিন লোক আল্লাহর আনুগত্য করতে গিয়ে নানা রকমের দুঃখ-যাতনা ভোগ করেন এবং সর্ব প্রকার জ্বালা-যন্ত্রনা ও দৈন্যতা অকাতরে

বিনয়াবনত চিত্তে সহ্য করেন। তারা মরনের পরে চিরতরে মাটি হয়ে থাকবেন এবং তাদের নেক কার্য্যাবলীর কোনো সুফল প্রকাশ পাবেনা; তা কোনোক্রমেই হতে পারে না।

আল্লাহ নিজের ওপর দয়া-অনুগ্রহ নীতি অবলম্বন করা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই একদিন সকলকে একত্রিত করবেন। এবং তার ঐ সব বিশেষ অনুগত বান্দাদেরকে অফুরন্ত পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করবেন।

সব আমল সংরক্ষন করা হচ্ছে

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ج وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ٥ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ٥ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ٥

–ক্বাফ, ১৬-১৮ আয়াত

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। এবং তার অন্তরে নিত্য জাগ্রত প্ররোচনা পর্যন্ত আমি জানি। আমি তার গলার শিরা হতেও অধিক নিকটবর্তী। (আর আমার এই সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক ডান ও বাম দিকে বসে প্রত্যেকটি জিনিস লিপিবদ্ধ করে রাখছে। কোন শব্দও তার মুখে উচ্চারিত হয় না, যার সংরক্ষনের জন্য একজন সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষক নিয়োজিত না থাকে।"

ক্ষনিকের এই সৌন্দর্য আয়োজন

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ٥

–আল কাহাফ, ৪৫ আয়াত

"হে নবী, দুনিয়ার জীবনের তাৎপর্য তাদেরকে এ উপমার মাধ্যমে বোঝাও যে,

আজ আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করলাম, ফলে ভূপৃষ্টের উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে গেলো, আবার কাল এ উদ্ভিদগুলোই শুকনো ভূষিতে পরিনত হলো, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সব জিনিসের ওপর শক্তিশালী।"

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ٥ وَ إِنَّا لَجعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ٥

–আল কাহাফ, ৭-৮ আয়াত

"আসলে পৃথিবীতে যা' কিছু সাজ-সরঞ্জামই আছে-এগুলো দিয়ে আমি পৃথিবীর সৌন্দর্য বিধান করেছি তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। সব শেষে এসবকে আমি একটি বৃক্ষ-লতাহীন ময়দানে পরিণত করবো।"

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুসজ্জিত এই বসুন্ধরার কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মূলতঃ পৃথিবীবাসীর পরীক্ষা নেয়ার জন্যই এই সব সৌন্দর্য আয়োজন। সব শেষে একদিন এই সুশোভিত সুসজ্জিত যমীন মরুময় ময়দানে পরিবর্তিত হবে।

কিয়ামতের ভয়াল দৃশ্য

সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ٥ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ٥ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥

–আল হা'ককা, ১৩-১৫ আয়াত

"পরে একবার যখন সিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠ ও পর্বত সমূহকে ওপরে তুলে একই আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সে দিনই সংঘটিতব্য ঘটনাটি সংঘটিত হবে।"

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ٥

–আয যুমার, ৬৮ আয়াত

"আর সে দিন সিংহায় ফুঁক দেয়া হবে [১]। আর যারা আকাশ মন্ডল ও যমীনে আছে, তারা সবাই মরে পড়ে থাকবে। সে লোকদের ছাড়া, যাদের আল্লাহ জীবিত রাখতে চান। পরে আর একবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা সকলে-ই উঠে দেখতে শুরু করবে।"

যখন প্রথম বারে সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সমস্ত সৃষ্টি জগত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। পরে যখন দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়া হবে তখন মরে পড়ে থাকবে ও বিশ্ব জগৎ সম্পূর্ণ রূপে লন্ড-ভন্ড হয়ে যাবে। অতঃপর যখন তৃতীয় বারে সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সমস্ত মানুষ একাধারে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সকলেই আপন প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হতে বাধ্য হবে।

টিকা ঃ (১) হাদীস শরীফে সিংগায় তিন বার ফুঁক দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। (১) নফখে ফাজা (২) নফখে ছায়েক ও (৩) নফখে কিয়াম লিরাব্বিল আলামীন।

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَ إِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝ وَ إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝ وَ إِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ ۝

–ইনফিতার, ১–৫ আয়াত

"যখন আকাশ ফেটে যাবে, যখন তারকাগুলি চুতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্র ফাটিয়ে ফেলা হবে, এবং যখন কবরগুলি খুলে ফেলা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু সে আগে পাঠিয়েছে এবং যা পিছনে রেখে এসেছে সবই জানতে পারবে।"

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ وَ اِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝ وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝ وَ اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝ وَ اِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝ وَ اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝ وَ اِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝

–তাকবীর, ১-৭ আয়াত

"সূর্য যখন গুটিয়ে নেয়া হবে। যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। যখন পাহাড়গুলিকে চলমান করা হবে। যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলিকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। যখন বন্য পশুগুলি ঘাবড়ে গিয়ে একত্রিত হবে। যখন সমুদ্রগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। যখন প্রাণ সমূহকে (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।"

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَ مَا أَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

–আল ক্বারিয়া, ১-৫ আয়াত

"মহা প্রলয়! কী সেই মহাপ্রলয়? তুমি কি জানো সেই মহাপ্রলয়টি কি? সেদিন যখন সীমাহীন উদ্বিগ্নতায় লোকেরা ছড়িয়ে থাকা পতংগের মতো এবং পাহাড়গুলো রং বেরংয়ের ধূনা পশমের মতো হবে।"

ভয়াল সেই দিন

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ج اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ٥ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ٥

–আল হাজ্জ, ১–২ আয়াত

"হে লোকেরা! তোমরা খোদার গজব হতে আত্ম রক্ষা করো। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ। যেদিন তোমরা দেখবে সে দিনের অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী নিজের দুগ্ধ পোষ্য সন্তান হতে গাফেল হয়ে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশা গ্রস্ত হবে না। বরং আল্লাহর আযাবই এতো ভয়াবহ সংঘটিত হবে।"

প্রাণ ওষ্ঠাগত থাকবে

وَ اَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ ٥

–আল মু'মিন, ১৮ আয়াত

"হে নবী, ভয় দেখাও এই লোকদেরকে সেই দিন সম্পর্কে, যা নিকটে পৌঁছে গেছে, যখন কলিজা মুখের কাছে এসে যাবে (দুশ্চিন্তার আতিসহ্যে)"

হৃদয় কম্পমান থাকবে

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ٥ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ٥ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ٥ أَبْصَٰرُهَا خٰشِعَةٌ ٥

–আন নাযিয়াত, ৬–৯ আয়াত

"যে দিন ভূমিকম্পের ধাক্কা ঝাকুনি দেবে এবং তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা। কতক হৃদয় সেদিন ভয়ে কাঁপতে থাকবে। দৃষ্টি হবে তাদের ভীতি বিহবল।"

কিশোর-যুবক বৃদ্ধে রূপান্তরিত হবে

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَٰنَ شِيْبًا ۝ اَلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ۝

–মুয্যাম্মিল, ১৭–১৮ আয়াত

"তোমরা যদি রাসূলকে মেনে নিতে অস্বীকার করো, তাহলে সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যেদিন বালকদের বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে। এবং যার কঠোরতায় আকাশ দীর্ন বিদীর্ণ হতে থাকবে।"

মানুষ বলতে থাকবেঃ পালাবো কোথায়

يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ۝ يَقُوْلُ الإِنْسٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝ كَلاَّ لاَ وَزَرَ ۝ إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ۝ يُنَبَّؤُا الإِنْسٰنُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ۝

–আল কিয়ামাহ্, ৬–১৩ আয়াত

"মানুষ জিজ্ঞেস করেঃ আচ্ছা, কবে আসবে সেই কিয়ামতের দিনটি? মানুষের দৃষ্টি শক্তি যখন প্রস্তরীভূত হয়ে যাবে, এবং চাঁদ নিস্প্রভ হয়ে যাবে, আর চাঁদ ও সূর্য মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হবে, তখন এই মানুষই বলবেঃ কোথায় পালিয়ে যাবো? কখনোই নয়, সেখানে কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না। সেদিন তোমার রব এরই সামনে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের পরের সমস্ত কৃতকর্ম জানিয়ে দেয়া হবে।"

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ○ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ○ وَلاَ يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ○ يُبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ○ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ أَخِيْهِ ○ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ ○ وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ○ كَلاَّ ○

–আল মায়ারিজ, ৮—১৫ আয়াত

"(সেই কিয়ামত হবে সেইদিন) যে দিন আকাশ মন্ডল বিগলিত রৌপ্যের মতো হয়ে যাবে। আর পর্বতগুলি রংবেরংয়ের ধুনা পশমের মতো হয়ে যাবে। আর কোনো বন্ধু নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জিজ্ঞেস করবে না। অথচ তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। অপরাধী লোক চাইবে সে দিনের আহার থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই, তাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবার, এবং পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময় দিয়ে দিতে যেন এ উপায়টি নিষ্কৃতি দিতে পারে। কিন্তু কখনোই এরূপ হবার নয়।"

হাশরের মাঠ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ○

–আলহুদ, ১০৩ আয়াত

"এমন একটি হবে, যেদিন সকল মানুষ একত্রিত হবে। এবং তারপর সেদিন যা কিছুই হবে সবার চোখের সামনে হবে।"

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ○ لَمَجْمُوْعُوْنَ إِلٰى مِيْقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

–আল ওয়াকিয়া, ৪৯, ৫০ আয়াত

"হে নবী, এ লোকদেরকে বলোঃ নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সমস্ত মানুষকেই একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে। এর সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর আটকাদেশ থেকে কেউ পালাতে পারবে না

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ إِلاَّ بِسُلْطٰنٍ ○

—আর রাহ্মান, ৩৩ আয়াত

"হে জ্বীন ও মানুষের দল, তোমরা যদি পৃথিবীর নভোমন্ডেলের সীমানা লংঘন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হও, তবে পালিয়ে গিয়ে দেখাও-না, আসলে পালিয়ে যেতে পারো না।"

সমস্ত আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যাবে

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ○

—তাহা, ১০৮ আয়াত

"হাশরের দিন সব লোক ঘোষণাকারীর ডাকে চলে আসবে কেউ দম্ভ দেখাতে পারবে না। আর সমস্ত আওয়াজ আল্লাহর সামনে ক্ষীন হয়ে যাবে। একটা ক্ষীন অস্পষ্ট ধ্বনি ছাড়া তোমরা আর কিছুই শুনতে পাবে না।"

হাশরের দিনের বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لاَ يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

—আল মু'মিন, ১৬ আয়াত

"সেই দিন যখন সকল মানুষ আবরণ শূন্য হবে, আল্লাহর নিকট তাদের কোনো কথাই গোপন হয়ে থাকবে না। (সেই দিন ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে)" আজ বাদশাহী একচ্ছত্র আধিপত্য কার?" সমগ্র সৃষ্টি লোক বলে উঠবেঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর।"

কিয়ামতের দিন সকল কৃত্রিম বাদশাহী ও আধিপত্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। কেবল মাত্র আল্লাহর বাদশাহী বহাল থাকবে। যিনি প্রকৃতই নিখিল সৃষ্টির একমাত্র অধিপতি।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ٥

–আল ফুরকান, ২৬ আয়াত

"কিয়ামতের দিন প্রকৃত বাহশাহী কেবল রহমানেরই হবে। আর অমান্যকারীদের জন্য তা বড় কঠিন দিন হবে।"

নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এক হাতে আকাশমন্ডল ও আর এক হাতে যমীন ধারন করে বলবেন আমিই বাদশাহ, আমিই সার্বভৌম শাসক। কোথায় আজ দুনিয়ার সেই দাম্ভিক, অহংকারী ও প্রতাপশালী বাদশাহগণ?"

অনু পরিমান আমলও চক্ষুষ্মান হবে

يٰبُنَىَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ أَوْفِى السَّمٰوٰتِ أَوْفِى الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ج إِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ٥

–লুকমান, ১৬ আয়াত

"(লুকমান বলেছিলো) "হে পুত্র! কোনো জিনিস রেনুকনার মতোও যদি হয় এবং কোনো প্রস্তর খন্ডের মধ্যে কিংবা আকাশমন্ডলে বা যমীনের কোথাও লুকায়িত থাকে, আল্লাহ উহাকে ও বের করে আনবেন। তিনি তো সুক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয় অবহিত।"

ক্ষুদ্রতম কাজেরও প্রতিফল প্রকাশ পাবে

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ○

–আল জিলজাল, ৭-৮ আয়াত

"কিয়ামতের দিন যে অতি অল্প পরিমান ভালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে এবং যে আতি অল্প পরিমান খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে।"

যার হিসাব তারই দিতে হবে

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

–আন নাহল, ১১১ আয়াত

"(হে লোকেরা! সেদিনের চিন্তা করো) যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মরক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকবে এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়া হবে আর কারো প্রতি সামান্যতম ও জুলুম করা হবে না।"

وَ كُلَّ إِنسٰنٍ أَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○ اِقْرَا كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ○

–বানী ইসরাইল ১৩, ১৪ আয়াত

"প্রত্যেক মানুষের ভালো মন্দ কাজের নিদর্শন আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি লিখন বের করবো, যাকে সে খোলা কিতাবের আকারে পাবে। (বলা হবে)ঃ পড়ো নিজের আমল নামা, আজ নিজের হিসাব করার জন্য তুমি নিজেরই যথেষ্ট।"

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজের হিসাব মিটাবার জন্য নিজেই যথেষ্ট হবে।

কেউ কারো থেকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা পাবেনা। আর না কারো ব্যাপারে অন্য কারো কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে।

প্রত্যেকই একাকী আল্লাহর সামনে হাজির হবে

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرٰدٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

–আল আনয়াম, ৯৪ আয়াত

"(আল্লাহ বলবেন) নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমার সামনে হাজির হয়েছো, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছো। এখন আমি তোমাদের সাথে সেই সব পরামর্শদাতাদেরকেও দেখি না যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমাদেরকে কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যা' কিছু ধারনা করতে, তা' সবই আজ তোমাদের নিকট হতে বিলীন হয়ে গেছে।"

যমীন সব রহস্য ফাঁস করে দেবে

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ○ وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ○ وَ قَالَ الْإِنْسٰنُ مَالَهَا ○ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ○ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحٰى لَهَا ○

-যিলযাল, ১-৫ আয়াত

"যখন পৃথিবীকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দেয়া হবে। পৃথিবী তার ভেতরের সমস্ত ভার বাইরে বের করে দেবে। আর মানুষ হয়রান হয়ে বলবেঃ এর কী হয়েছে? সে

দিন সে তার নিজের (ওপর যা কিছু ঘটেছে সেই) সব অবস্থা বর্ণনা করবে। কারণ তোমার রব তাকে (এমনটি করার) হুকুম দেবেন।"

অপরাধীদের অসহায়ত্ব

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ○ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ○ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ○ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ○

–আবাসা, ৩৩–৩৭ আয়াত

"অবশেষে যখন কিয়ামতের সেই কান ফাটানো আওয়াজ আসবে আসবে সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে নিজের ভাই, মা-বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে। তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না" (কারো দিকে কেউ দৃষ্টিও ফেরাবে না)।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে তাদের অংগপ্রত্যংগের সাক্ষ্য

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○ حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

–সাজদা, ১৯–২১ আয়াত

"আর সেই সময়ের কথাও একটু চিন্তা করো, যখন আল্লাহর এসব দুশমনদেরকে দোজখের দিকে হাকিয়ে নেয়া হবে। তাদের অগ্রবর্তীদেরকে পশ্চাদবর্তীদের আগমন করা পর্যন্ত থামিয়ে রাখা হবে। পরে যখন সবাই সেখানে পৌছে যাবে, তখন তাদের কান, চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া তারা পৃথিবীতে

কি করতো সে সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের শরীরের চামড়া সমূহকে বলবেঃ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা জবাব দেবেঃ সেই আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দান করেছেন, যিনি প্রতিটি বস্তুকে বাকশক্তি দান করেছেন।"

তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অপরাধীদের বিরুদ্ধে নবীদের সাক্ষ্য

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَ جِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ۝

—আন নিসা, ৪১ আয়াত

"চিন্তা করো, তখন তারা কী করবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী আনবো এবং তাদের ওপর তোমাকে (হে মুহাম্মদ) সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করাবো।"

মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ج فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيْدٌ ۝ فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَ شَهِيْقٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ج إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ وَ أَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ج عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝

—হূদ ১০৫ –১০৮ আয়াত

"কিয়ামতের দিন যখন আসবে তখন কারোর কথা বলার সামর্থ থাকবে না। তবে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কেউ কথা বলতো পারবে। তারপর সেদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য এবং কিছু লোক ভাগ্যবান। হতভাগারা জাহান্নামে যাবে (যেখানে অত্যধিক গরমে ও পিপাসায়) হাঁপাতে ও আর্তচীৎকার করতে থাকবে। আর এ অবস্থায় তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু করতে চান।

অবশ্য তোমার যা' চান তা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা জান্নাতে যাবে, এবং সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন পৃথিবী ও আকাশ বর্তমান থাকবে। তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু করতে চান। এমন প্রতিদান তারা পাবে যার ধারাবাহিকতা কখানো ছিন্ন হবার নয়।"

উপরোক্ত আয়াতে'আসমান-যমীনের স্থিতিশীলতার দ্বারা হয়তো আখেরাতের আসমান-যমীনের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। যা কখানো ধ্বংস হবে না, অথবা চিরকাল বোঝাবার জন্য একে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। "তোমাদের রব যা কিছু চান" কথা দ্বারা সব কিছু একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও মরজী মাফিক হবার কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন কোনো উচ্চতর আইন-বিধান নেই যেখানে আল্লাহর মরজী অচল হতে পারে। এক কথায় তিনি যথেচ্ছা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

হর্ষোৎফুল্ল উজ্জ্বল চেহারা এবং ধুলামলিন কারো চেহারা

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ○ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ○ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ○ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ○ أُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ○

–আবাসা, ৩৮–৪২ আয়াত

"কিয়ামতের দিন কতিপয় চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সন্তুষ্ট-স্বচ্ছন্দ হস্যোজ্জল মুখ খুশীতে ঝকমক করবে। আবার কতিপয় চেহারা হবে সেদিন ধূলা মলিন, কালি মাখা। তারাই হবে কাফের ও পাপী।"

কিছু কিছু চেহারা সেদিন ঐজ্জ্বল্যে ঝকমক করতে থাকবে। হাসি মাখা তারুণ্যে ভরা। বলা বাহুল্য এরা হবে নেককার লোক। অপর দিকে কতক লোকের

চেহারা কালিমায় আচ্ছন্ন থাকবে। বিমর্ষ ও মলিন। বস্তুতঃ এরা কাফের বদকার লোক।

আমল নামা সামনে আনা হবে

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ ـ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصٰهَا ج وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ٥

–আল কাহাফ, ৪৯ আয়াত

"সেদিন আমলনামা সামনে রেখে দেয়া হবে। সে সময় তোমরা দেখবে অপরাধীরা নিজেদের জীবন খাতায় যা লেখা আছে, সে জন্য ভীত হচ্ছে এবং বলছেঃ হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা কেমন খাতা! আমাদের ছোট বড় এমন কোন এখানে কিছুই লেখা থেকে বাদ পড়েনি। তাদের যে যা কিছু করেছিল সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে এবং তোমার রব কারো প্রতি জুলুম করবেন না।"

আমল নামা ডান হাতে

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِىَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ٥ إِنِّىْ ظَنَنْتُ أَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ٥ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٥ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٥ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ٥ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٥

–আল হা'ককা, ১৯–২৪ আয়াত

"সেই সময় যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ দেখো দেখো, আমার আমলনামা পড়ো, আমি মনে করছিলাম যে, আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাবে। ফলে তারা বাঞ্ছিত সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে, উচ্চতম স্থানের জান্নাতে। যার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলে থাকবে। (এ লোকদেরকে বলা হবে) তৃপ্তি সহকারে

খাও, পান করো তোমাদের সেই সব আমলের বিনিময়ে, যা তোমরা অতীত দিন সমূহে করেছে।"

আমল নামা বাম হাতে

وَ أَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ○ وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهْ ○ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ○ مَا أَغْنٰى عَنِّي مَالِيَهْ ○ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ○ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ○ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ○ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ○ إِنَّهُ كَانَ لاَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ○ وَ لاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ○ وَّلاَ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ غِسْلِيْنٍ ○ لاَّ يَاْكُلُهُ اِلاَّ الْخَاطِئُوْنَ ○

–আল হা'ককা ২৫–৩৭ আয়াত

"আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি নাই দেয়া হতো আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম! হায়, আমার দুনিয়ায় হওয়া মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো! আজ আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসলো না! আমার সব ক্ষমতা আধিপত্য-প্রভূত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। (তখন নির্দেশ দেয়া হবে)ঃ ধরো লোকটিকে, তার গলা ফাঁস লাগিয়ে দাও, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আর এরপর সত্তর হাত শিকলে বেঁধে দাও। সে লোকটি না মহান আল্লাহতায়ালার ওপর ঈমান এনেছে আর না সে মিসকীনকে খাবার খাওয়াবার উৎসাহ দান করতো। এ কারনে আজ এখানে তার সহানুভতিশীল-সহমর্মী বন্ধু কেউ নেই। আর না আছে ক্ষতনিসৃত রস ছাড়া তার কোনো খাদ্য। নিতান্ত অপরাধী লোক ছাড়া তা আর কেউই খায় না।"

বাতিল পৃষ্ঠপোষকদের অসহায়ত্ব

وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ٥

–ইবরাহীম, ২১ আয়াত

"এরা যখন সবাই একত্রে আল্লাহর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে সে সময় এদের মধ্য থেকে যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা যারা নিজেদেরকে বড় বলে জাহির করতো তাদেরকে বলবেঃ দুনিয়ায় আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্য কিছু করতে পারো? তারা জবাব দেবেঃ আল্লাহ যদি আমাদের মুক্তি লাভের কোনো পথ দেখাতেন, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদেরও দেখিয়ে দিতাম। এখন তো সব সমান, কান্নাকাটি করো বা সবর করো সর্বাবস্থায় আমাদের বাঁচার কোনো পথ নেই।"

দুনিয়া পূজারী, ভ্রান্ত পথ ও মতের নেতৃবৃন্দ, যারা দুনিয়ায় দুর্বল জনগনকে নানা রকম মিথ্যা প্রলোভনে ভুলিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব জমিয়েছিল, তারা কিয়ামতের দিন চরম অসহায়ত্ব প্রকাশ করে নিজেরদেরই অনুসারীদেরকে বলবেঃ দেখো, আমাদের নিজেরদেরই নাজাতের পথ জানা ছিলনা– এমতাবস্থায় তোমাদেরকে কী পথ দেখাবো? এখন আমরা যথই কান্নাকাটি আহাজারি করিনা কেন, মুক্তির কোনো পথ নেই।

শয়তানের নিন্দা সূচক বক্তব্য

وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ط وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ

وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ط اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

–ইবরাহীম, ২২ আয়াত

"যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবেঃ সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যে সব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিলনা, আমি তোমাদেরকে আমার পথের দিকে আহবান জানানো ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি অবধারিত।"

জান্নাতের মনোহর ও শোভন দৃশ্য

চিরস্থায়ী অতুলনীয় নেয়ামতরাজি

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝ وَ
جَزٰهُمْ بِمَاصَبَرُوْا جَنَّةً وَّ حَرِيْرًا ۝ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى
الْاَرَائِكِ ج لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَازَمْهَرِيْرًا ۝ وَدَانِيَةً
عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَ ذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ
بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝ قَوَارِيْرَا مِنْ
فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝ وَ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ
مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝ وَ
يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ
لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّ مُلْكًا
كَبِيْرًا ۝ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ وَّ
حُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَ سَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝
اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝

–আদ দাহার, ১১-২২ আয়াত

"অতএব আল্লাহতায়ালা নেক্কারদেরকে কিয়ামতের অমঙ্গল হতে রক্ষা করবেন। এবং তাদেরকে সতেজতা ও আনন্দ-সুখ দান করবেন। আর তাদের ধৈর্য-সহিষ্ণুতার বিনিময় জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। সেখানে তারা উচ্চ আসন সমূহে ঠেস গিয়ে বসবে। তাদেরকে না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে, না

শীতের প্রকোপ। জান্নাতের ছায়া তাদের ওপর অবনত হয়ে থাকবে। এবং এর ফল সমূহ সর্বদা তাদের আয়ত্ত্বাধীন থাকবে (তারা ইচ্ছা মতো তা পাড়তে পারবে)।

তাদের সামনে রৌপ্য নির্মিত পাত্র ও কাঁচের পেয়ালা আবর্তিত করানো হবে। সেই কাঁচ যা রৌপ্য জাতীয় (জান্নাতের ব্যবস্থাপকরা) পরিমান মতো ভর্তি করে রাখবে। তাদেরকে সেখানে এমন সূরা পান করানো হবে যাতে শুণ্ঠির সংমিশ্রন থাকবে। তা হবে জান্নাতের একটি নির্ঝর, একে 'সাল সাবীল' বলা হয়। তাদের সেবা কার্যে এমন সব বালক ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যারা চিরকালই বালক থাকবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে এরা যেন ছড়িয়ে দেয়া মুক্তা।

সেখানে যে দিকেই তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে শুধু নিয়ামত আর নিয়ামতই এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমরা দেখতে পাবে। তাদের ওপর সুক্ষ্ণ রেশমের সবুজ পোশাক কিংখাব ও মখমলের কাপড় থাকবে। তাদেরকে রৌপ্যের কংকন পরানো হবে। এবং তাদের রব তাদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন শরাব পান করাবেন। এই-ই হলো তোমাদের শুভ প্রতিফল। আর তোমাদের কার্যকলাপ যথার্থ ও মূল্যবানরূপে আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়েছে।"

চারিদিকে শুধু শান্তি আর শান্তি

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ٥ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ٥ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ٥ بِأَكْوَابٍ وَّ أَبَارِيْقَ وَ كَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ٥ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ٥ وَ فٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ٥ وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ٥ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ٥ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُوِ الْمَكْنُوْنِ ٥ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ٥ إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ٥

—আল ওয়াকিয়া, ১৫-২৬ আয়াত

"জান্নাতীরা মুনিমুক্তা খচিত আসন সমূহের ওপর হেলান দিয়ে মুখোমুখী হয়ে আসীন হবে। তাদের মজলিস সমূহে চিরন্তন ছেলেরা প্রবহমান ঝর্ণার সূরায় ভরা

পান পাত্র ও হাতলধারী সুরা পাত্র ও আচখোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তা পান করায় তাদের মাথা ঘুরবে না, তাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পাবে না। আর তারা তাদের সামনে হরেক রকম সুস্বাদু ফল পেশ করবে, যেন যা পছন্দ তা-ই তুলে নিতে পারে। এছাড়া পাখির গোস্তও সামনে রাখবে, যে পাখীর গোস্ত ইচ্ছা হবে নিতে পারবে। আর তাদের জন্য সুন্দরী সুলোচনা হুরগণও থাকবে। তারা সুশ্রী সুন্দরী হবে লুকিয়ে থাকা মুক্তার মতো। এসব কিছুই সে সব আমলের শুভ প্রতিফল স্বরূপ তারা পারে, যা' তারা দুনিয়ার জীবনে করছিলো।

যেখানে তারা কোনো বাজে কথা বা পাপের বুলি শুনতে পাবে না। বরং সব দিকে শুধু সালাম, সালাম শব্দ শুনতে পাবে। অর্থাৎ শান্তিধ্বনি শুনতে পাবে।"

অনুপম ঝরণা ধারা

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَا اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ة وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ج وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط O

–মুহাম্মদ, ১৫ আয়াত

"মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে তার পরিচয় তো এই যে, এতে ঝরণা ধারা প্রবাহিত থাকবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির এবং এমন দুধের যা কখনো বিস্বাদ হবে না। ঝরণা ধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের, যা পানকারীদের জন্য সুপেয় হবে। ঝরণা ধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন মধুর। সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকারের ফল থাকবে। এবং তাদের রবের নিকট হতে থাকবে ক্ষমা।"

জান্নাত চিরস্থায়ী মর্যাদা ও বিলাসবহুল স্থান

اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ O يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ

الاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

–আজ জুখরুফ, ৭০-৭৩ আয়াত

"(বেলা হবে)ঃ তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাদের খুশী করা হবে। তাদের সামনে স্বর্ণের প্লেট ও পেয়ালা সমূহ আনা নেয়া করানো হবে এবং মন মতো ও দৃষ্টি নন্দন প্রতিটি জিনিস সেখানে থাকবে। তাদের বলা হবেঃ এখন তোমরা এখানে চিরদিন থাকবে। পৃথিবীতে তোমরা যে সব কাজ করেছে তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয়েছে। তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফল মজুদ আছে যা তোমরা খাবে।"

আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম ও রহমত

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ ۝ لَهُمْ فِيْهَا فٰكِهَةٌ وَ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۝ سَلٰمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝

–ইয়াছীন, ৫৫-৫৮ আয়াত

"আজ জান্নাতী লোকেরা আনন্দ গ্রহণে ব্যাপৃত। তারা ও তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ার মধ্যে আসন সমূহের ওপর ঠেস লাগিয়ে রয়েছে। সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্য সেখানে মজুদ রয়েছে। তারা যা কিছুই চাবে তা'-ই তাদের জন্য রয়েছে। দয়াময় আল্লাহর তরফ হতে সালাম বলা হয়েছে।"

জান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা হতে পালানো সম্ভব নয়

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ○ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○

–আল হুমাজা, ৬-৯ আয়াত

"আল্লাহর আগুন, প্রচন্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত, যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌঁছে যাবে। তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে। (এমন অবস্থায় যে তা) উচুঁ উচুঁ থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।"

অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে দোজখে থামের মতো উচুঁ অগ্নিশিখার শিখার সাথে এমনভাবে বেঁধে রাখা হবে যা থেকে কারো বের হয়ে আসা সম্ভব হবে না।

জাহান্নামে কারো মৃত্যু হবে না

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ○

–ত্বাহা, ৭৪ আয়াত

"প্রকৃত কথা এই যে, যে লোক অপরাধী হয়ে নিজেদের খোদার সামনে হাজির হবে, তার জন্য জাহান্নাম, যেখানে সে না জীবিত হবে, না মৃত।"

وَ يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ○

–ইবরাহীম, ১৭ আয়াত

"মৃত্যু সকল দিক দিয়ে জাহান্নামীদের ওপর ছেয়ে থাকবে, কিন্তু তার মৃত্যু হবে না।"

কুরআন শরীফে জাহান্নামীদের আযাবে যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তন্মোধ্যে এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ যার কল্পনা করতেও হৃদয় কম্পমান হয়ে ওঠে।

জাহান্নামীদের তত্ত্বাবধায়ক হবে রুক্ষ স্বভাবের ফিরিশতা

وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

—আত তাহ্‌রীম, ৬ আয়াত

"(হে ঈমানদার লোকেরা, নিজেকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে সে আগুন হতে রক্ষা করো) যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ-রুক্ষ স্বভাবের ফিরিশতা নিয়োজিত থাকবে, যারা কখনোই আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেনা।"

জাহান্নামের আগুন কখনো নির্বাপিত হবে না

مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ○

—বানী ইসরাইল, ৯৭ আয়াত

"অপরাধীদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যখনই তার আগুন স্তিমিত হতে থাকবে, আমি উহাকে আরো জোরে জ্বালিয়ে দেবো।"

জাহান্নামের আগুন ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হবে

إِذَا أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ○ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ○

—মুলক, ৭-৮ আয়াত

"দোজখীরা যখন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, উহার ক্ষিপ্ত হবার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে। উহা তখন উথাল পাথাল করতে থাকবে, ক্রোধ আক্রোশের অতিশয় তীব্রতায় উহা দীর্ন-বিদীর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হবে।"

অগ্নিশিখা জাহান্নামীদের চামড়া ঝলসে দেবে

اِنَّهَا لَظٰى ○ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ○

—মায়ারিজ, ১৫-১৬ আয়াত

"জাহান্নাম হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা, উহা চর্ম-মাংস লেহন করে নেবে।"

গরমপানি জাহান্নামীদের নাড়ীভুরি কেটে দেবে

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ ٥

–মুহাম্মদ, ১৫ আয়াত

"জাহান্নামীদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে, যা তাদের অন্ত্র পর্যন্ত কেটে দেবে।"

জাহান্নামের পানি হবে গলিত ধাতু

وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِىْ الْوُجُوْهَ ط
بِئْسَ الشَّرَابُ ط وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٥

–আল কাহাফ, ২৯ আয়াত

"দোজখীরা পানি চাইলে এমন পানি দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করা হবে, যা হবে গলিত ধাতুর মতো, যা তাদের চেহারা দগ্ধ করে দেবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং কী জঘন্য আবাস!"

দোজখের পানীয় হবে পুঁজ

وَ يُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ـ يَّتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ ٥

–ইবরাহীম, ১৬- ১৭ আয়াত

"দোজখীদের পান করতে দেয়া হবে গলিত পুঁজের মতো পানি, যা দোজখীরা জবরদস্তী গলা থেকে নামাবার চেষ্টা করবে এবং বড় কষ্টে নামাতে পারবে।"

জাহান্নামীদের খাদ্য হবে কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস

لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ ٥ لاَّيُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِىْ مِنْ
جُوْعٍ ٥

–আল গাশিয়া, ৬-৭ আয়াত

"দোজখীদের জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কোনো খাদ্য থাকবে না। তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মেটাবে না।"

জাহান্নামীদের পোশাক হবে আগুনের তৈরী

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ط يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ - يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ - وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ۝ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ج وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

–আল হাজ্ব, ১৯-২০ আয়াত

"যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, এর ফলে শুধু তাদের চামড়াই নয় পেটের মধ্যকার সবকিছুও গলে যাবে। আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য তৈয়ার থাকবে লোহার গুর্জ। তারা যখন ভয় পেয়ে জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে, তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় এর মধ্যেই ফেলে দেয়া হবে যে, এখন জ্বলার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো।"

জাহান্নামীদের ঘাড়ে বেড়ী হবে

إِذِ الأَغْلٰلُ فِىْ أَعْنٰقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ يُسْحَبُوْنَ

–আল মু'মিন, ৭১ আয়াত

"অতি শীঘ্র দোজখীরা জানতে পারবে, যখন তাদের গলায় শিকল পড়বে। এর দ্বারা তাদেরকে টগবগ করা ফুটতে থাকা গরম পানির দিকে টানা হবে এবং পরে দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হবে।"

আখেরাতের বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া

জিজ্ঞাসাবাদের ভয়

وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ٥

–রায়াদ, ২১ আয়াত

"ঈমানদারগণ নিজেদের রবকে ভয় করে, এবং তাদের থেকে কড়া হিসাব না নেয়া হয় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।"

ঈমানদারগণ পরকালে যে আল্লাহর সামনে তিল তিল করে হিসাব পেশ করতে হবে; তখন কি অবস্থা হবে, এই ভয়ে সদা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন।

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ٥

–আদ দাহার, ১০ আয়াত

"মু'মিনদের কথাঃ আমরা তো আল্লাহর প্রতি সেই দিনের আযাবের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত, যে দিনটি কঠিন বিপদের অতিশয় দীর্ঘদিন হবে। এবং মুখ বিকৃতকারী ও বড় খারাপ হবে।"

সার্বক্ষনিক চিন্তা

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَأٰتٍ ج وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ٥

–আন কাবুত, ৫ আয়াত

"যে কেউই আল্লাহর সাথে মিলিত হবার আশা পোষন করে (তার জেনে রাখা উচিৎ) আল্লাহ নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।"

যারা আখেরাতের আকীদায় বিশ্বাসী এবং দৃঢ় আস্থা রাখেন যে, একদিন আল্লাহর সমীপে হাজির হয়ে তিল তিল করে হিসাব পেশ করতে হবে, তার অবশ্য

মনে রাখা দরকার যে, মত্যু একদিন অবশ্যই আসবে। না জানি কখন আমল করার এ অবকাশ নিঃশেষ হয়ে যায়। তার সর্বক্ষন আখেরাতের মুক্তি ও উন্নতির জন্য চিন্তিত থাকা উচিৎ। এক মুহূর্তের জন্যও সে চিন্তা থেকে গাফেল থাকা উচিৎ নয়।

আল্লাহর নির্ভেজাল আনুগত্য করা উচিৎ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰلِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ أَحَدًا ـ

—আল কাহাফ, ১১০ আয়াত

“যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎ কাজ করা উচিৎ এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে নিজের রবের সাথে কাউকে শরীক করা উচিৎ নয়।”

আল্লাহর পথে বের হওয়া

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ؕ أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأٰخِرَةِ ؕ فَمَا مَتٰعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْأٰخِرَةِ إِلاَّ قَلِيْلٌ ○

—আত তাওবা, ৩৮ আয়াত

“হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কী হয়েছে, তোমাদেরকে যখন খোদার পথে বের হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন তোমরা যমীনকে আকড়ে ধরে থাকো? তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছো? এই যদি হয়ে থাকে, তা' হলে তোমাদের জেনে রাখা উচিৎ যে, দুনিয়ার জীবনের এই সাজ সরঞ্জাম পরকালে খুব সামান্যই পাওয়া যাবে।”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাজকিয়ায়ে নাফস

মানবাত্মার পরিশুদ্ধি

আত্মা ও চরিত্রের তাজকিয়া বলতে, মানুষের মনে সব সময় মহান আল্লাহর স্মরণ ও চিন্তা বহাল থাকা বোঝায়। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যেন মন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না হয়, তার জিহ্বা যেন আল্লাহর জিকিরে সদা সিক্ত থাকে, এবং অন্তর যেন থাকে আল্লাহর দিকে সদা নিবেদিত।

আল্লাহর এই জিকির বা স্মরণই তাজকিয়ায়ে নাফসের জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া, সকল ইবাদাত বন্দেগীর সার নির্যাস।

তাজকিয়ায়ে নাফসের তাৎপর্য

আরবী অভিধানে 'তাজকিয়া' অর্থ কোনো জিনিসকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, উৎকর্য সাধন ও উন্নত করা। কুরআনের পরিভাষায় তাজকিয়া বলে, মনকে সব রকমের অপছন্দনীয় ঝোকপ্রবণতা হতে মুক্ত করে আল্লাহ ভীতি ও সৎ চরিত্রে ভুষিত করা। এবং আল্লাহর আরাধনায় চরম উৎকর্য অর্জন করা।

দ্বীনদারীত্বে তাজকিয়ার গুরুত্ব

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○

–আশ শামছ, ৯-১০ আয়াত

"নিঃসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি, যে নাফসকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।"

যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে সর্ব প্রকার ভ্রান্ত ঝোক প্রবণতা হতে পাক-পবিত্র করে নেকী ও আল্লাহ আনুগত্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, সেই সত্যিকার সফলতা লাভে ধন্য হতে পেরেছে।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

–আল বাকরা, ১২৯ আয়াত

"(হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর সমীপে আরজ করলেন) হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ ক্বাবা ঘর পূনঃ নির্মাণ কালে আল্লাহর কাছে এ দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তার এ দোয়া কবুল করেছেন। তাই আখেরী নবীকে নবুয়্যত দান প্রসংগ উল্লেখ কালে আল্লাহ এ বানী ইরশাদ করেছেন।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ ءَايٰتِنَا وَ يَزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

–আল বাকারা, ১৫১ আয়াত

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যিনি তোমাদের নিকট আমার বানী সমূহ পাঠ করে শোনান, এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন, কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেন আর তোমাদের অজানা বিষয়াদির খবর দেন।"

রাসূল মানবাত্মাকে সব ধরনের অপছন্দনীয় ও ভ্রান্ত ঝোক প্রবণতা হতে সরিয়ে এনে আল্লাহ ভীতির পথে পরিচালিত করেন। এবং মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সকল কাজকর্ম ও আচার আচরণকে আল্লাহ ভীতির ভিত্তিতে সুসজ্জিত করে চরম উকর্যতা সাধন করেন।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা ভংগীতে একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূলের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মানবাত্মাকে সকল ভুল চিন্তা চেতনা থেকে পবিত্র করা ও একে আল্লাহ ভীতির ভিত্তির ওপর পরিচালিত করে সার্বিক সংস্কার সংশোধন করা।

প্রথম আয়াতে নবী তাজকিয়া করনের কাজের উল্লেখ সকল কাজের শেষে এবং পরের আয়াতে সর্বাগ্রে উল্লিখিত হওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, নবীর মূল কাজই মানবাত্মার পরিশুদ্ধি করন বা তাজকিয়ায়ে নাফস। বস্তুত তার আজীবন চেষ্টা-সাধনায় এর বাস্তবতাই প্রমাণিত হয়।

তাওবা ও ইসতিগফার

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ ج إِنَّ رَبِّى رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ ٥

—হুদ, ৯০ আয়াত

"হে লোকেরা! নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তার দিকে ফিরে এসো। অবশ্য আমার রব করুনাময়, নিজের সৃষ্টিকে ভালোবাসেন।"

لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ٥

—আন নামল, ৪৬ আয়াত

"হে লোকেরা! আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওনা কেন? হয়তো তোমাদের প্রতি করুনা করা হবে।"

وَ تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥

—আন নূর, ৩১ আয়াত

"হে মু'মিন লোকেরা, তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"

বান্দা নিজের গুনাহের অনুশোচনায় লজ্জিত হয়ে খোদার সমীপে দরখাস্ত পেশ করাকে "ইসতিগফার" বলে। আর তওবা অর্থ ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা। গুনাহের আবর্তে বন্দী-বান্দা নিজের গুনাহের কারনে লজ্জিত হয়ে খোদার দিকে ফিরে তাঁর আনুগত্য ও বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করাকে তাওবা বলে। এই তাওবা ও ইসতিগফার বান্দার একটি উচ্চমানের প্রছন্দনীয় গুণ।

আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেনঃ "হে মানব সকল! তোমরা খোদার কাছে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চাও। এবং খোদার দিকে ফিরে এসো। শুনে রেখো, আমিও প্রত্যেক দিন অন্ততঃ একশত বার গুনাহ্ থেকে খোদার নিকট ক্ষমা চেয়ে থাকি।"

মহান আল্লাহ্ আপন বান্দার তাওবা ও ইসতিগফারেই সব চেয়ে বেশী খুশী হয়ে থাকেন। নবী (দঃ) একটি সুন্দর উপমার মাধ্যমে এ অবস্থার বর্ণনা করেছেনঃ

তিনি বলেন "তোমাদের কারো উট যদি এমন কোন জন মানবহীন প্রান্তরে হারিয়ে যায়, যেখানে খাদ্য খাবার ও পানীয় বলতে কিছুই নেই। আর ঐ উটের ওপরেই তার খাদ্য খাবার বোঝাই থাকে। সে ব্যক্তি হয়রান হয়ে চতুর্দিকে উটের খোঁজে ঘোরাফেরা করে, না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়ে। এবং নিজের জীবনের আশা ত্যাগ করে কোনো গাছের নীচে শুয়ে থাকে। ঠিক এই মুহূর্তে যদি তার উটকে সব খাদ্য-সামগ্রী সহ তার সামনে দেখতে পায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি যেমন সীমাহীন খুশী হয়, মহান আল্লাহ তার চেয়েও অনেক বেশী খুশী হন যখন তাঁর কোনো বিভ্রান্ত বান্দা তাঁর দিকে ফিরে আসে ও তার আনুগত্যের জিন্দেগী শুরু করে দেয়"

সুন্দরতম আরো একটি উপমা রাসূল (দঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ

"কোনো এক যুদ্ধে কিছু লোক বন্দী হয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলো। যার দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চা যুদ্ধে হারিয়ে গিয়েছিলো। মহিলা বাচ্চার শোকে এমন উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, কোনো ছোট বাচ্চা কাছে পেলেই তাকে নিজের কোলে নিয়ে বুকে মিশিয়ে নিজের দুধ খাওয়ানো শুরু করে।

মহিলার এই অবস্থা দেখে নবী করিম (দঃ) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা, তোমরা কি আশা করতে পারো যে, এই মহিলা নিজের বাচ্চাকে নিজ হাতে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবীরা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল নিজ হাতে আগুনে নিক্ষেপ করা তো দূরের কথা, বরং যদি বাচ্চা দৈবক্রমে আগুনে পড়ে যায় তা হলে তাকে রক্ষা করার জন্য নিজের জান বাজি রেখে চেষ্টা করবে। এ কথা শুনে নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেনঃ মেহেরবান আল্লাহ্ আপন বান্দাদেরকে এই মহিলার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ভালোবাসেন।"

وَ هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُوْنَ ○ وَ يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○

–আশ শূরা, ২৫-২৬ আয়াত

"তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন। এবং মন্দ কাজ সমূহ ক্ষমা করেন। অথচ তোমাদের সকল কাজ-কর্ম সম্পর্কে তাঁর জানা আছে। তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দোয়া কবুল করেন, এবং নিজের দয়ায় তাদের আরো অধিক দেন। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।"

প্রকৃত তাওবা

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهٰرُ يَوْمَ لَايُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ بِأَيْمٰنِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

–আত তাহরীম, ৮ আয়াত

"হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহর নিকট তাওবা করো খাঁটি ও সত্যিকার তাওবা। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের এ দোষ ত্রুটি গুলি দূর করে দেবেন, এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করে দেবেন যে সবের নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহমান থাকবে। ইহা সেই দিন হবে যেদিন আল্লাহ তাঁর

নবীকে এবং তাঁর ঈমানদার সংগী সাথীদেরকে লজ্জিত, লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সম্মুখে ও তাদের ডান পাশ দিয়ে দৌড়াতে থাকবে। তারা ফরিয়াদ করে বলবেঃ হে আমাদের রব, আমাদের নূর আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। তুমিই সর্বশক্তিমান।"

এমন খাঁটি খালেছ তাওবাকে তাওবায়ে নাছুহা বলে। যে তাওবা করার পর তাওবাকারীর মনে কোনোও গুনাহের দিকে ফিরে যাবার সামান্যতম আশংকাও না থাকে।

প্রকৃত তাওবার তিনটি অংশ রয়েছেঃ–

১. তাওবাকারী নিজ গুনাহের অনুশোচনায় চরমভাবে লজ্জিত হওয়া।

২. ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার দৃঢ় সংকল্প করা।

৩. নিজের জীবনকে সংস্কার সংশোধন করে সুসজ্জিত করতে তৎপর হওয়া। এবং কারো কোনো অধিকার হরন করে থাকলে তা ফেরৎ দেয়া।

বস্তুতঃ এ ধরনের তাওবাতেই মানুষের তাজকিয়া বা শুদ্ধি লাভ হয়ে থাকে। এতে তার গুনাহ্ সমূহ ঝরে যায়। নেক আমলের দ্বারা সুসজ্জিত জীবন নিয়ে খোদার কাঁছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ফলে জান্নাতে যাবার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়।

১. সার্থক অনুশোচনা

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ أُوْلٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

–আল ইমরান, ১৩৫-১৩৬ আয়াত

"যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোনো গোনাহের কাজ করে নিজের ওপর জুলুম করে বসলে আবার সংগে সংগে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে তাঁর কাছে নিজের কৃত পাপের জন্য মাফ চায় কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে

গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয়া না, এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগিচায় তাদের প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কত চমৎকার প্রতিদান!"

মানুষের মুখে কেবল "আসতাগফিরুল্লাহ" শব্দ রীতি নীতির কারনে লজ্জিত হয়ে অনুশোচিত হওয়াকে ইসতিগফার বলে না। যাতে না নিজের অন্যায়ের ব্যর্থ তাবীল খাটাবার প্রয়াস থাকবে, আর না থাকবে জেনে বুঝে বাড়াবাড়ি করার উদ্যোগ। বরং খোদাকে স্মরণ করে সে তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে গুনাহ থেকে বিরত হয়ে যাবে। এবং কৃত গুনাহ সমূহ যেন আল্লাহ মেহেরবানী করে মাফ করে দেন সেজন্য কায় মনে তাঁর সমীপে কাকুতি মিনতি পেশ করবে।

তড়িৎ সংশোধন

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

–আল আনয়াম, ৫৪ আয়াত

"তোমাদের খোদা দয়া অনুগ্রহের নীতি নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তার এই দয়া অনুগ্রহের কারনে তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতা বশতঃ কোনো অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে তাওবা করেও সংশোধন করে, তবে খোদা তাকে মাফ করে দেন এং নম্র ব্যবহার করেন।"

যদি কোনো বান্দাহ ঝোকের বসে কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলে এবং পরে সে মনে প্রাণে পুণরায় আল্লাহর আনুগত্যের পথে ফিরে আসে এবং নিজের জীবনকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ শুধু তার গুনাহই ক্ষমা করেন না অধিকন্তু আল্লাহ মেহেরবানী করে তার জন্য সব কল্যাণের পথ সুগম করে দেন।

২. জিকির ও ফিকির

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لَاٰيٰتٍ لِّأُوْلِى الْأَلْبٰبِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

–আল ইমরান, ১৯০-১৯১ আয়াত

"পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং যাতে ৬ দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন। (তারা আপনা আপনি বলে ওঠেঃ) 'হে আমাদের প্রভু, এসব কিছু তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই হে প্রভু, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো।"

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ أَصِيْلاً ۝

–আল আহযাব, ৪১-৪২ আয়াত

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করো। এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।"

মানুষের মনে খোদার খেয়াল ও স্মরণ সর্বাবস্থায় বর্তমান থাকাই তার আত্মা ও স্বভাবের আসল তাজকিয়া। জীবনের কোনো ব্যাপারেই যেন তার মন খোদার স্মরণ থেকে গায়েব না হয়, তার জিহ্‌বা যেন খোদার জিকিরে সর্বদা সিক্ত থাকে, এবং মন সর্বক্ষণ আল্লাহর দিকে নিয়োজিত থাকে।

বস্তুতঃ মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণের সাথে সাথে নিখিল সৃষ্টিতে আল্লাহর নিদর্শনাদির প্রতি, নিজের পরিনাম পরিনতির ব্যাপারে, আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ ও তাঁর নেয়ামতরাজীর বিষয় এবং নিজের পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে সর্বাবস্থায় গভীর চিন্তা ফিকিরে অভ্যস্থ থাকাতেই মানুষের ঐ আসল তাজকিয়ায়ে নাফসের কাজ সমাধা

হতে পারে। এককথায় সর্বাবস্থায় খোদাকে স্মরণ রাখাই তাজকিয়ায়ে নাফসের জন্য বড় হাতিয়ার। আর সব ইবাদাত বন্দেগীর এটাই সার নির্যাস।

এক ব্যক্তি নবী করিম (সঃ) এর কাছে জানতে চাইলেন যে, কোন জিহাদকারী সবচেয়ে বেশী সাওয়াবের অধিকারী হবেন, জবাবে নবী (সাঃ) বললেনঃ যে মুজাহীদ স্মরণ করবেন। সাহাবী পুনশ্চ জিজ্ঞেস করলেনঃ রোজাদারদের মধ্যে কোন রোজাদার সবচেয়ে বেশী ফায়দা পাবেন? নবী (সঃ) জবাব দিলেনঃ যে রোজাদার খোদাকে স্মরণ করবেন। সাহাবী এভাবে পরপর নামাজী, জাকাত দাতা, হাজী ও সাদকাদাতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। জবাবে প্রত্যেক বারেই নবী (সঃ) খোদাকে স্মরণকারীদের পক্ষে সবচেয়ে বেশী সাওয়াব পাবার কথা উল্লেখ করেন।

জিকিরের শুদ্ধ পন্থা

وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ ۝

–আল বাকারা, ১৯৮ আয়াত

"আল্লাহ যে ভাবে স্মরণ করতে বলেছেন ঠিক সেই ভাবে আল্লাহকে স্মরণ করো।"

আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত ও রাসূলের শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহকে স্মরণ করো। এ ছাড়া অন্যান্য সকল পন্থা বর্জন করে চলো।

আল্লাহর স্মরণের প্রত্যক্ষ সুফল

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

–আর রাদ, ২৮ আয়াত

"তারাই এ ধরনের লোক, যারা (নবীর দাওয়াত) গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের চিত্ত প্রশস্ত হয়। সাবধান হয়ে যাও। আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে এমন জিনিস যার সাহায্য চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে।"

৩. কুরআন তিলাওয়াত

اُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ۝

–আন কাবুত, ৪৫ আয়াত

"হে নবী! তিলাওয়াত করো এই কিতাব, যা ওহীর সাহায্যে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে। আর নামাজ কায়েম করো।"

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের মক্কী স্তরের শেষের দিকে মুসলমানদের যে কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় চলছিলো, তখন তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দৃঢ় পদে মজবুত থাকা হেদায়াত দান প্রসংগে মহান আল্লাহর এ নির্দেশ যে, তোমরা বেশী বেশী পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত করো আর নামাজ কায়েম করো। প্রকৃতপক্ষে আত্ম সংশোধন ও চরিত্র গঠনের মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে কুরআন অধ্যয়ন। বিশেষ ভাবে নামাজের মধ্যকার তিলাওয়াত সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ।

চিন্তা ও গবেষণা

كِتَبٌ اَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوْا الأَلْبَبِ ○

–ছোয়াদ, ২৯ আয়াত

"ইহা এক বহু বরকতময় কিতাব, যা হে মুহাম্মদ! আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি। যেন এই লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন লোকেরা উহা হতে সবক গ্রহণ করে।"

কুরআনের তিলাওয়াত থেকে সার্থক ফায়দা পেতে হলে একে গভীর মনোযোগ সহকারে বুঝে শুনে তেলাওয়াত করা প্রয়োজন। উপরন্তু কুরআনের শিক্ষাকে আহরন করে এর আলোকে নিজের জীবন গড়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। কুরআন যে বুঝে শুনে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করে এর নছীহাতসমূহ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নাজিল করা হয়েছে, এ বিশ্বাস মন ও মননে বদ্ধমূল করে নিতে হবে।

নবী (সাঃ)-এর ইরশাদ রয়েছেঃ মানুষের হৃদয়ে ঠিক ঐভাবে মরিচা ধরে যায় যেমন লোহার বস্তুতে পানি লাগলে তার ওপর মরিচা পড়ে। সাহাবীরা একথা শুনে জিজ্ঞেস করলেনঃ হৃদয়ের ঐ মরিচা দূর করার উপায় কি? নবী (সাঃ) জবাবে বললেনঃ মৃত্যুকে বেশী বেশী করে স্মরণ করায় ও পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতে হৃদয়ের ঐ মরিচা দূরীভূত হয়ে যায়।

কুরআন তিলাওয়াতের দাবী পূরণকারী

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ اُولٰۤئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ○

"যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে উহার তেলাওয়াত করে, তারাই উহাতে বিশ্বাস করে।" (আর যারা উহা প্রত্যাখান করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।)

আহলে কিতাবের মধ্যে যারা আসমানী কিতাব প্রকৃত চেতনা সহকারে হেদায়াত লাভ ও আনুগত্যের প্রেরণা নিয়ে তেলাওয়াত করতো এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তাদের সামনে যখন আসমানী কিতাবের এই সর্বশেষ সংস্করণ পূর্ণাঙ্গ কুরআন পেশ করা হয়, তখন তারা আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে ওঠে। তারা ঘোষণা দেয়ঃ আমরা এর ওপর ঈমান গ্রহণ করলাম। নিঃসন্দেহে ইহা আমাদের মহান রবের তরফ হতে অবতীর্ণ। আর আমরা তো পূর্ব হতেই আনুগত্যশীল ছিলাম।

৪. তাকওয়া-খোদাভীতি

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ○

–আল ইমরান, ১২০ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম থাকা অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।"

তাকওয়া-পরহেজগারী, খোদার ভয় ও মহব্বত হতে উৎসারিত মনের এমন এক অবস্থার নাম যা, মূলতঃ সমস্ত নেক আমলের প্রেরণা ও সব ধরনের অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার এক মহা শক্তিশালী প্রবণতা বিশেষ। মুমিনের মনে এই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়াই ঈমানের মৌলিক দাবী। তা ঈমানদারকে সর্বপ্রকার নাফরমানীর কাজ হতে রক্ষা করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর রাজপথে চলার ও টিকে থাকার শক্তি যোগায়।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥

—আল মায়েদা, ২৭ আয়াত

"হে নবী, তাদেরকে আদম (আঃ) এর দুই পুত্রের কাহিনীটিও পুরাপুরি শুনিয়ে দাও। তারা দু'জনেই কুরবানী করলো তখন তাদের মধ্যে এক জনের কুরবানী কবুল করা হলো ও অপর জনের করা হলো না। সে বললো ঃ আমি তোমাকে হত্যা করবো। উত্তরে সে বললোঃ আল্লাহ তো মুত্তাকীদের মানতই কবুল করে থাকেন।"

আদম (আঃ) এর দুই ছেলে হাবীল ও কাবীল উভয়ই কুরবানী করলো। কিন্তু হাবীলের কুরবানী কবুল করা হলো আর কাবীলেরটা কবুল করা হলো না। কেননা, আল্লাহতায়ালা বান্দার ঐ আমলই কবুল করেন যা খালেছ ভাবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মনোভাব নিয়ে করা হয়। আর এর মূল প্রেরণা ঐ খোদার প্রতি তাকওয়া-পরহেজগারী।

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ٥

—আলহাজ্জ্ব, ৩৭ আয়াত

"জন্তু জানোয়ারের গোশত আল্লাহর নিকট পৌছায় না। উহার রক্তও নয়। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট অবশ্যই পৌছে।"

আল্লাহর নিকট বান্দার কুরবানীর জানোয়ারের রক্ত মাংস কিছুই পৌছেনা। এসব তো এখানেই থেকে যায়। খোদার নিকট যে জিনিসের মূল রয়েছে তা হচ্ছে মানুষের মনের তাকওয়া-পরহেজগারী। আল্লাহতায়ালা কোনো আমলের বাহ্যিক দিকের প্রতি লক্ষ্য করেন না। বরং আমল কোন বুনিয়াদের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এর প্রতিই তাঁর লক্ষ্য আরোপিত হয়।

তাকওয়া হেদায়াত প্রাপ্তির ভিত্তি

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ٥

–আল বাকারা–১-২ আয়াত

"আলিফ, লাম, মীম, ইহা আল্লাহর কিতাব হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইহা মুত্তাকীদের জন্য সর্বাত্মক হেদায়াত।"

আল্লাহর কিতাব মূলতঃ মানুষের হেদায়াতের জন্য নাজিল করা হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কেবল তাকওয়া বিশিষ্ট লোকেরাই হেদায়াত লাভে ধন্য হতে পারেন। বিপরীত পক্ষে যাদের অন্তর তাকওয়া শূন্য তারা হেদায়াত থেকে চির বঞ্চিতই থেকে যায়।

তাকওয়া ফজিলাত প্রাপ্তির মাপকাঠী

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ٥

–আল হুজরাত, ১৩ আয়াত

"বস্তুত, আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সম্মানীত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী।"

ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ সমান। কারো ওপর কারোরই প্রাধান্য নেই। তবে প্রাধান্য কেবল তাকওয়া ও খোদাভীতির ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। লক্ষ্য করা হয় যে, কে খোদাকে বেশী ভয় করে চলেন এবং তাঁর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করেন।

তাকওয়ার পুরস্কার

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ ٥ فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ٥

–আল ক্বামার, ৫৪-৫৫ আয়াত

"মুত্তাকী লোকেরা নিশ্চিত রূপেই বাগানসমূহ ও ঝর্নাসমূহের মধ্যে থাকবেন; প্রকৃত মর্যাদার স্থান, মহাশক্তিমান সম্রাটের নিকট।"

৫. নেক আমল

مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ০

–আন নাহল, ৯৭ আয়াত

"পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তা হলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং আখেরাতে তাদের প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।"

কুরআন শরীফে প্রায় সর্বত্র ঈমানের সাথে সাথে নেক আমলের উল্লেখ রয়েছে। এবং সওয়াব, পুরস্কার ও প্রতিদানের ওয়াদা কেবল ঐ সব মু'মিনদের বেলায় করা হয়েছে, যারা নেক আমলের দ্বারা নিজেদের জিন্দেগী সুসজ্জিত করবে। দুনিয়াতে এরা সব রকমের কলুষতা মুক্ত পাক-পবিত্র প্রশান্তির জীবন যাপন করার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আর আখেরাতে তারা তাদের নেক আমলের বিনিময়ে পুরস্কার-মর্যাদা পেয়ে ধন্য হবেন।

وَ مَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ০ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَ ذٰلِكَ جَزٰؤُا مَنْ تَزَكّٰى ০

–ত্বাহা, ৭৫-৭৬ আয়াত

"আর যে লোক আল্লাহর সমীপে মু'মিন হিসেবে হাজির হবে, যে নেক আমলকারী হবে, এমন সব লোকের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, চির শ্যামল চির সবুজ বাগ-বাগিচা রয়েছে, যার নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন বসবাস করবে। ইহা পুরস্কার সেই ব্যক্তির জন্য, যে পবিত্রতা অর্জন করবে।"

৬. আল্লাহর পথে ব্যয়

মানুষের নিজ প্রবৃত্তিকে, লোভ লালসা, সংকীর্নতা ও দুনিয়া পূজার মতো

নিন্দনীয় সব ঝোঁক-প্রবণতা হতে মুক্ত রাখতে এবং সৎ স্বভাবের দ্বারা সুসজ্জিত করতে আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় পছন্দনীয় ব্যয় করা একটি কার্যকর পন্থা। মানুষ যেন কেবল জাকাতের নির্দিষ্ট কোটা ব্যয় করাটা যথেষ্ট মনে না করে। বরং যখনি খোদার পথে ব্যয় করার প্রয়োজন, পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখনি যেন একে খোদার বিশেষ পুরস্কার ও সন্তোষ লাভের সুযোগ মনে করে প্রাণ খুলে অকাতরে ব্যয় করতে থাকে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা মু'মিনদের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ। হেদায়াত লাভে ধন্য হবার শর্তও বটে। এতে একদিকে যেমন সম্পদের মহব্বত, মনের সংকীর্নতা, ও সম্পদের মোহ প্রভৃতি সুক্ষ্ম অসৎ মনোবৃত্তির অবসান ঘটে, তেমনি অপর দিকে নিজের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে মর্যাদা উপলব্ধির ক্ষমতা জন্মে। ফলে দ্বীনের জন্য সে সর্বপ্রকার কুরবানী করতে সক্ষম হয়।

কার্যতঃ সর্ব প্রকার অপকর্মের মূলে রয়েছে দুনিয়া পূজা। আর এই দুনিয়ার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে ধন-সম্পদ। এজন্য নবী (সাঃ) এটাকে তার উম্মতের জন্য বড় বিপদজনক আখ্যায়িত করে এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক থাকার তাকীদ করেছেন।

পরন্তু নিজেকে ঐ সম্পদ পূজার কবল থেকে মুক্ত রাখতে এবং আত্মশুদ্ধির উন্নত মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করার সুযোগ এলেই অকাতরে খুশী মনে খরচ করার বিকল্প নেই।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার লক্ষ্য উদ্দেশ্য

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا ٥

—আত তাওবা, ১০৩ আয়াত

"হে নবী, তুমি তাদের ধন-মাল হতে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র করো এবং নেকীর পথে তাদেরকে অগ্রসর করো।"

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ٥ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى ٥

—আল লাইল, ১৭-১৮ আয়াত

"যে, পরম মুত্তাকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে, তাকে দোজখের জ্বলন্ত আগুন থেকে রক্ষা করা হবে।"

প্রবৃত্তির সমস্ত অপছন্দনীয় ঝোক প্রবণতা হতে পাক-পবিত্র হয়ে মানুষের চারিত্রিক ও রুহানী গুনাবলীতে ভূষিত হওয়াকেই আসলে তাজকিয়া বলে, যার কারনে সে সানন্দে আল্লাহর পথে চলতে অভ্যস্ত হতে পারে।

আল্লাহর পথে ব্যয় করতে গোপনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ

إِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقْتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ○

–আলবাকারা, ২৭১ আয়াত

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান করো তবে তা ভালো, আর যদি তা গোপনে করো এবং অভাবগ্রস্থকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো।"

প্রকাশ্য দানে যেহেতু প্রদর্শনী, অহংকার ও প্রচার লিপ্সার মতো জঘন্য মনোবাসনা দাতার মনে জাগ্রত হবার সম্ভাবনা বেশী, যা নেককাজ সমূহকে উই পোকার মূল্যবান আসবাবপত্র ধ্বংস করার মতো নষ্ট করে দেয়, তাই দান কাজে যথাসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করা উত্তম। এতে দান করার উদ্দেশ্য পুরাপরি যেমন অর্জিত হবে তেমনি দানের মূল ফায়দা নাফসের তাজকিয়ার কাজও যথাযথভাবে সমাধা হবে।

৭. দোয়া

আত্ম সংশোধন ও তাজকিয়ার যাবতীয় চেষ্টা তদবীরের সাথে সাথে মু'মিনের আসল ভরসাস্থল খোদার সমীপে খালেছভাবে দোয়া করা কর্তব্য। নবী করীম (সাঃ) দোয়াকে সমস্ত ইবাদাত বন্দেগীর সার নির্যাস আখ্যায়িত করেছেন।

দোয়া আল্লাহর সমীপেই করা উচিৎ

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ إِلَّا كَبٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبٰلِغِهٖ ج وَ مَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ○

–আর রায়াদ, ১৪ আয়াত

"একমাত্র আল্লাহকেই ডাকা উচিৎ। আর অন্যান্য সত্ত্বাসমূহ, আল্লাহকে বাদ দিয়ে লোকেরা যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেনা। তাদেরকে ডাকাতো ঠিক এমনি ধরনের যেমন কোনো ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়িয়ে তার কাছে আবেদন জানায়, তুমি আমার মুখে পৌছে যাও, অথচ পানি তার মুখে পৌছাতে সক্ষম নয়। এমনি ভাবে কাফেরদের দোয়াতো একটি লক্ষভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়।"

এ উদাহরণের তাৎপর্য হচ্ছে যে, কারো আবদার-আবেদন ও প্রয়োজন পূরণ করার যাবতীয় ক্ষমতা ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ, যিনি সারা জাহানের একমাত্র স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক। তিনি ছাড়া বান্দার ফরিয়াদ শোনার আর কেউ নেই। কারো ফরিয়াদের জবাব দেবারও ক্ষমতা নেই।

দোয়া আল্লাহই কবুল করেন

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْابِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ O

—আল বাকারা, ১৮৬ আয়াত

"হে নবী, আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন বলে দাওঃ আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক। এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।"

আল্লাহ্ বান্দার অতি নিকটে সদা অবস্থিত। তিনি বান্দার সব ডাকই শোনেন। এবং বান্দার আবেদন কবুল করা একমাত্র তাঁরই কাজ।

দোয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ O

—আল আ'রাফ, ২৯ আয়াত

"আল্লাহর হুকুম তো এই যে, প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখবে। তাঁকেই ডাকো। স্বীয় দ্বীনকে কেবল মাত্র তাঁর জন্য খালেছ ও নিষ্ঠাপূর্ণ করো।"

খোদার সমীপে নিজের প্রয়োজন পেশ করার পূর্বে বান্দার দু'টি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

১. প্রতিটি ইবাদত আল্লাহর উদ্দেশ্যে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা।

২. এবং প্রার্থনা কারীর আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য নিষ্কলুষ করে নেয়া।

অর্থাৎ সে যেন নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক কোনো অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য দোয়া না করে। বরং বৈধ পাক-পবিত্র-মহৎ উদ্দেশ্য লাভ করার আবেদন আল্লাহর সমীপে পেশ করে।

অতঃপর কুরআনে পাকে উল্লিখিত চরম উপযোগী ও সর্বমুখী দোয়াসমূহকে আল্লাহর সমীপে পেশ করার জন্য বান্দার বাছাই করা উচিৎ এবং বক্তব্য ও ভাষার দিক দিয়েও আল্লাহর বলা ভাষা ও বক্তব্য করা সমীচীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইবাদাত

মানুষ আল্লাহর বান্দা বা দাস হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই একমুখী হয়ে তার রবের বন্দেগীর ওপর দৃঢ় থাকাই তার স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার মন মগজ ও আচার-আচরণ একনিষ্ঠ ভাবে একাধারে দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্ বান্দার ওপর নামাজ ফরজ করেছেন। বান্দার এ নামাজ কায়েম করা মানে সেই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার প্রতিষ্ঠার বাস্তব অনুশীলন।

কুরআনের মূল দাওয়াত

يٰأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

–আলবাকারা, ২১-২২ আয়াত

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা জাহান্নাম হতে বাঁচতে পারো।

তোমরা ইবাদাত করো সেই রবের, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা, এবং আকাশকে ছাদ এবং আকাশ হতে পানি বর্ষন করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য নানারকম ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না (বস্তুত আল্লাহর কেউ সমকক্ষ নেই)।"

কুরআন সমস্ত মানব মন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহর বন্দেগী করার একই দাওয়াত পেশ করে। সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার যেমন

কেউ শরীফ নেই, তেমনি রক্ষা করা ও প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও তার কোনো সাহায্যকারী নেই। এই বিষয়টি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ পরিস্কার থাকা সত্ত্বেও কাউকে আল্লাহর শরীক ও প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করানো কেমন করে তোমাদের পক্ষে সমীচীন হতে পারে?

আল্লাহই মানুষকে সুন্দরতম গঠন আকৃতি ও উন্নত মানের যোগ্যতা প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনিই মানুষকে জীবন ধারন ও স্থিতির জন্য পানি বর্ষন করে নানা রকম ফল-মূল ও খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন করেন। সুতরাং এই খালিক ও রব ছাড়া আর কেউ মানুষের বন্দেগী পাবার যোগ্য হতে পারে না।

তাঁর মহান দয়া অনুগ্রহ ও অগনিত নেয়ামতের দাবীও এটাই। আর তাঁর গজব ও আযাব হতে রক্ষা পেতেও মানুষের একমাত্র তাঁর বন্দেগী করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ○

–আজ জারিয়াত, ৫৬ আয়াত

"আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছি।"

নবী প্রেরণের লক্ষ্য

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ○

–আন নাহাল, ৩৬ আয়াত

"প্রত্যেক জাতির মধ্যে আমি একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি যে, "আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতের বন্দেগী পরিহার করো।"

খোদার মোকাবেলায় যে-ই পূজা বন্দেগী পাবার দাবী করে সে-ই তাগুত। রাসূল পাঠাবার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, যাতে খোদার বান্দারা সকল তাগুতের আনুগত্য ও বন্দেগী পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর গোলাম ও বন্দেগী করতে পারে। সকল নবীর শরীয়াতেই বান্দার ইবাদাত বন্দেগী করার কিছু নিয়ম পদ্ধতি প্রবর্তিত রয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নামাজ।

নামাজ

• কুরআনে নামাজ বোঝাবার জন্য 'সালাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী অভিধানে "সালাত" অর্থ কোনো জিনিসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা, অগ্রসর হওয়া ও নিকটবর্তী হওয়া।

কুরআনের পরিভাষায় "সালাত" দ্বারা খোদার দিকে লক্ষ্য আরোপ করা, তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া ও তাঁর একান্ত নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়।

নামাজ তাওহীদের অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ এবং ঈমানের স্থায়ী নিদর্শন। আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তৌহিদ যদি পুরাদ্বীনের মূল উৎস হয়, তাহলে আমলের দিক দিয়ে নামাজ পুরা দ্বীনের আমলী মূল ভিত্তি। এর বাস্তবায়ন পুরা দ্বীনেরই বাস্তবায়ন ধরা যায়। তা মু'মীনের কেবল একটি উত্তম আমলই নয় বরং সমস্ত নেক আমলের ভিত্তি মূল। এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কুরআনে নামাজ আদায় করা ভাষা প্রয়োগ না করে নামাজের হেফাজাত করা ও কায়েম করা ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে নামাজ যেমন-তেমন ভাবে পড়াই ফরজ নয়, বরং পুরা গুরুত্বের সাথে, একাগ্রচিত্তে এর আদব রক্ষা করে সব অনুষ্ঠানগুলি যথাযথ বাস্তবায়ন করা।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ○ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

–আর রুম, ৩০–৩১ আয়াত

"অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসরণকারী লোকেরা!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমস্ত লক্ষ্য এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সেই প্রকৃতির ওপর যার ওপর আল্লাহতায়ালা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহর বানানো কাঠামো বদলানো যেতে পারেনা। ইহাই সর্বতোভাবে সত্য নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক

লোকই তা' জানে না। তোমরা আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে তাঁকে ভয় করো এবং নামাজ কায়েম করো এবং মুশারিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না।"

মানুষ আসলে আল্লাহর বান্দা বা দাস হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই একমুখী হয়ে তার স্রষ্টার বন্দেগীর ওপর দৃঢ় থাকাই তার স্বাভাবিক প্রকৃতি। এই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার মন মগজ ও আচার আচরণ একনিষ্ঠভাবে একাধারে দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ বান্দার ওপর নামাজ ফরজ করেছেন। বান্দার এ নামাজ কায়েম করা মানে সেই স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর তার প্রতিষ্ঠার বাস্তব অনুশীলন।

বান্দা দিনের মধ্যে বার বার হাত বেঁধে খোদার সামনে দাঁড়িয়ে এর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তাঁর বন্দেগীর স্বীকৃতি দেয় তাঁর সামনে ঝুকে পড়ে সেজদায় গিয়ে ঘোষণা করে যে, আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একাগ্রচিত্তে একমাত্র এক আল্লাহর বন্দেগীর ওপর কায়েম রয়েছি।

নামাজ মানুষের পুরা জীবন ব্যাপী বিপ্লব চায়

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيْدُ ○

—হুদ, ৮৭ আয়াত

"তারা জবাব দিলোঃ হে শো'আয়েব, তোমার নামাজ কী তোমাকে এ কথা শেখায় যে, আমরা এমন সব মাবুদকে পরিত্যাগ করবো, যাদেরকে আমাদের বাপ দাদারা পূজা করতো? অথবা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করার ইখতিয়ার থাকবে না? ব্যস তুমিই রয়ে গেছো এক মাত্র উচ্চ হৃদয়ে অধিকারী ও সদাচারী।"

হযরত শো'আয়েব (আঃ) নিজের জাতির বাতিল মা'বুদদের সমালোচনা করে জাতিকে এক খোদার বন্দেগীর দিকে আহবান জানান। এবং বলেন যে, এক খোদার ওপর ঈমান এনে তাঁকে বন্দেগী করার পদ্ধতি হচ্ছে যে, তোমরা জীবনের সব ব্যাপারে খোদার মর্জি মতে চলবে; তোমাদের কায়-কারবার, লেন-দেন পুরা সততা ও ন্যায় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধানের বিপরীত আচরণ করা চলবে না।

হযরত শো'আয়েব (আঃ) এর মুখে দ্বীনের এই ব্যাপক দাওয়াত শুনে তার জাতির লোকেরা বললোঃ হে শো'আয়েব তুমি আমাদের এ কোন ধরনের বন্দেগীর দিকে আহ্‌বান করছো এবং কেমন নামাজ পড়ার কথা বলছো? আচ্ছা, খোদাকে রাজী করতে কি আমাদের কপোলদেশ ঝুকিয়ে দিলেই চলে না? তোমার নামাজের দাবী কি এতো ব্যাপক যে, আমাদের বাপ-দাদাদের যাবতীয় রীতি-নীতিকেই একেবারে বিসর্জন দিতে হবে? এবং দেশের চলমান জীবন ধারার সার্বিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে?

নামাজ যে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের কার্যকরী প্রোগ্রাম এ আয়াত গুলিতে সে কথাই ব্যক্ত করে। বস্তুত নামাজ মানুষকে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্থক বন্দেগী করার জন্য প্রস্তুত করে থাকে।

ঈমানের পরে নামাজই সর্বাগ্রগন্য দাবী

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ لا وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ٥

–ত্বাহা, ১৪ আয়াত

"আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। এতএব তুমি আমার বন্দেগী করো। এবং আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো।"

قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ج وَهُوَ الَّذِىْ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ٥

–আল আনয়াম, ৭১-৭২ আয়াত

"হে নবী বলোঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হেদায়াতই হচ্ছে– সত্যিকার হেদায়াত। এবং তাঁর নিকট হতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সারা জাহানের খোদার সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও। নামাজ কায়েম করো, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে সরে থাকো। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রিত হবে।"

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ۝

–আল বাকারা, ২ আয়াত

“এই কিতাব ঐ সব মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত, যারা গায়েবে বিশ্বাস রাখে ও নামাজ কায়েম করে।”

এ আয়াতগুলি এই হাকীকতই ব্যক্ত করে যে, এক ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ করার পর আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম তার থেকে নামাজকেই দাবী করা হয়। এটা এমন এক আমল যার জন্য শুধু ঈমানই শর্ত হিসেবে রয়েছে। তাই ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা ও পুরুষ-নারী প্রত্যেকের ওপরই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে।

নামাজ ঈমান থাকা না থাকার প্রমাণ

فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلّٰى ۝ وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى ۝

–আল কিয়ামাহ, ৩১-৩২ আয়াত

“কিন্তু না সে সত্য মেনে নিলো না সালাত আদায় করলো, বরং সত্যকে মিথ্যা মনে করলো এবং ফিরে গেলো”

কুরআনের এ আয়াতগুলির বাচন ভংগীর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের ঈমান ও নামাজ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বিষয়। অর্থাৎ কেউ ঈমান গ্রহণ করলে যে অবশ্যই নামাজ কায়েম করবে, অপর দিকে কারো বে-নামাজী হওয়াই প্রমাণ করে যে, তার অন্তর বে-ঈমানী, দুনিয়া পূজা ও অহংকার পূর্ণ।

يَتَسَاءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝

–আল মুদ্দাসসির, ৪০-৪৩ আয়াত

“জান্নাতিরা অপরাধী লোকদের জিজ্ঞেস করবেঃ কোন জিনিসটি তোমাদেরকে

জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবেঃ আমরা সালাত আদায় করা লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না।"

"আমরা নামাজী ছিলাম না, তাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছি" জাহান্নামে পড়ে থাকা লোকদের এ জবাব বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবানার যোগ্য বিষয়।

আল্লাহতায়ালা জান্নাত-জাহান্নাম এই দুটি ঠিকানা যথাক্রমে মু'মিন ও কাফেরদের জন্য তৈরী করেছেন। এতে যাবার কারণ মানুষের ঈমান ও কুফরী। আখেরাতের জিন্দেগীতে সমস্ত গায়েবী বিষয় যখন মানুষের সামনে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয়ে প্রকাশ পাবে, তখন জাহান্নামীদের এ জবাব যে আমরা নামাজী ছিলাম না বিধায় জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছি মূলতঃ এই হাকীকতই প্রকাশ করে যে, নামাজ ও ঈমান প্রকৃতপক্ষে একই জিনিস। একই জিনিসের দু'টি বিশেষ দিক। আকীদাগত দিক থেকে ঈমান হলো তৌহিদের স্বীকৃতি, আর আমলের দিকে নামাজ হলো তৌহিদের বহিঃপ্রকাশ। জাহান্নামীদের নামাজী না হবার মানে তারা ঈমানদার ছিলো না।

বস্তুত নামাজ বঞ্চিত লোক ঈমান হতেও বঞ্চিত হয়ে থাকে। তাই আল্লাহর রাসূলের ইরশাদ রয়েছেঃ "নামাজই হচ্ছে শিরক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্যকারী।"

নামাজই মূলতঃ জিন্দেগী

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهٗ .... ۝

–আল আনয়াম, ১৬৩ আয়াত

"বলো আমার নামাজ, আমার কুরবারী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারাজাহানের রব আল্লাহর জন্যই, তাঁর শরীক কেউ-ই নেই।"

আয়াতে চারটি জিনিসের উল্লেখ রয়েছে, নামাজ, কুরবানী, জিন্দেগী ও মৃত্যু। ধারাবাহিকতায় নামাজের মোকাবেলায় জিন্দেগী এবং কুরবানীর মোকাবেলায় মৃত্যুকে রাখা হয়েছে। এরূপে ক্রমিক সাজানোর মধ্যে একটি নিগুঢ় তত্ত্বের দিকে সুক্ষ ইংগিত রয়েছে। তা হচ্ছে, নামাজই মূলতঃ জিন্দেগী। যেভাবে খোদার জন্য আমাদের মৃত্যু যা হলো কুরবানী তেমনি খোদারই জন্য আমাদের জিন্দেগী মানে খোদার জন্য আমরা নামাজ কায়েম করবো।

فَإِنْ تَابُوْا وَ أَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوٰنُكُمْ فِيْ الدِّيْنِ ○

–আত তাওবা, ১১ আয়াত

"এখন যদি তারা তওবা করে, নামাজ কায়েম ও জাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।"

এটি সূরায়ে বারাতের আয়াত। এতে আল্লাহতায়ালা মুশরিক, ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ও অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। এবং মু'মিনদেরকে তাদের থেকে নিজেদের সমাজকে পাক-পবিত্র করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের ভ্রান্ত চিন্তা-দর্শন ও কলুষিত ধ্যান-ধারনা মুসলিম সমাজের ওপর কোনো রকম প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনো সুযোগ তাদেরকে না দেয়ার তাকীদ করা হয়েছে। কিন্তু এর সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, এখনো যদি তারা নিজেদের কুফরী জিন্দেগী হতে তাওবা করে খালেছ মনে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে তাহলে তাদের কবুল জান-মালের নিরাপত্তাই প্রদান করা হবে না উপরন্ত তারা মুসলমানদের দ্বীনি ভাই হয়ে যাবে। মুসলিম সমাজ তাদেরকে নিজেদের সমাজে মিলিয়ে নেবে। অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও এ সমাজে সব রকমের সামাজিক অধিকার সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল ক্ষেত্রের উন্নতির সুযোগ সুবিধার সব পথ তাদের জন্যেও উন্মুক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য যে, তাদের ঈমানের যথার্থতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই তাদের কার্যতঃ নামাজ কায়েম করতে হবে ও জাকাত দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের ঈমানের সাক্ষ্য পেশ করা হবে। বস্তুত নামাজ ও জাকাত ব্যতীত তাদের ঈমান কিভাবে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে পারে? কেননা, ঈমান তো মৌলিক কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় না বরং ঈমান তো ঐ বিপ্লবাত্মক বাস্তবতা যে, যখন এর শিকড় মানুষের অন্তরের জমিনে মজবুতভাবে প্রোথিত হয়, তখন আমল চরিত্রের এমন এক বৃক্ষের জন্ম দেয় যার শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে মানুষের গোটা জীবনের ওপর ছাড়া ফেলে, এবং এর সুমিষ্ট ফলরাজি দ্বারা সার্বিকভাবে সব সময় গোটা সমাজ উপকৃত হতে থাকে।

এমতাবস্থায় কারো ঈমানের যথার্থতা কিসের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যাবে যার ঈমান বৃক্ষের দু'চারটি শাখা, জীবন ও সমাজের ওপর ছায়া ফেলেনি?

বস্তুত কাফের মুশরিকদের কুফরী জিন্দেগীর বুনিয়াদী খারাপী হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে ঐ নামাজ থাকে না যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে ও আল্লাহর সার্থক বান্দায় পরিণত করে। এই ভাবে তাদের জিন্দেগীতে জাকাতও থাকে না যা মানুষের মনে খোদার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতঃ খোদার বান্দাদের অধিকার ও দাবী পূরণের অনুভূতি জন্মায়।

ইসলামে ক্ষমতা গ্রহণের মৌলিক উদ্দেশ্য নামাজ কায়েম করা

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ ۝

–আল হাজ্জ, ৪১ আয়াত

"মু'মিনরা সেই লোক যে, তাদেরকে আমি যদি জমিনে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামাজ কায়েম করবে, জাকাত দেবে।"

সমাজে নামাজ ও জাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই যে ইসলামী ক্ষমতার মূল উদ্দেশ্য এ আয়াতে তা অতি পরিস্কার ভাবে ব্যক্ত করেছে। আর নামাজ ও জাকাত ব্যবস্থা চালূ হাবার তাৎপর্য এছাড়া আর কি যে, খোদার বান্দারা খোদাকে চিনে তাঁর বন্দেগীতে সদা তৎপর থাকবে, তাকওয়া, নেক কাজ ও খোদাপরস্তীতে অভ্যস্ত হবে, এবং দুনিয়া পূজার মতো জঘন্য অপতৎপরতা হতে পাক-পবিত্র হয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সচেতনতার ব্যাপক বিকাশ ঘটাবে।

নাম মাত্র মুসলমান জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে অন্য জাতিকে শাসন করার নাম ইসলামী ক্ষমতা নয়, বরং পূর্ণাংগ ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অপর নাম ইসলামী ক্ষমতা। যেখানে হুকুম দেবার অধিকার হবে একমাত্র আল্লাহর, তাঁরই আইন সর্বক্ষেত্রে চালূ হবে, শাসক শাসিত উভয়েই কেবল আল্লাহর হুকুম পালন করবে এবং তাঁর আইন-কানুনের সার্বিক অনুসরণ করবে।

এখানে শাসক গোষ্ঠী নিজেদের জারি করা আইন বিধানের কেবল মামুলী অনুসরণই করবে না বরং সে আইন পালনের ব্যাপারে তারা এমন পূর্ণাংগ নমুনা পেশ করবে, যাতে অন্যদের মধ্যে ঐ আইন পালনের সার্থক প্রেরণার সৃষ্টি হয়।

এক কথায় সেখানে সরকারী সমস্ত ক্ষমতা নামাজ কায়েম ও সমাজে জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ব্যয়িত হবে।

নামাজ আল্লাহর সাহায্য লাভের মাধ্যম

وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَ قَالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ ۝

–আল মায়েদা, ১২ আয়াত

"আল্লাহ বনী ইসরাইলের নিকট হতে বন্দেগীর পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বার জন নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের সংগেই রয়েছি যদি তোমরা নামাজ কায়েম রাখ ও জাকাত দাও।"

নবী ইসরাইলদের বারটি গোত্র ছিলো। আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক গোত্রের জন্য স্ব-স্ব গোত্র হতে একজন করে নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। নকীবের কাজ ছিলো নিজ গোত্রের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা। এবং গোত্রের লোকদেরকে অধর্মীয় কার্যকলাপ ও অসামাজিকতা থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালানো। আর বনী ইসরাইলদের কর্তব্য ছিলো এই নকীবদের অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহ সাথে কৃত ওয়াদা পুরাপুরিভাবে প্রতিপালন করা। আল্লাহ তাদেরকে পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন যে, আমার সাহায্য সহযোগীতা তোমাদের প্রতি তোমাদের নামাজ কায়েম রাখা অবধি অবশ্যই বলবৎ থাকবে।

নবী (দঃ) এর এরশাদ রয়েছেঃ "যে ব্যক্তি জেনে বুঝে ফরজ নামাজ পড়া ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তায়ালার তার সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।"

নামাজ আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস

يٰأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ إِلاَّ قَلِيْلاً ۝ نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً ۝ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيْلاً ۝ إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً ۝

–আল মুজ্জাম্মিল, ১-৫ আয়াত

"হে কম্বল আচ্ছাদনকারী। রাত্রিকালে সালাতে দন্ডায়মান হয়ে থাকো। কিন্তু কম, অর্ধেক রাত্রি কিংবা তা হতে কিছুটা কম করে লও, অথবা তা হতে কিছু বেশী বৃদ্ধি করো। আর কুরআন থেমে থেমে পড়ো। আমি তোমার ওপর এক দুর্বহ ফরমান পালনের দায়িত্ব অর্পন করবো।"

"ভারী ফরমান পালনের দায়িত্ব" বলে আয়াতে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই জিম্মাদারী প্রতিপালন দুনিয়ার সমস্ত দায়িত্ব পালনের চেয়ে ভারী এবং কঠিন। মহান আল্লাহর খাছ সাহায্য সহযোগীতা ছাড়া এই গুরু দায়িত্ব যথাযথ প্রতিপালন করা করো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গভীর রাতে একাকী আল্লাহর সামনে দাড়িয়ে বিনয় নম্রতা সহকারে পবিত্র কুরআন তোলাওয়াতের মাধ্যমে নামাজ আদায় করাই এর জন্য শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র উপায়। এতেই মানুষের মধ্যে ঐ রুহানী শক্তির সৃষ্টি হতে পারে যাতে সে সকল বাতিল শক্তির মোকাবেলায় দৃঢ়পদে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে পারে এবং সর্বপ্রকার নাজুক ও সংগীন মুহূর্তেও দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথাযথ আনজাম দিতে পারে।

নামাজ ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার উৎসমূল

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا ج إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ وَلاَ تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ ○ وَ أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ج إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ج ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ○ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَيُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

-হুদ, ১১২-১১৫ আয়াত

"হে মুহাম্মদ, তুমি ও তোমার সাথীরা, যারা কুফরী ও বিদ্রোহ থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে ফিরে এসেছে সত্য ও সঠিক পথে অবিচল থাকো যেমন তোমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে এবং বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করোনা। তোমরা যা

কিছু করছো তার ওপর তোমাদের রব দৃষ্টি রাখেন। এ জালেমদের দিকে মোটেই ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের গ্রাসে পরিণত হবে এবং তোমরা এমন কোনো পৃষ্ঠপোষক পাবে না যে আল্লাহর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারে আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছুবে না।

আর দেখো, নামাজ কায়েম করো দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত করার পর। আসলে সৎ কাজ অসৎ কাজকে দূর করে দেয়। এটি একটি স্মারক, তাদের জন্য যারা আল্লাহকে স্মরণ রাখে। আর সবর করো, কারন আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করেন না।"

সূরায়ে হুদ মুসলমানদের মক্কার জিন্দেগীর শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ সুরা সমূহের একটি। এ সময়টা মুসলমানদের জীবনে চরম পরীক্ষার সময় ছিলো। মুসলমানরা এ সময় নিদারুন অসহায় অবস্থায় জুলূম-নির্যাতন ভোগ করছিল। মক্কার কাফের মূশরিকরা এই হকপন্থী লোকদের ওপর মক্কার বিস্তীর্ণ এলাকা সংকীর্ণ করে রেখেছিলো।

এই অসহায়ত্ব ও জুলুমের নাজুক অবস্থায় আল্লাহ মুসলমানদের হেদায়াত প্রদান করেন যে, দেখো, তোমরা যে সত্য দ্বীন গ্রহণ করেছো, তা ঐ আল্লাহর দ্বীন, যার কর্তৃত্বে নিখিল জাহানের সব কিছুই রয়েছে। যিনি সকল শক্তির উৎস। তোমরা সেই শক্তিধর মহান আল্লাহর অনুগত সিপাহী। দেখো, ঐ জালেমদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ঘাবড়ে গিয়ে মুছলিহাতের খাতিরে কোনো সমঝোতার জন্য তাদের প্রতি ঝুঁকবে না। অন্যথায় মনে রেখো, তোমাদের কঠোর নীতিধর আল্লাহর আঘাত হতে তোমাদের রক্ষা করার কেউ নেই। এই আল্লাহ-ই তোমাদের সাহায্যকারী, মদদগার ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি তোমাদের প্রকৃত বন্ধু ও ব্যবস্থাপক। একমাত্র তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। তাঁর প্রেরিত দ্বীনে হকের ওপর একাগ্রচিত্তে মজবুত হয়ে থাকো। তাঁরই কাছে ধৈর্য ও দৃঢ়তার জন্যে দোয়া করো। তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করো। সম্পর্ক তার সাথেই মজবুতভাবে গড়ে তোলো।

বস্তুত দ্বীনে হকের অনুসরণই উভয় জাহানের কল্যাণের নিশ্চয়তা। অবশ্য এপথ নানা ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ও পরীক্ষার দূর্গম পথ। কিন্তু আল্লাহর অনুগত ধৈর্যশীল বান্দারা পথের এই দুর্গমতা দেখে কখনো হক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নেয় না। তাই তোমরা পথের এসব নাজুক অবস্থা ও কাঠিন্য বরদাশত করার শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম করো। এই নামাজই ধৈর্য ও দৃঢ়তা সঞ্চয়ের

উৎস। এর মাধ্যমেই বান্দার মধ্যে ঐ শক্তি অর্জিত হয় যা তাকে বিরোধীতার তীব্র ঝড় ঝঞ্ঝায় পাহাড়ের মতো অনড় অটল করে রাখে।

অতএব তোমরা সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে যাও তোমাদের মধ্যে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনের ঐ অসীম শক্তি সঞ্চিত হয়ে যায়। ফলে কঠিনতম অবস্থায়ও তোমরা অনড় অটল থাকতে পারো।

নামাজ সত্যানুসন্ধি বানায়

إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ○

–আল ফাতির, ১৮ আয়াত

"হে নবী, তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পারো যারা তাদের, রবকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে।"

খোদাভীতি ও নামাজ প্রতিষ্ঠার বদৌলতেই মানুষের মধ্যে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তাকে সত্যানুসন্ধী বানায় এবং দৃষ্টিভংগীতে স্বচ্ছতা আনে।

নামাজ শরীয়াত পালনের নিশ্চয়তা দেয়

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○ إِلاَّ عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

–আল মু'মিনুন, ১-৯ আয়াত

"নিশ্চিতই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা, যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা অনর্থক কাজ হতে দূরে থাকে। যারা জাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়। যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, নিজেদের স্ত্রীদের ছাড়া এবং সেই মেয়েলোকদের ছাড়া যারা তাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন হবে। এই ক্ষেত্রে হেফাজাত না করা হলে তারা ভৎসনাযোগ্য নয়। অবশ্য এদের চাড়া অন্য কিছু চাইলে তারাই সীমালংঘনকারী হবে। যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদা চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং নিজেদের নামাজসমূহের পূর্ণ হেফাজাত করে।"

এ আয়াতগুলিতে ঈমানদারদের কতগুলি মৌলিক গুন-বৈশিষ্ট ও সৌন্দর্যের কথা এক বিশেষ ক্রমিক ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমনঃ

০১. ঈমানদাররা নামাজে বিনয় অবলম্বন করেন।

০২. তারা অনর্থক কাজ হতে দূরে থাকেন।

০৩. তারা যাকাত পন্থায় কর্মতৎপর হন।

০৪. তারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজাত করেন।

০৫. তারা আমানত, ওয়াদা ও চুক্তি রক্ষা করেন।

০৬. এবং তারা নিজেদের নামাজ সমূহের পূর্ণ হেফাজাত করেন।

এই বর্ণনার ক্রমিক ধারার ওপর লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মুমিনদের সৌন্দর্য মন্ডিত বৈশিষ্টগুলির সর্ব প্রথমে ও সর্বশেষে নামাজকে রাখা হয়েছে। এর দ্বারা যেনো বোঝানো হয়েছে যে নামাজ মু'মিনদের জীবনে একটি বেষ্টনী বিশেষ, যে বেষ্টনীর মধ্যে তার যাবতীয় মৌলিক সৌন্দর্য সূরক্ষিত থাকে।

যদি কেউ এ নামাজ বেষ্টনীর পুরাপুরি হেফাজাত করতে পারে, তাহলে নামাজ তাকে পূরা দ্বীন ও শরিয়াত পালনের নিশ্চয়তা দেবে। এবং তাকে নেক আমলের যোগ্যতা দান করবে ও নেকের ওপর দৃঢ় থাকতে শক্তি যোগাবে।

সূরায়ে মায়ারিজের ২২ হবে ২৪ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাতে বলা হয়েছেঃ

❑ যে ব্যক্তি নামাজী হবে এবং পুরা পাবন্দীর সাথে নামাজ আদায় করতে থাকবে, আর যার ধন-সম্পদে প্রাথী-অপ্রার্থী অভাবগ্রস্থ জন্য অংশ নির্ধারিত আছে।

❑ যে শেষ বিচারের দিনের ওপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখে।

❑ যে আল্লাহর আযাবকে ভয় করে। বস্তুতঃ খোদার আযাব তো নির্ভয় হবার বিষয় নয়।

❑ যে নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজাত করে, নিজের স্ত্রীদের ছাড়া এবং ঐ মেয়েলোকদের ছাড়া যারা তার মালিকানাধীন। এদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে কোনো দোষ নেই। অবশ্য এদের ছাড়া অন্য মহিলাদের সাথে সম্পর্ক গড়তে চাইলে আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সীমানা লংঘন করা হবে।

❑ যে নিজের চুক্তি রক্ষা করে।

❑ যে নিজের সাক্ষ্যর ওপর অটল থাকে।

❑ যে নামাজের হেফাজাত করে।

এখানেও সূরা মু'মিনের অপরূপ বর্ণনা ভংগী পেশ করা হয়েছে। বস্তুত মু'মিন জীবনের যাবতীয় সৌন্দর্যের মধ্যে মৌলিক হচ্ছে তার নামাজী হওয়া। তার সৌন্দর্যের শুরুও এখান থেকে এবং শেষও এখানে এসে। এ নামাজের হেফাজাতের ওপর তার পূরা শরীয়াতের পরধি নির্ভরশীল। নামাজে গাফেল ব্যক্তি পূরা শরীয়াতের কিছুতেই অনুসরণ করতে পারে না। এই তত্ত্ব সূরায়ে বাকারাতে পাওয়া যায়ঃ

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ ۝

"হে ঈমানদারেরা, ধৈর্য্য ও নামাজ দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করো।"

এর পরে মহাসত্যের জন্য কুরবানী, হালাল, হারাম, রোজা-হজ্জ, জিহাদ, তালাক ও ইদ্দত সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিধান বর্ণনা করার পর বলা হয়েছেঃ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

—আল বাকারা, ২৩৮ আয়াত

“তোমরা নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবে বিশেষ করে সুন্দরতম নামাজের এবং বিনয় নম্রতা সহকারে আল্লাহর সামনে দাড়াবে।”

পবিত্র কুরআনের এরূপ বিশেষ বর্ণনা ভংগীর তাৎপর্য হচ্ছে যে, হালাল-হারামের মাছায়েল হোক কিংবা অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগী হোক, হাজ্জ-জিহাদের বিষয়াদি হোক কিংবা পারিবারিক, সামাজিক বিধি-বিধান হোক, এসব ক্ষেত্রে যথাযথ আল্লাহর আনুগত্য করা ও শরীয়াতের পুরাপুরি পাবন্দী মানুষের ঠিক তখনি হতে পারে যখন তার নামাজের পুরাপুরি হেফাজাত হবে। বস্তুতঃ নামাজের অবস্থিতির ওপর পুরা শরীয়াতের অবস্থিতি নির্ভরশীল। আর নামাজে গাফলতি পুরা শরীয়াতের ব্যাপারে অনীহার বহিঃপ্রকাশ।

এ তত্ত্ব হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, “নামাজ দ্বীনের খুটি বিশেষ, যে এ খুটিকে কায়েম করলো সে পুরা দ্বীনকেই কায়েম রাখলো, আর যে এ খুটিকে ঠিক রাখলো না, সে পুরা দ্বীনকেই পরিহার করলো।”

নামাজ অপকর্মের প্রতিবন্ধক

اُتْلُ مَـــا اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ○

–আল আনকাবুত, ৪৫ আয়াত

“হে নবী, এ কিতাব তেলাওয়াত করো, যা ওহীর সাহায্যে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে। আর নামাজ কায়েম করো। নিঃসন্দেহে নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। আর আল্লাহর জিকির তা হতেও অধিক বড়ো জিনিস।”

নামাজ যে সব রকমের অশ্লীল ও অপকর্ম হতে মানুষকে বিরত রাখে, নামাজের মূল তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অতি সহজেই তা বুঝা যায়।

মূলতঃ নামাজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিকের সব অনুষ্ঠানের মধ্যে আল্লাহর মালিক-মনিব হবার বাস্তব স্বীকৃতি ও এর জন্য বান্দার সর্বাত্মক শুকরিয়া জ্ঞাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর প্রতিটি অনুষ্ঠানে বান্দা আপন মনে এ চিন্তা-চেতনা বার বার বদ্ধমূল করে তোলে যে, একদিন তার আল্লাহর নিকটে ফিরে যেতে হবে,

তার দেহ-মন-তনু দ্বারা ব্যক্ত করে যে, সে আল্লাহরই বান্দা এবং তারই মরজী মতো চলাই তার আসল কাজ।

চিন্তা করুন, যে বান্দা দিনে রাতে পাঁচ বার করে এভাবে আল্লাহর সামনে একাগ্রচিত্তে দাঁড়িয়ে মন মগজে এই তত্ত্ব বদ্ধমূল করে নেয় এবং মুখে উচ্চারণ করে যে, হে খোদা, তুমিই আমার মালিক, মনিব ও প্রভু। আমার সব আমল তোমার নিকট স্পষ্ট, আমাকে একদিন অবশ্যই তোমার নিকট ফিরে যেতে হবে ঐ দিনের প্রকৃতি মালিক একমাত্র তুমিই। অতঃপর রাতের অন্ধকারে সে বার বার ওয়াদা করে যে, হে আল্লাহ্! তোমার নাফরমান বদকারদের সাথে আমি কোনো সম্পর্ক রাখবো না। বস্তুত এ ধরনের লোকেরা সব রকমের অশ্লীল অপকর্ম হতে রক্ষা পাবে না তো কে পাবে?

প্রকৃতপক্ষে নামাজ নিজ বৈশিষ্ট গুণেই নামাজীকে সব অপতৎপরতা হতে বিরত রাখে। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি নামাজ পড়া সত্ত্বেও অপতৎপরতা থেকে রক্ষা না পায়, তাহলে মনে করতে হবে তার নামাজ মূলতঃ নামাজই নয়। তা অশ্লীলতা রক্ষাকারী খাটি নামাজ নয়। বস্তুত কুরিপুর-অনুসারী ব্যক্তি নামাজকে নষ্ট করে থাকে। নবী (দঃ) এর ইরশাদ রয়েছেঃ

"যার নামাজ পাপ কাজ হতে বিরত রাখে না তার নামাজ মূলতঃ নামাজই নয়।"

কার্যত মানুষের জীবন এক মাপকাঠী বিশেষ, যার সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়, কার নামাজ খাঁটি নামাজ। অনুরূপ নামাজও জীবনের এক মাপকাঠী, যদ্বারা সহজেই জানা যায় নামাজীর জীবন কিরূপ হওয়া উচিৎ।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বলেছেনঃ

"যদি কেউ জানতে চায় যে তার নামাজ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে কি না, তাহলে তার লক্ষ্য করা উচিৎ যে, নামাজ তাকে অশ্লীল অপকর্ম থেকে কতখানি বিরত রাখতে পেরেছে। যদি দেখা যায় নামাজের ফলে সে পাপ হতে পবিত্র থাকতে সক্ষম হয়েছে তাহলে তার নামাজ কবুল হয়েছে বুঝতে হবে।" –(রুহুর মায়ানী)

মুনাফিকদের নামাজের স্বরূপ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ ج وَ اِذَا

قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ ط وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً ۝

–আন নিসা, ১৪২-১৪৩ আয়াত

"এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহর তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন। তারা যখন নামাজের জন্য উঠে, আড় মোড়া ভাংতে ভাংতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখাবার জন্য উঠে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। কুফর ও ঈমানের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, না পুরাপুরি এ দিকে না পুরাপুরি ওদিকে। যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন তার জন্য তুমি কোনো পথ পেতে পারো না।"

বলা বাহুল্য, যার অন্তর আল্লাহর দিকে ঝোঁকানো নয়, তার দেহ কেমন করে আল্লাহর সামনে ঝুঁকতে পারে? মুনাফিকরা তো কুফর ও ঈমানের মধ্যবর্তী সীমা রেখার ওপর দন্ডায়মান। তাদের নামাজ মূলতঃ নামাজই নয়। এরা নামাজের জন্য উঠলেও নেহায়েত অবজ্ঞা ভরে উঠে। তাদের নামাজই বলে দেয় যে, তাদের নামাজ আন্তরিকতাপূর্ণ নয়। বরং দায়সারা নামাজ। নামাজকে এরা এক ভারী বোঝা মনে করে। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখা থাকে না। বরং আল্লাহকে ধোঁকা দেবার জন্য তা লোক দেখানো নামাজ। তাদের নামাজ আল্লাহর স্মরণ থেকে মুক্ত, অথচ নামাজ স্বতঃই আল্লাহর স্মরণের এক পরিপূর্ণ কাঠামো। এসব কারণে মুনাফিকদের জিন্দেগী নামাজের যাবতীয় সুফল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে।

নামাজ না পড়ার ভয়াবহ পরিনাম

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝ فِىْ جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ ۝ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝

–আল মুদ্দাসসির, ৩৮- ৪৩ আয়াত

"প্রত্যেকটি মানুষ নিজের আমলের ফাঁদে বন্দী। দক্ষিণ বাহু ওয়ালা লোকদের

ব্যতীত। এরা জান্নাত সমূহে থাকবে। সেখানে তারা অপরাধী লোকদের নিকট জিজ্ঞেস করবেঃ কোন জিনিসটি তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে গেছে? তারা বলবেঃ আমরা নামাজ আদায় করা লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম না।"

হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আমলের ফাঁদে বন্দী হয়ে পড়ে থাকবে। কেবল নেককার লোকেরা মুক্ত অবস্থায় ইজ্জতের সাথে সেখানে অবস্থা করতে পারবে। কারণ তাদের আমলনামা ডান হাতে থাকবে। তারা অপরাধী লোকদেরকে তাদের দূরাবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করবে। জবাবে অপরাধীরা বলবে যে, আমরা দুনিয়ায় নামাজ পড়িনি বলে আজ আমরা এই ভয়াবহ পরিণতির শিকার হয়েছি।

একবার নবী (দঃ) নামাজের গুরুত্ব বলতে গিয়ে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত সুষ্ঠুভাবে নামাজ পড়বে, কিয়ামতের দিন ঐ নামাজ তার জন্য নূর হিসেবে প্রকাশ পাবে ও তার ঈমানের জন্য দলীল হবে এবং নাজাতের ওছীলা হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজ যথা নিয়মে পড়বে না তার জন্য ঐ নামাজ না নূর হবে -আর না ঈমানের দলিল হবে। আর তাকে আল্লাহর আযাব হতেও বাঁচাতে পারবে না। এই ধরনের লোকেরা কিয়ামতের দিন কারুন, ফেরাউন, হামাম ও উবায় বিন খলফের সংগী সাথী হয়ে থাকবে।

হাশর ময়দানে চরম অবমাননা

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط وَ قَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَ هُمْ سَالِمُوْنَ ۝

–আল কলম, ৪২-৪৩ আয়াত

"যে দিন কঠিন সময় উপস্থিত হবে এবং লোকদেরকে সিজদাহ দেবার জন্য ডাকা হবে, তখনো এরা সিজদাহ করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি নীচু হবে, লাঞ্ছনা-অপমান তাদের ওপর চেপে বসবে। এরা যখন সুস্থ, নিরাপদ ছিলো তখনো তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হয়েছিলো (কিন্তু তারা অস্বীকার করছিল)"

আল্লাহ্ মাফ করুন, হাশরের ময়দানে কী রকম অবমানাকর অবস্থা হবে যে আদম (আঃ) হতে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সামনে নামাজ না পড়ার কারনে মহান আল্লাহকে সিজদাহ করার হুকুম পেয়ে সিজদাহ্ অবনত হতে পারবে না।

বিভ্রান্তি ও অবনতির মূল কারণ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○

–মরিয়াম, ৫৯ আয়াত

"পরন্ত তাদের ওপর সেই অযোগ্য অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা নামাজকে বিনষ্ট করলো। এবং লালসা-বাসনার অনুসরণ করলো, অতএব সেদিন নিকটেই যখন তারা গুমরাহীর পরিনামের সম্মুখীন হবে।"

নামাজই বান্দাকে আল্লাহর সাথে গভীরভাবে জুড়ে দেয়। এবং তাকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর বন্দেগীর ওপর সুদৃঢ় রাখে। এ নামাজকে বাদ দিলে মানুষ ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্ ভীতির পরিবর্তে কুরিপুর পূজায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এতে সে দুনিয়ার জীবনেও অধঃপতনের গভীর খাদে পড়ে হাতড়াতে থাকে এবং আখেরাতেও চরম দুরাবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে।

তাহাজ্জুদ নামাজ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ○

–বানী ইসরাইল, ৭৯ আয়াত

"হে নবী, রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ো। ইহা অতিরিক্ত ফজিলত প্রাপ্তির উপায়।"

তাহাজ্জুদ মানে, ঘুম ভেংগে উঠে পড়া। অর্থাৎ রাতে কিছু সময় ঘুমোবার পর উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ো। তোমার জন্য অতিরিক্ত নামাজ ফরজ নয় বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাদে এ নামাজ।

তাহাজ্জুদ মুত্তাকীদের জন্য বাড়তি সৌন্দর্য

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ۝ اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ج إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝ كَانُوْا قَلِيْلاً مِنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝ وَ بِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

–আজ জারিয়াত, ১৫-১৮ আয়াত

"অবশ্য মুত্তকী লোকেরা কিয়ামতের দিন বাগ-বগিচায় ও ঝর্ণাধারা সমূহের পরিবেষ্টনে অবস্থান করবে। তাদের রব তাদেরকে যা কিছু দেবেন তা সানন্দে সোৎসাহে গ্রহণের নিয়ত থাকবে। তারা সেই দিনটির আগমনের পূর্বে সদাচারী ও ন্যায় নিষ্ঠ ছিলো। তারা রাত্রিকালে খুব কম সময়ই শয়ন করতো। এবং তারাই রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।"

বদরের যুদ্ধে যে মু'মিনেরা বিজয়ী হলেন, তাদের গুণাগুন বর্ণনায়ও এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্য বর্ণিত আছে যে, তারা রাতের শেষ প্রহরে জেগে আল্লাহর সমীপে কেঁদে কেঁদে নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

–আল ইমরান, ১৭ আয়াত

"এরা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যনিষ্ঠ, অনুগত ও দানশীল এবং রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করে থাকে।"

তাহাজ্জুদ মহাসত্যের দিকে আহবানকারীর অপরিহার্য আমল

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝ نِّصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ۝ اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً ۝

–আল মুয্যাম্মিল, ১-৫ আয়াত

"হে চাদর আচ্ছাদনকারী, রাত্রিকালে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকো, কিন্তু কম, অর্ধেক রাত্রি কিংবা উহা হতে কিছুটা কম করে নাও। অথবা উহা হতে কিছু বেশী বৃদ্ধি করো। আর কুরআন থেমে থেমে পড়ো। আমি তোমার ওপর এক ভারী ফরমান পালনের দায়িত্ব বর্তাবো।"

"আয়াতে ভারী ফরমান পালনের দায়িত্ব" বলে মানুষকে মহাসত্যের দিকে ও তার পরিনতির ব্যাপারে সতর্ক করার সেই কঠিনতম জিম্মাদারীর কথা বোঝানো হয়েছে, যার নির্দেশ পূর্ববর্তী সূরা মুদ্দাসসিরের গুরুতে "কুম ফাআনজির" অর্থাৎ ওঠো এবং মানুষকে কুফর ও শিরিকির খারাপ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করো। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে কুফর ও শিরিকের নিকষ অন্ধকার পরিবেশে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য সাহসী ও পরিশ্রমী লোকের প্রয়োজন। এর জন্য অনড় অটল দৃঢ় ঈমানী শক্তির প্রয়োজন। গভীর রাতে একাকী সেজদাবনত হয়ে সেই মহাশক্তির মালিক আল্লাহরই অফুরন্ত ভান্ডার হতে এ শক্তি ও দৃঢ়তা লাভের কামনা করা অপরিহার্য কর্তব্য।

নফলের মর্যাদা

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ٥

–আল ফুরকান, ৬৪ আয়াত

"আল্লাহর আসল বান্দা তারা, যারা নিজেদের রবের হুকুমে সিজদাহ করে ও দাঁড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে।"

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ٥

–আসসিজদাহ, ১৬ আয়াত

"ঈমান আনে তারা যাদের পিঠ বিছানা হতে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের খোদাকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে।"

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَحْذَرُ الْأٰخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۝

—আজ জুমার, ১৯ আয়াত

"সেই ব্যক্তির নীতি আচরণ কি কোনো মুশরীকের ন্যায় হতে পারে যে আদেশানুগামী, রাতের সময়গুলিতে দাড়িয়ে থাকে ও সিজদাহ করে, পারকালকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা পোষণ করে?"

নেককারদের রাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে রুকু সিজদাহ ও কিয়ামের অবস্থায় অতিবাহিত হয়, এক কথায় সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকে, তাকে ভয় করে ও তাঁর রহমতের আশা পোষণ করে।

তাহাজ্জুদের তাৎপর্য

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّ اَقْوَمُ قِيْلاً ۝

—আল মুজ্জাম্মিল, ৬ আয়াত

"প্রকৃতপক্ষে রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে ওঠা-আত্ম সংযমের জন্য খুব বেশী কার্যকর। এবং কুরআন যথাযথভাবে পড়ার জন্য যথার্থ।"

রাতের শেষ প্রহরে গভীর সুখ নিদ্রা হতে কারো জাগরিত হওয়া এক কঠোর সংযম সাধনা ও অসাধারণ ত্যাগ। তাহাজ্জুদ নাফসের কু-প্রবৃত্তি দমন করে তাকে আয়ত্বে রেখে মানুষের রুহানী শক্তি বৃদ্ধির শক্তি বৃদ্ধির জন্য এক মোক্ষম প্রক্রিয়া। কিছু সময় নিদ্রায় কাটানোর ফলে মানুষের শরীরেও অবসাদভাব দেখা দেয়। প্রশান্তি ও একাগ্রতার জন্যও তার মন আনচান করে। এমতাবস্থায় জাগ্রত ব্যক্তি সব দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সুখকর ঘুম কুরবানী করে থাকে এবং সকল দিক হতে সম্পর্ক পরিহার করে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের তীব্র আশা নিয়ে সিজদাবনত হয়ে যে মুনাজাতই পেশ করে তা অন্তরের গহীন হতে যথাযথভাবে প্রকাশ পায়। এ সময়ের সকল সিজদাই সম্পূর্ণ নির্ভেজাল হয়ে থাকে।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْٓا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ج ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥

—আল জুমুয়া, ৯ আয়াত

"হে ঈমানদারেরা, জুমুয়ার দিনে যখন নামাজের জন্য ঘোষণা দেয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং কেনা-বেচা পরিত্যাগ করো, ইহা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জান।"

জুমুয়ার নামাজের আযান শুনা মাত্রই সব রকমের কর্মব্যস্ততা ও তৎপরতা পরিত্যাগ করে সোজা নামাজের জন্য রওয়ানা হও। আযান শোনার পর কোনো রকম কেনা-বেচা কাজ লেগে থাকা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এই কিছু সময়ের কারবারের লাভ উপকার হতে আল্লাহর স্মরণের কাজ ও তার উপকারিতা অনেক অনেক বেশী।

কছর নামাজ

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ٥

—আস নিসা, ১০১ আয়াত

"আর যখন তোমরা সফরে বের হও, তখন নামাজ সংক্ষেপ করে নিলে কোনো দোষ নেই।"

চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ দু'রাকাত করে পড়াকে সংক্ষেপে কছর বলে [১]। কিন্তু এ হুকুম নিরাপত্তাপূর্ণ সফরের বেলায় প্রযোজ্য। যুদ্ধাবস্থার সফরে কছরের পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হয়, যা যুদ্ধের অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারন করা হয়।

টিকা ঃ (১) কতিপয় ইমামের নিকট কছরের এ হুকুম ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ মুসাফির চাইলে এ অনুমতি থেকে ফায়দা নিতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে পুরা নামাজও পড়তে পারে। এই ইমামগণ কুরআনের ভাষা থেকে এ অর্থই বুঝেছেন। কিন্তু হাদীসের মধ্যে জানা যায় যে, রাসূল (সাঃ) সব সফরেই কছর করেছেন। তার ইরশাদ রয়েছে ঃ "কছরের অনুমতি আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর পুরস্কারটি গ্রহণ করো।"

وَ إِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ○

–আন নিসা, ১০২ আয়াত

"হে নবী, যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং যুদ্ধাবস্থায় তাদেরকে নামাজ পড়াবার জন্য দাঁড়াও তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার সাথে দাড়িয়ে যাওয়া উচিৎ এবং তারা অস্ত্রশস্ত্র সংগে নেবে। তারপর তারা সিজদাহ করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি যারা এখনো নামাজ পড়েনি তারা এসে তোমার সাথে নামাজ পড়বে। আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্র শস্ত্র বহন করবে। কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমরা নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র ও জিনিসপত্রের দিক থেকে সামান্য গাফেল হলেই তারা তোমাদের ওপর আকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়বে।"

ফৌজ যখন যুদ্ধের ময়দানে যে কোনো মুহূর্তে কাফেরদের অকস্মাৎ হামলার ভয়ে বিহবল অথচ যুদ্ধ বাস্তবে চলে না তখনকার সময় এ ধরনের ভীতিকর সময়ের নামাজ পড়ার হুকুম [১]।

বৃষ্টি এবং অসুস্থাবস্থায় অস্ত্র রেখে নামাজ পড়ার সুযোগ প্রদান

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ

টিকা ঃ (১) ভয়কালীন নামাজ পড়ার কয়েকটি পদ্ধতি আছে। বিস্তারিত জানতে হলে হাদীস ও ফিকার কিতাব পড়ে জানতে হবে।

مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوْا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ٥

—আন নিসা, ১০২ আয়াত

"যদি তোমরা বৃষ্টির কারনে কষ্ট অনুভব করো অথবা অসুস্থ থাকো। তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফেরদেরকে জন্য লাঞ্ছনাকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।"

ভীতিকর সময়ে আরোহী বা পদচারীর নামাজ

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأذْكُرُوْا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ٥

—আল বাকারা, ২৩৯ আয়াত

"যদি তোমরা ভীত অবস্থায় থাকো তখন আরোহী বা পদচারী অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামাজ পড়ে নাও। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।"

নামাজের আদব

যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ওপর নিগুঢ়ভাবে লক্ষ্য রেখে নামাজ আদায় করলে নামাজ কায়েমের দাবী পূরণ হয়; নামাজ স্বার্থক নামাজে পরিনত হয় এবং পবিত্র কুরআনে যে নামাজের দাবী করে আর যে নামাজের বরকত ও মহিমায় নামাজীর দুনিয়া ও আখেরাতে সার্বিক কল্যাণ ও সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধান হয়, সে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে এক কথায় নামাজের আদব বলে।[১]

০১. আল্লাহর স্মরণ

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ○

—আল আ'লা, ১৫ আয়াত

"সে সফলকাম হয়েছে যে নিজের রবের নাম স্মরণ করেছে তারপর নামাজ পড়েছে।"

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ○

—ত্বাহা, ১৪ আয়াত

"আমার স্মরণের জন্য নামাজ কায়েম করো।"

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

—আল বাকারা, ১৫২-১৫৩ আয়াত

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমিও তোমাদের স্মরণে রাখবো। এবং আমার

টিকা ঃ (১) এখানে 'আদব' শব্দটি ফেকাহ্ শাস্ত্রের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো অকৃতজ্ঞ হয়োনা, হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।"

বলাবাহুল্য, খোদার স্মরণেই বান্দার আসল পুঁজি এবং দ্বীনের আসল সার নির্যাস। আর কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে যে, যদি তুমি তোমার খোদার নাম নিতে চাও ও তাঁর স্মরণ তোমার একান্ত কাম্য হয়, তাহলে নামাজ কায়েম করো। বাস্তব নামাজই খোদাকে স্মরণ করার উন্নততর উত্তম পদ্ধতি কেননা, ইহা সেই মহান সত্ত্বারই নিজস্ব প্রবর্তিত পদ্ধতি যার স্মরণ তোমার কাম্য।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

–আসসিজাদাহ, ১৫ আয়াত

"আমার আয়াত সমূহের এর প্রতি তো সেই লোকেরা ঈমান আনে যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা সিজদাবনত হয় ও নিজেদের খোদার হামদ সহকারে তার তাছবীহ করে এবং অহংকার করে না।"

খাঁটি ঈমানদারদের নামাজ সচেতনভাবে আদায় হয়। এরা খোদাকে স্মরণে রেখে রুকু সিজদাহ করে। হামদ ও তাসবীহ এর দোয়া উচ্চারণ করে খোদাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে। ফলে গোটা নামাজই খোদার স্মরণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই ধরনের নামাজই মানুষকে সার্বিক সৌভাগ্য লাভে ধন্য করে। পক্ষান্তরে যে নামাজ হয় খোদার স্মরণ মুক্ত, তা মানুষের ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হয়ে যায়।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ۝

–আলমাউন, ৪-৬ আয়াত

"তারপর সেই নামাজীদের জন্য ধ্বংস, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করে, যারা লোক দেখানো কাজ করে।"

তাদের নামাজে খোদার স্মরণ ও জিকির থাকে না। বস্তুত খোদার স্মরণ মুক্ত নামাজ নামাজই নয়। মু'মিন ব্যক্তি নামাজ পড়ে খোদাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে। আর মুনাফিকরা নামাজ পড়ে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। তাদের অন্তর খোদার স্মরণ থেকে গাফেল থাকে।

وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلاَّ قَلِيْلاً ٥

–আননিসা, ১৪২ আয়াত

"মুনাফিকরা (তাদের নামাজে) আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।"

০২. আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন

وَ أَقِيْمُوْا وَجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ٥

–আল আরাফ, ২৯ আয়াত

"আল্লাহর হুকুম তো এই যে, প্রতিটি নামাজে স্বীয় লক্ষ্য ঠিক রাখবে। তাঁকেই ডাকো, স্বীয় দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁর জন্য খালেছ ও নিষ্ঠাপূর্ণ করো।"

নামাজ তো ঐ সময় প্রকৃত নামাজ হয়, যখন তার আদায়কারীর মূল লক্ষ্য আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তাঁর মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-মনোযোগ সবই পুরোপুরি খোদার দিকে নিয়োজিত হয়, এবং সব কথা খালেছভাবে অন্তরের গহীন হতে বের হয়।

وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ٥ اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ الصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ ٥

–আলহাজ্জ, ৩৪-৩৫ আয়াত

"হে নবী, সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে, যাদের

অবস্থা এইরূপ যে, খোদার নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। যে বিপদই তাদের ওপর আপতিত হয়, সেজন্য সবর করে, নামাজ কায়েম করে।"

এরা আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবিলায় নিজেদের যাবতীয় ইচ্ছা বাসনাকে বিলীন করে দিয়েছে। ধরা পৃষ্ঠের মতো বিনয় নম্রতায় তারা ন্যূব্জ হয়ে গেছে এবং নিজেদের স্বকীয়তা ও যাবতীয় যোগ্যতা সহকারে আল্লাহর সামনে নত হয়ে রয়েছে। এ সমুদয় অবস্থা বহাল রেখে তারা নামাজ কায়েম করে।

সূরায়ে রুমের ৩১ আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ রয়েছেঃ তোমরা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হয়ে থাক। তাঁকে ভয় করো। আর নামাজ কায়েম কর।

০৩. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন

فَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ٥

—আলহাজ্জ, ৭৮ আয়াত

"নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও, এবং আল্লাহর সাথে শক্তভাবে সম্পর্ক স্থাপন করো।"

সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহকে আপন ভরসাস্থান মনে করো, তাঁর সাথে এমন ভাবে সম্পর্ক করো, যেন তিনিই তোমার সব কিছু হয়। তারই কাছে সাহায্য চাও, তাকেই ভয় করো, তাঁকেই ভালবাসো, সব আশা-আকাংখার আবেদন তাঁরই কাছে পেশ করো, শেষ সম্বল একমাত্র তাঁকেই মনে করো, তার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করো, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের একমাত্র মাকছুদ করে নাও।

০৪. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ٥

—আল আলাক

"তুমি সিজদাহ করো এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো।"

নামাজ বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নামাজ ছাড়া অন্য কোনো আমল বান্দাকে আল্লাহর এতো নিকটবর্তী করতে পারে না। নামাজীর মনে এই

নৈকট্যের অনুভূতি জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। তার জীবন যেন এ নৈকট্যের সাক্ষী পেশ করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "বান্দা আল্লাহকে সিজদাহ করা কালীন সব চেয়ে বেশী আল্লাহ নিকটবর্তী হয়।" (মুসলীম)।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে তখন সে মূলত আল্লাহর কাছে মুনাজাত করে।" (বুখারী)

নামাজ থেকে অর্জিত এই মর্যাদার দুটি দাবী রয়েছে। একটি হচ্ছে, বান্দা যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তখন যেনো তার পুরা মন-মগজে এই অনুভূতি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, সে আল্লাহর ইবাদাত আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে আদায় করছে, অথবা আল্লাহ যে তাকে দেখছেন কমপক্ষে এ চেতনা বোধ পূর্ণভাবে বহাল থাকে।

আর দ্বিতীয় দাবী হচ্ছে যে, বান্দার পুরা জিন্দেগী যেন আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তব রূপকার হয়।

৫. খুশু

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

–আল মু'মীমুন, ১-২ আয়াত

"নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা, যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে।"

খুশু অর্থ নীচু হওয়া, ধ্বসে যাওয়া, বিনয় নম্রতায় ঝুঁকে পড়া। নামাজে খুশু অবলম্বন করার তাৎপর্য নামাজীর অন্তরে আল্লাহর শক্তিমত্তা ও প্রতাপের ভীতি সঞ্চারিত হওয়া, যদ্দরুন তার পৃষ্টদেশ স্বতঃই ঝুঁকে যায়।

বস্তুতঃ খুশু নামাজের প্রাণ। খুশু বিহীন নামাজ প্রাণশূন্য দেহ তুল্য।

খুশু এর আসল সম্পর্ক যদিও মানুষের অন্তরের সাথে, কিন্তু অন্তরে যখন কারো ভয়-ভীতি সঞ্চারিত হয় তখন উহার প্রভাব প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তার দেহের

ওপরও প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মানুষের অন্তরের মধ্যে এই খুশু অবস্থিতি তার মন মগজকে সব ধরনের কুপ্রবণতা হতে অবশ্যই পরিচ্ছন্ন রাখে। এবং দেহের ওপরেও এর দরুন এক ধরনের নমনীয়তা ও স্থিতি অবস্থা বিরাজ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়াতে উল্লেখিত "খাশেয়ুন" শব্দের তাফছীর "খায়েফুন" ভীত ও "ছাকেনুন" স্থীর শব্দ দ্বারা করেছেন।

এক হাদীসে এসেছেঃ "নামাজ দুই দুই রাকায়াত করে পড়া হয়। এবং প্রত্যেক দু'রাকায়াত অন্তরে অন্তরে তাশাহুদের দোয়া পড়ার ব্যবস্থা, এতে অন্তরে আল্লাহর ভয় বিনয় চেহরায় অসহায়ত্বের ভাব ছেয়ে থাকে, যে নামাজীর এসব হয় না তার নামাজ দায়সারা ছাড়া আর কি?"

০৬. শওক

وَاسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ج وَ إِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ٥ اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ٥

–আল বাকারা, ৪৫-৪৬ আয়াত

"তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। কিন্তু ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন ব্যাপার। তারাই বিনীত, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে অবশ্যই তাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে, এবং তাঁরই দিকে তাদের ফিরে যেতে হবে।"

যাদের অন্তরে আল্লাহমুখী ভাব ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণা বর্তমান নেই এবং একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এ বিশ্বাস যাদের দৃঢ় নয়, তাদের জন্য নামাজতো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাদের দিল বিনীতভাবে আল্লাহর দিকে সদা নিয়োজিত তাদের পক্ষে তো নামাজ হলো স্বস্তি প্রশান্তির আধার ও তাদের চক্ষু শীতলকারী অনুষ্ঠান বিশেষ। তারা তো এক ওয়াক্তের নামাজ আদায় করে পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান থাকে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ কিয়ামতের দিনে যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া হবে না সেদিন যে সাত শ্রেণীর লোক আরশের ছায়া পাবে, তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হবে তারা, যাদের দিন নামাজের জন্য মসজিদে আটক থাকে।

০৭. হুজুরে কলব

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰرٰى
حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ ○

–আল নিসা, ৪৩ আয়াত

"হে ঈমামদারগণ, তোমরা নেশা গ্রস্থ অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না। নামাজ সেই সময় পড়া উচিৎ যখন তোমরা যা বলছো তা জানতে পারো" [১]

নেশা গ্রস্থ অবস্থায় নামাজী কি বলছে, কাকে বলছে এবং কার সামনে বলছে তা কি করে অনুধাবন করবে? অথচ নামাজ হচ্ছে মহান আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে তাঁর অসীম সিফাত উল্লেখ করে হামদ তাছবীহ্ সহ আল্লাহর সাথে বান্দার বাক্যালাপ অনুষ্ঠানের নাম।

এজন্য নামাজ হুজুরে কলবের সাহিত আদায় করা কর্তব্য। কার সামনে মাথা নত করছে, কাকে সিজদাহ করছে, আর কার মহত্ব ও গুণাবলীর প্রশংসা করছে এ চেতনাবোধ নামাজীর মনে অব্যাহত থাকা অপরিহার্য।

০৮. আনুগত্য উপলব্ধি

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○ وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ط وَ هُوَ الَّذِيْ
اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

–আল আনয়াম, ৭১-৭২ আয়াত

টিকা ঃ (১) এটি মদ হারাম সম্পর্কীত দ্বিতীয় নির্দেশ। এর কিছু দিন পরে মদ পান সম্পূর্ণ হারাম ঘোষিত হয়। সূরা মায়েদা ৯০-৯১ আয়াত দ্রষ্টব্য।

"হে নবী বলোঃ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হেদায়াতই হচ্ছে সত্যিকার হেদায়াত। এবং তার নিকট হতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সারে জাহানের মালিকের সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও, নামাজ কায়েম করো, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে সরে থাকো। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রিত হবে।"

সমগ্র পৃথিবীর প্রতিপালকের সামনে পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদানের নির্দেশই আল্লাহর হেদায়াত। এই আনুগত্যের ভিত্তি প্রস্তুতকারী আশ্বাস হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। তাই আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়ার পরপরই নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানুষের পুরা জিন্দেগী আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করাই নামাজ কায়েমের মূল দাবী।

নামাজ বিনয়, নম্রতা, আদব ও মিনতি সুলভ ভাব যেন অন্তরে-মুখে ও তেলাওয়াতে এবং সমস্ত অংগ-প্রত্যংগে বিকাশ পায়।

আল্লাহর রাসূলের ইরশাদ রয়েছে যেঃ যে ব্যক্তি নামাজে রুকু সিজদাহের মাঝখানে কোমর পিঠ সোজা করে না আল্লাহতায়ালা তার নামাজের দিকে ফিরেও তাকান না। (মিশকাত)

হযরত শকীক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যেঃ একবার হযরত হোজাইফা (রাঃ) জৈনিক ব্যক্তিকে যথাযথ ধীরস্থীরভাবে রুকু সিজদাহ না করে নামাজ পড়তে দেখেন। নামাজ শেষ হলে হযরত হোজাইফা (রাঃ) তাকে কাছে ডেকে বলেনঃ তুমি প্রকৃতপক্ষে নামাজ পড়োনি। রাবী বলেনঃ যতদূর মনে পড়ে অতঃপর হযরত হোজাইফা (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে বলেছেনঃ তোমার নামাজে এরূপ ত্রুটি থাকা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে যে দ্বীন ও মিল্লাত নিয়ে পাঠিয়েছেন সে মিল্লাত নিয়ে তোমার মরণ হবে না। (বুখারী)

এক সময় রাসূলে করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন। নিকৃষ্টতম চুরি হচ্ছে নামাজের চুরি। লোকেরা একথা শুনে জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর রাসূল, নামাজে মানুষ কিভাবে চুরি করে? হুজুর জবাবে বললেনঃ আধা আধি ভাবে রুকু সিজদাহ আদায় করে।

হযরত উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি এই নামাজ সমূহ ভালভাবে ওজু করে সময় মতো যথাযথ রুকু সিজদাহ সহকারে আদায় করবে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু এরূপে নামাজ না আদায় করা ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহর কোনো ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তিনি তাদের ক্ষমা করতে পারেন অথবা আযাব দিতে পারেন।

০৯. স্থিতিশীলতা ও মার্জিতকরণ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝

–বানী ইসরাইল, ১১০ আয়াত

"প্রকৃতপক্ষে নামাজ কায়েমের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে পূর্ণাংগভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার যথার্থ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।"

১০. আদব ও নমনীয়তা

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

–আল বাকারা, ২৩৮ আয়াত

"তোমরা সমস্ত নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হও। বিশেষ করে উত্তম নামাজের ব্যাপারে। এবং আল্লাহর সামনে একান্ত আদব ও বিনীত ভাবে দাঁড়াও।"

যে নামাজ পুরোপুরি খুশু-খুজু সহকারে সময় মতো জামায়াতের সহিত আদায় করা হয়, যাতে নামাজের সব আদব ও শর্তাবলীর যথার্থ সমাবেশ ঘটে। ঐ নামাজকে উত্তম নামাজ বলা হয়।"

এ আয়াত ঘোষণা দেয় যে, কোনো নামাজীর পক্ষে নামাজের যথায়র্থ হেফাজাত করা তখনি সম্ভব হয়, যখন সে একজন অনুগত গোলামের মতো বিনয়

নম্রতার মূর্ত প্রতীক সেজে আদবের সাথে বিনীতভাবে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয় এবং অন্তরে আল্লাহ ভয়-ভীতি বিরাজিত থাকে, আর দেহের ওপরে ঐ বিনয় নম্রতা ও আদবের ছাপ পুরোপুরি বিকশিত হয়।

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

–আল-আ'রাফ, ২০৫ আয়াত

"হে নবী, তোমার আল্লাহকে সকাল-সন্ধ্যা স্মরণ করতে থাকো মনে মনে বিনয় ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ ধ্বনীর কথা-বার্তার দ্বারাও। তুমি সেই লোকদের মধ্যে হবে না, যারা চরম গাফলতীর মধ্যে পড়ে রয়েছে।"

"হে নবী, এদেরকে বলে দাওঃ নিজের নামাজ খুব বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না, বেশী ক্ষীণ কণ্ঠেও না, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি মধ্যম পর্যায়ের কণ্ঠস্বর অবলম্বন করবে।"

নামাজে কুরআন মধ্যম কণ্ঠস্বরে এমন মার্জিত ভাবে তেলওয়াত করবে যাতে নামাজীর মন মগজ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্তরে বিনয় নম্রতার ভাব বিরাজিত হয়। এবং কুরআন থেকে উপকার প্রার্থীরা একাগ্রতা সহকারে এর প্রতি মন নিবিষ্ট রাখতে পারে।

১১. কুরআন তেলাওয়াত

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○

–বানী ইসরাইল, ৭৮ আয়াত

"নামাজ কায়েম করো সূর্য ঢলে যাবার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত। এবং ফজরে কুরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো। কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।"

সূর্য ঢলে যাবার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত জোহর, আছর, মাগরিব ও ইশা এই চার ওয়াক্তের নামাজ বোঝানো হয়েছে। যেহেতু নামাজে কুরআন তেলাওয়াত নামাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ করনীয় বিষয় এবং কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া নামাজের কল্পনাই অবাস্তব। তাই কুরআনের দ্বারা নামাজ বোঝাবার জন্য কুরআনে ফজর ব্যবহার করা হয়েছে।

ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে অর্থাৎ ঐ সময় রাত ও দিনের দায়িত্বশীল ফিরিশতারা একত্রিত হয়ে থাকে। (উভয় দল কুরআন তেলাওয়াত দেখে ও শোনে)। এ সময় রাসূল (দঃ) নামাজে লম্বা কিরাত তেলাওয়াত করতেন। তার অন্তর্ধানের পরেও এই আমলই বহার রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে তাকবীর, তাসবীহ ও কুরআন তিলাওয়াতের নামান্তর হচ্ছে নামাজ। নবী (দঃ) এর ইরশাদ হচ্ছেঃ নামাজের মধ্যকার কুরআন তিলাওয়াত নামাজের বাইরের তিলাওয়াত হতে উত্তম (মিশকাত)। এজন্য তিনি নামাজে লম্বা কিয়াম করতে উৎসাহিত করেছেন, যাতে কুরআন তিলায়াত বেশী বেশী হয়। তিনি বলেছেনঃ যে নামাজে কিয়াম লম্বা হয় সেই নামাজই সব চেয়ে উত্তম। (মুসলীম)

১২. ধীরস্থীরতা ও মনোনিবেশ

وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً ٥

–মুজ্জাম্মিল, ৪ আয়াত

"কুরআন থেমে থেমে পড়।"

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ ٥

–ছোয়াদ, ২৯ আয়াত

"ইহা এক বরকতময় কিতাব যা হে নবী, তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যেন এই লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক সম্পূন্ন লোকেরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে।"

পবিত্র কুরআন নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করে অনুধাবন করার উদ্দেশ্যেই নাযিল করা হয়েছে। এর নসীহত-উপদেশ হতে উপকৃত হতে এরূপ চিন্তা গবেষণা করে অধ্যয়ন অপরিহার্য্য। তাই অমনযোগী হয়ে দায়সারাভাবে তেলাওয়াত করা কুরআনের প্রতি চরম অবিচার। বরং থেমে থেমে গভীর মনোনিবেশ সহকারে একাগ্রচিত্তে ভেবে চিন্তে তা তেলাওয়াত করা কর্তব্য। নবী (সঃ) কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর পর্যন্ত পরিস্কার ভাবে উচ্চারণ সহ এক একটি আয়াত আলাদা আলাদাভাবে তেলাওয়াত করতেন।

১৩. নামাজে সচেতনতা

اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ ○

–আল মায়ারিজ, ২২-২৩ আয়াত

"কিন্তু সেই সব লোক (এই জন্মগত দুর্বলতা হতে মুক্ত) যারা নামাজ আদায়কারী, যারা নিজেদের নামাজ যথারীতি আদায় করে।"

অর্থাৎ সচেতনতার সাথে নিবিষ্ট মনে নিয়মিত নামাজ আদায় করে।

১৪. জামায়াতে নামাজের তাকীদ

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

–আল বাকারা, ৪৩ আয়াত

"তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।"

আল্লাহ রুকুকারীদের সাথে রুকু করার নির্দেশ দিয়ে মূলতঃ জামায়াতের সহিত নামাজ পড়ার তাকীদ করেছেন।

وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ ○

–আন নিসা, ১০২ আয়াত

"হে নবী, তুমি যখন মুসলমানদের মধ্যে থাকবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) নামাজে তাদের ইমামতি করার জন্য দাঁড়াবে।"

এ আয়াতে যুদ্ধের ময়দানে নামাজ পড়ার পদ্ধতি বলা হয়েছে। এতে সৈন্যদের আলাদা আলাদাভাবে নামাজ না পড়ার হেদায়াত দেয়া হয়েছে। বরং এক রাকাত করে জামায়াত ইমামের পিছনে আদায় করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সিপাহী এক রাকাত ইমামের পিছনে আদায় করে সে দুশমনের মোকাবেলায় লাইনে গিয়ে দাঁড়াবে, অপর আর একজন লাইন থেকে এসে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে এক রাকাত আদায় করবে। এভাবে পালাক্রমে বাকী নামাজ সকলে শেষ করবে।

যুদ্ধের ময়দানে এরূপ নাজুক অবস্থায় যখন সিপাহীদের জামায়াতের সহিত নামাজ পড়ার এভাবে তাকীদ করা হয়েছে। তখন স্বাভাবিক নিরাপদ অবস্থায় জামায়াত বন্দী হয়ে নামাজ পড়ার গুরুত্ব যে কতবেশী তা সহজেই অনুমেয়।

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ যে সত্ত্বার হাতে আমার জীবন বন্দী, তাঁর কসম করে বলছি যে, আমার মন চায় যে, লোকদেরকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে বলে নামাজ পড়ার আদেশ দেই। অতঃপর আযান দেয়া হয় এবং কাউকে নামাজ পড়াবার দায়িত্ব দিয়ে নিজে লোকালয় গিয়ে যারা নামাজের জামায়াতে শরীক হয়নি তাদের সহ তাদের ঘর আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেই। (বুখারী)

অপর এক বর্ণনায় রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ মানুষের ঘরে যদি মহিলা ও বাচ্চারা না থাকতো, তা হলে ইশার নামাজের সময় কিছু যুবকদেরকে হুকুম দিতাম যে, তোমরা মহল্লায় গিয়ে যে সব বয়স্ক পুরুষ লোক নামাজের জামায়াতে শরীক হয় না তাদের ঘর আগুন লাগিয়ে ভস্ম করে দাও।

১৫. সমজিদে জামায়াতে নামাজের ব্যবস্থা

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ○

–ইউনুস, ৮৭ আয়াত

"আমি মুসা ও তার ভাইকে ওহী করেছিলাম যে, মিশরে কয়েক খানা ঘর প্রস্তুত করো এবং নিজেদের এই ঘরগুলোকে কেবলা বানিয়ে নাও আর নামাজ কায়েম করো।"

মসজিদ তৈরী করে যথারীতি জামায়াতের সহিত নামাজ আদায় করার জন্য আল্লাহর এ অলংঘনীয় নির্দেশ। বস্তুতঃ নামাজ কায়েম করার জন্য বা জামায়াতে নামাজ পড়া শর্ত। এর গুরুত্ব এদিক দিয়েও যে, এর দ্বারা মুসলমানদের সামাজিক জীবনে ঐক্যের মেরুদন্ড মজবুত থাকে। উপরন্তু এর মাধ্যমে মুসলমানদের মনে জামায়াতবন্দী জীবন যাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়।

১৬. দৈহিক পবিত্রতা

নামাজীর মন-মগজ ও চিন্তা চেতনার পবিত্রতা ও স্থিতিবস্থার সাথে সাথে তার দেহ অবয়ব ও পুরাপুরি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে খোদার সামনে হাজির হওয়া কর্তব্য।

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ط فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۝

–আত তাওবা, ১০৮ আয়াত

"যে মসজিদ প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, তা এজন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে তুমি সেখানে (ইবাদাতের জন্য) দাঁড়াবে। এতে এমন সব লোক রয়েছে, যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আল্লাহরও পছন্দ হচ্ছে এইসব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে।"

ওজু

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۝

–আল মায়েদা, ৬ আয়াত

“হে ঈমানদারদগণ, তোমরা যখন নামাজের জন্য উঠবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে এবং মাথা হাত দ্বারা মাসেহ করবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করবে।”

নবী (সাঃ) এ হুকুমের বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তাতে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা মুখমন্ডল ধৌত করার অন্তর্ভূক্ত। এ ছাড়া মুখ মন্ডল ধৌত করার কাজ পূর্ণ হবে না। অনুরূপ মাথা মাসেহ করার মধ্যে উভয় কানের বাহির ও ভিতরের দিক মাসেহ করা শামিল রয়েছে। (এসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা ফিকাহের কিতাবে রয়েছে)

গোসল

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ○

–আন নিসা, ৪৩ আয়াত

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের কাছে যেয়ো না। নামাজ সেই সময় পড়া উচিৎ যখন তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পারো। অনুরূপ ভাবে অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করা পর্যন্ত নামাজের কাছে যেয়ো না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী হও তা অবশ্যি সতন্ত্র কথা।”

শরীরের যাবতীয় অপবিত্রতা দূর করতে শরীয়াত গোসল অপরিহার্য করেছে। এ অবস্থায় গোসল না করে নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ফিকাহের কিতাব দ্রষ্টব্য)

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط ○

–আল মায়েদা, ৬ আয়াত

“অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে নাও।”

وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ○

–আল মায়েদা, ৬ আয়াত

"আর যদি রোগাক্রান্ত হও, পথে প্রবাসে থাকো, অথবা তোমাদের কোনো লোক মল ত্যাগ করে আসে কিংবা তোমরা যদি নারীকে স্পর্শ করো আর যদি পানি না পাওয়া যায় তাহলে পাক মাটি দ্বারা কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মাটির ওপর হাত রেখে নিজেদের মুখ মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করে নাও। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। তিনি চান, তোমাদেরকে পবিত্র করে দেবেন।"

তায়াম্মুম শাব্দিক ভাবে ইচ্ছা করা, তলব করা ও গ্রহণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন ওজু করার জন্য পানি না পাওয়া য়ায় বা কোনো কারনে কারো পক্ষে পানি ব্যবহার করা অসম্ভব হয়, তখন মাটির সাহায্যে তার পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতিকে শরীয়াতে তায়াম্মুম বলে। তা ওজু গোসল উভয়েরই বিকল্প ব্যবস্থা। শরীয়াতে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। তিনি বান্দার জীবন সংকীর্ণ করে দিতে চান না। বরং তিনির বান্দাকে পবিত্র করতে চান।

১৭. পোষাকের সতর্কতা

يٰبَنِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ○

–আল আ'রাফ, ৩১ আয়াত

"হে আদম সন্তান, প্রত্যেকটি নামাজের ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের ভূষণে সজ্জিত হয়ে থাকো। আর খাও, পান করো এবং সীমা লংঘন করো না।"

অর্থাৎ বান্দার আল্লাহর সমীপে হাজির হবার বিশেষ আদব হচ্ছে, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছেদে সুসজ্জিত হয়ে শালীনতা সহকারে হাজির হওয়া। এজন্য শরীয়াতের দৃষ্টিতে কেবল সতর ঢাকা পোষাক ব্যবহারকেই যথেষ্ট মনে না করে শোভন ও মার্জিত যে কোনো পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে আল্লাহর সমীপে একজন শুকুর গোজার বান্দা হিসেবে দন্ডায়মান হওয়া উচিৎ।

১৮. সময়ানুবর্তিতা

فَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ ج إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ০

–আস নিসা, ১০৩ আয়াত

"তোমরা নামাজ কায়েম করো। আসলে নামাজ নির্ধারিত সময় পড়ার জন্য মুমিনদের ওপর ফরজ করা হয়েছে।"

আয়াতে "নামাজ কায়েম করো" বলে, সচেতনতার সাথে সকল নিয়মাবলী পালন সাপেক্ষে নামাজ আদায় করার কথা বোঝানো হয়েছে। আর নিয়ম-নির্দেশিকার মধ্যে সময় সচেতন হওয়া একটি বিশেষ শর্ত। কেননা, নামাজ সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে ফরজ করা হয়েছে।

নামাজের ওয়াক্ত সমূহ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ০

–বানী ইসরাইল, ৭৮ আয়াত

"নামাজ কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত

এবং ফজরে কুরআন পড়ারও ব্যবস্থা করো কারণ ফজরের কুরআন পাঠ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।”[১]

আয়াতে বর্ণিত “দুলুকে শামছ” বাক্যের অর্থ সূর্য ঢলে পড়া। নামাজের সময় বোঝানোর জন্য এরূপ বর্ণনা ভংগীতে দারুন ব্যাপকতা ও হিকমত রয়েছে। সূর্য দিনে চার বার ঢলে পড়ে। এরূপ ব্যাপক কথার মধ্যে ঐ চার বারের প্রতিটি সূক্ষ ইংগিত রয়েছে।

১. দ্বিপ্রহরের পরে সূর্য পশ্চিমাকাশের দিকে একবার ঢলে পড়ে।

২. আর একবার এর প্রখরতা ও ঔজ্জল্য হ্রাস পেয়ে হলুদ রং ধারণ কালীন অবস্থায় ঢলে পড়ে।

৩. তৃতীয় বারে সূর্য অস্তগমনকালীন সময় ঢলে পড়ে।

৪. এবং সূর্য অস্ত যাবার পর পশ্চিমাকাশে দৃশ্যমান লাল রংয়ের বিলুপ্তিক্ষনে ৪র্থ বার ঢলে পড়ে।

বলা বাহুল্য এ সময় গুলোতেই জোহর, আছর, মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। আর “কুরআনে ফজর” বলে ফজরের নামাজ বোঝানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে নামাজ বোঝাবার জন্য কখনো “সালাত” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনো নামাজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করে এর দ্বারা পুরা নামাজ বুঝানো হয়েছে। এর ফলে নামাজের ঐ অংশের গুরুত্ব ও উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে যে চার ওয়াক্তের নামাজের সময় সমূহের প্রতি সামগ্রিকভাবে ইংগিত করা হয়েছে, কুরআনের অন্যত্র ঐ সময় সমূহের বর্ণনা পরিস্কার করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ○

—হুদ, ১১ আয়াত

টিকা ঃ (১) “ফজরের সময়ের কুরআন তেলাওয়াত পরিলক্ষিত হয়।” এর অন্যতম তাৎপর্য ঐ সময় মানুষের মন-মানসিকতা সাবলীল থাকে। তার শরীর সবল সতেজ থাকে। আর সময়টাও থাকে স্বস্তি প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ।

"এবং নামাজ কায়েম করো দিনের দুপ্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর"

এ আয়াতে দিনের দু'প্রান্তে নামাজ পড়ার নির্দেশের দ্বারা ফজর ও মাগরিবের নামাজের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এবং "কিছু রাত অতিবাহিত হবার পর" বলে এশার নামাজের সময় ধার্য করা হয়েছে।

وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا وَ مِنْ ءَانَاءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ٥

–ত্বাহা, ১৩০ আয়াত

"অতএব হে নবী, তোমার রব এর প্রশংসা সহকারে তাঁর তাসবীহ করো, সূর্যোদয়ের পূর্বে ও অস্ত যাবার পূর্বে এবং রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়া কালেও। এবং দিনের কিনারায়ও।"

আয়াতে সূর্যোদয়ের পূর্বে "অর্থাৎ ফজরের নামাজ" অস্ত যাবার পূর্বে মানে আসরের নামাজ এবং "রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হবার পরে" অর্থাৎ মাগরিব ও ইশার নামাজের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর দিনের কিনারা তিনটি- সকাল , সন্ধ্যা ও দ্বিপ্রহারান্তে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ٥ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّ حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ٥

–আররুম, ১৭-১৮ আয়াত

"অতএব তাসবীহ করো তোমরা আল্লাহর, সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে। আসমান ও জমিনে তাঁরই জন্য প্রাশংসা। আর (তাসবীহ করো তাঁর) তৃতীয় প্রহরে এবং তোমাদের যখন জোহরের সময় হয়।"

এখানে তাসবীহ এর লক্ষ্য নামাজ। কুরআনে এভাবে নামাজের অংগ উল্লেখ করে পুরা নামাজ বোঝানো রীতি রয়েছে। উপরন্তু এখানে তাসবীহ করার সময় ক্ষন

নির্দিষ্ট করায় এর বাস্তব প্রমাণ প্রকট হয়েছে। নতুবা তাসবীহ্ করার সাথে সময় নির্দিষ্ট করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

এর পরেও আল্লাহতায়ালা তাঁর এই হুকুমের যথার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের জন্য হযরত জিব্রাইল আমীন (আঃ) কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। তিনি এসে নবী (সাঃ) কে নামাজের সময় সমূহের জ্ঞান দিয়ে যান।

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ জিবরাইল (আঃ) বায়তুল্লাহর নিকটে দু'বার আমাকে নামাজ পড়িয়েছেন। প্রথম দিন তিনি জোহরের নামাজ, দুপুরের পর সূর্য কেবলমাত্র পশ্চিমাকাশের দিকে ঢলে যাবার সময় পড়িয়েছেন। যখন কোনো বস্তুর ছায়া এক জুতার তলীর পরিমানের চেয়ে বেশী লম্বা হয়নি। অতঃপর আছরের নামাজ যখন পড়িয়েছেন তখন প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়া ঐ জিনিসের দৈর্ঘ্য পরিমাণ হয়েছিলো। মাগরিবের নামাজ রোজাদারদের ইফতার করা শুরু করা কালীন আর ইশার নামাজ সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশের সদা ঐজ্জ্বল্য দূর হওয়া মাত্র পড়িয়েছেন। এবং ফজরের নামাজ রোজাদারদের সাহরী খাওয়া হারাম হওয়া কালীন সময় পড়িয়েছেন।

দ্বিতীয় দিন জোহরের নামাজ পড়িয়েছেন যখন প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়া তার দৈর্ঘ্য সমান লম্বা হয়েছিলো। আর আছরের নামাজ উক্ত ছায়া দ্বিগুণ হওয়া কালীন সময় ও মাগরিবের নামাজ রোজদারদের ইফতার করা কালীন এবং ইশার নামাজ রাতের তিন ভাগের একভাগ অতিক্রম হবার পর পড়িয়েছেন। আর ফজরের নামাজ সকাল বেলার আলো পরিস্কার হবার পর পড়িয়েছেন। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ হে মুহাম্মদ, জেনে রাখো, এই সময়গুলিই নবীদের নামাজ পড়ার সময়কাল। এই সীমা রেখার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যেই প্রত্যেক নামাজ পড়ার সঠিক সময়।

রোজা

পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী সমস্ত আসমানী শরীয়াতেই রোজা পালন ফরজ ছিলো। এবং উম্মতের ইবাদাত অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে রোজা পালন একটি অত্যাবশ্যকীয় ইবাদাত হিসেবে গণ্য ছিলো। প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রবৃত্তিকে সংযত রেখে সংশোধনের ক্ষেত্রে রোজার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মানবীয় প্রবৃত্তিগুলো সংযত করা, মন নিয়ন্ত্রন ও আত্মোন্নয়নের কোন সংস্কার সংশোধন ব্যবস্থাই পুরাপুরি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। কেননা, মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির বেলায় রোজার কোনো বিকল্প নেই।

রোজা বোঝাবার জন্য কুরআনে "সওম" ও সিয়াম" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকা, ত্যাগ করা।

কুরআনের পরিভাষায় সুবহে সাদেক প্রকাশ পেতেই মানুষের যাবতীয় পানাহার ও যৌন আবেগ চরিতার্থ করা হতে বিরত হয়ে যাওয়া এবং এ বিরতির কাজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত করাকে "সওম" বলা হয়। যার মাধ্যমে মানুষ আত্মসংযম ও আল্লাহ ভীতির বন্ধন মজবুত করে প্রবৃত্তির সব রকমের কুলালসা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়।

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ○

—আন নাযিয়াত, ৪০-৪১ আয়াত

"আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিলো এবং নাফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্নাত"

মানব প্রবৃত্তির তিনটি মৌলিক প্রবণতা থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। এগুলি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তিও বটে। মানব জীবন ও তার স্থায়ীত্ব এর কল্যাণেই বহাল থাকে। পানাহারের ওপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল। যৌন আবেদন

মানব জাতির অস্তিত্বের উৎস। এজন্য আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে এগুলিকে প্রবল ও দুর্দমনীয় করে রেখেছেন। তাই উশৃংখলতা ও সীমা লংঘন থেকে সংযত থেকে একে আয়ত্বে রাখার নিমিত্তে আল্লাহতায়ালা মানুষের ওপর রোজা পালন ফরজ করেছেন।

বস্তুত প্রবৃত্তির এ প্রবণতাগুলিকে যে ব্যক্তি আয়ত্বাধীন ও সংযত রাখতে সক্ষম হন, তিনিই সংকল্পে অটল ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তিনি মহাসত্যের পথে সর্বপ্রকার বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলা করতে, শরীয়াতের যাবতীয় হুকুম আহকাম পালনের ঝুকি নিতে এবং আল্লাহ্‌র পথে সর্বাত্মক জিহাদে কামিয়াব হতে সমর্থ হন।

রোজা মানুষের ওপর দুটি দিক থেকে বাস্তব প্রভাব ফেলে। এ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এতো প্রছন্ড ও ব্যাপক যে, অন্যকোন বিকল্প আমলই যথার্থ কার্যকর হতে পারেনা।

একাধারে কয়েক ঘন্টা মৌলিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকার ফলে মানুষের চরম অসহায়ত্ব, অক্ষমতা ও নানা রকম মানবীয় দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যও মানুষ মহান রাব্বুল আলামিনের মুখাপেক্ষী, সব তাঁর ওপর নির্ভরশীল এ অনুভূতি মন মগজে বদ্ধমূল হয়ে বসে। প্রকৃতপক্ষে এই অনুভূতিই মানুষের প্রাণশক্তি। আর এর দাবী হচ্ছে যে, মানুষ এখানে আল্লাহ্‌র স্বার্থক বান্দা ও গোলাম হিসেবে জীবন যাপন করবে।

রোজার দ্বিতীয় ক্রিয়াশীল দিক হচ্ছে যে, মানুষ যখন প্রচন্ড আবেগ উচ্ছ্বাস ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা হতে নিজেকে বিরত রাখে, এমনকি যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো দৃষ্টি গোচর হয়না, তেমন একান্ত একাকিত্বে ও গোপনেও মানুষ রোজার নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবে তার মন-মগজে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায়। এবং তার অন্তর আত্মাকে আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও ভয়ভীতি এমনভাবে বেঁধে ফেলে, যার প্রভাবে সে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর চিন্তা করতেও কঁপে ওঠে। বস্তুত রোজার এরূপ অবিকল্পিত সুফলের জন্য প্রত্যেক জাতির বাস্তব প্রশিক্ষণ ও উন্নতির লক্ষ্যে তাদের ওপর আল্লাহতায়ালা রোজা পালন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করেছেন। তাকওয়ার চরম শিখরে আরোহনের জন্যও একে আবশ্যকীয় উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

রোজা ফরজ করার বিধান

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ○

–আল বাকারা, ১৮৩ আয়াত

"হে ঈমানদাগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো।"

রোজা ফরজ করা জন্য যে তাকীদ ও সতর্কতামূলক বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই রোজার গুরুত্ব ও দ্বীনদারীতে এর বিশেষ মর্যাদার কথা স্বতঃই ফুটে ওঠে। তাই নামাজের মতো প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের ওপর রোজা পালনও ফরজ।

রোজা সব সময় ফরজ ছিল

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ○

–আল বাকারা-১৮৩ আয়াত

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর যেমন ফরজ করা হয়েছিলো"

রোজার সাথে যে মানুষের মানবিক প্রশিক্ষণের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং মানুষের আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে তা অত্যন্ত কার্যকর। এ আয়াত সে দিকেই ইংগীত করে। অধিকন্তু মনে হয় যে, মানুষের কোন প্রশিক্ষণ-পরিশুদ্ধির কাজই রোজা ছাড়া পরিপূর্ণ হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহতায়ালা সর্বকালে সকল নবীর শরীয়াতেই রোজা পালন ফরজ করে দিয়েছেন। তবে এ পালন প্রক্রিয়া স্থান-কাল পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন রকমের নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন হিসেবে সব যুগের সকল শরীয়াতেই তা শামিল ছিলো।

রোজার সময়কাল নির্ধারিত

أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ ○

–আলবাকারা, ১৮৪ আয়াত

"রোজা পালন নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য"

আয়াতে "রোজা নির্দিষ্ট কয়েক দিনে জন্য" বলে রোজা পালনে উৎসাহিত,

অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। বস্তুত রোজার বিপুল ও ব্যাপক উপকারিতা অপরিসীম বরকতের কথা চিন্তা করলে বছরে ২৯, ৩০ দিন রোজা পালন তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়।

পুরা রমজান রোজা রাখো

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ٥

—আল বাকারা-১৮৫ আয়াত

"তোমাদের মধ্যে যারা এই (রমজান) মাস পাবে, তারা এ মাস ভর রোজা রাখবে।"

উপরের আয়াতে "নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন রোজা ফরজ" বলে যে রোজা পালনে উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সে দিন কয়টি যে পুরা রমজান মাস, এ আয়াতে তা পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। এই পুরা রমজান মাসে রোজা পালন করা মুসলমানদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। আর রোজা পালনের বিপুল সওয়াব ও উপকারিতার মোকাবেলায় এই গণনা করা কয়েকটি দিন রোজা পালন করা সত্যিই সহজ কাজ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইরশাদ রয়েছেঃ বনী আদমের প্রত্যেকটি নেক আমলের প্রতিদান দশ হতে সাত শত গুন বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে কিন্তু রোজার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়াসালা অন্য রকম। আল্লাহ বলেছেনঃ বান্দার রোজা রাখা যেহেতু একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে তাই এর পুরস্কার আমি নিজ হাতে দান করবো। কেননা, সে শুধু আমার নির্দেশেই পানাহার ও কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে থাকে।

পুরা রমজান মাসই যে রোজা পালন করা ফরজ এবং এতে কোনো রকম কম বেশী করা চলবে না, বর্ণিত আয়াতে আল্লাহতায়ালা সে দিকেও ইংগিত করেছেন। যদি কারো সফরে থাকা বা অসুস্থতার কারণে কিছু দিন রোজা পালন না করা হয় তাহলে তা অন্য মাসে কাজা করে পূর্ণ একমাস পুরণ করে নিতে হবে।

রোজা পালন কুরআন নাজিল হওয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۝

–আল বাকারা, ১৮৫ আয়াত

"রমজান মাসই হলো সে মাস যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোজা রাখবে।"

রাত-দিন সব সময়ই তো মানুষের ওপর আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ তথা নিয়ামতের বারি বর্ষিত হচ্ছে, যার প্রত্যেকটি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতায় বিনয়াবনত হয়ে আল্লাহর বন্দেগী করা কর্তব্য। আল্লাহ যে দুনিয়াবাসীকে হক পথ দেখাবার জন্য হেদায়েতের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এ নিয়ামতের চেয়ে বড় নিয়ামত আর কিছু হতে পারে না। কেননা এই কিতাবই মানুষকে আল্লাহর অপরাপর নিয়ামতগুলি নিয়ামত হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপারে জ্ঞান পরিবেশন করে থাকে। তাই এই নিয়ামতের মোকাবেলায় অন্যান্য যাবতীয় নিয়ামতই নগণ্য।

মূলতঃ হক পথের হেদায়েত প্রাপ্তিই মানুষের সব চেয়ে বড় এবং মৌলিক প্রয়োজন। কুরআন মানুষকে সেই হক পথের যেমন সন্ধান দেয় তেমনি হক ও বাতিলেল মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দেয়। উপরন্তু মানুষের মধ্যে বাতিলকে বর্জন করে হক পথ গ্রহণ করার যোগ্যতা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার এই মহামূল্যবান নেয়ামত থেকে উপকৃত হতে ও এর সার্থক ধারক বাহক হবার জন্য যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া অপরিহার্য।

এই উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ এই কিতাব গ্রহীতাদের ওপর কুরআন নাজিল হবার মাসে রোজা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই রোজার মাধ্যমে তা প্রাপ্তির জন্য যেমন আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়, তেমনি এই মহান নেয়ামতের সার্থক বাহক ও অনুসারী হতে যে, আল্লাহ ভীতি, সংযম, ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রভৃতি মৌলিক গুণাবলী মানুষের মধ্যে তৈরী হওয়া দরকার সেগুলি যথাযথ তৈরী হবার জন্য ইহা আল্লাহর প্রবর্তিত উপযোগী ব্যবস্থাও বটে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা হতে উত্তম ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

–আল বাকারা–১৮৩ আয়াত

"তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে যাতে তোমাদের মধ্যে খোদাভীতি তৈরী হয়।"

রোজা পালন করে মানুষ নিজের কামনা-বাসনাকে আয়ত্বে রেখে একে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা লাভ করে থাকে। মূলতঃ ঐ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার নামই তাকওয়া। মু'মীনের মধ্যে ঐ তাকওয়া সৃষ্টি করাই রোজার মূল লক্ষ্য। তবে এ মূল লক্ষ্য হাসিলের জন্য রোজা ঠিক ঐ নিয়ম পদ্ধতিতে পালন করতে হবে, যার দিকে পবিত্র কুরআন দিক নির্দেশনা পেশ করে। এবং উহার জন্য শরীয়াত নির্ধারিত যাবতীয় শর্ত ও আদব রক্ষা করে পালন করতে হবে।

যার রোজা আল্লাহর ঐ হেদায়াত নাজিলের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ও উহাকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও পালন করার ক্ষমতা হাছিলের আবেগ-আকাংখা সহকারে পালিত হবে, তার রোজায় অবশ্যই ঐ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের হবে। কিন্তু যার রোজা মূল লক্ষ্যে ঐ সব চেতনা অনুভূতি হতে মুক্ত তার রোজা নিছক ক্ষুৎ পিপাসা ভোগের চর্চা ছাড়া কিছুই নয়। এতে তাকওয়ার সেই মহান গুণাবলী তৈরী হতে পারে না। এ ধরনের রোজাদার রমজান মাসের মতো বসন্ত মওসুম পেয়েও তাকওয়া অর্জন করতে পারলো না।

এদের সম্পর্কে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা ও পাপ কাজ পরিহার করতে পারলো না, তার উপবাসে আল্লাহর কি প্রয়োজন রয়েছে? (বুখারী)

নবী (সাঃ) এক সময় আরো ইরশাদ করেছেন যেঃ এমন বহু রোজাদার রয়েছে, যাদের রোজা রেখে ক্ষুৎ পিপাসায় কষ্ট ভোগ ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। ঠিক এমনি বহু নামাজি রয়েছে, যাদের রাত জাগার কষ্ট ভোগ করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। (তিরমিজী)

রোজার আদব বর্ণনা প্রসংগে নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, রোজা ঢাল

স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো দিন যখন রোজা রাখো, তখন মুখে অনর্থক অশ্লীল কথা-বার্তা উচ্চারণ করবে না। অযথা শোরগোল, হাংগামা করবেনা। যদি কেউ তোমাকে গালি গালাজ করতে উদ্যত হয় কিংবা ঝগড়া ঝাটিতে লিপ্ত করতে চায়, তখন তোমার মনে করা উচিৎ যে, আমি তো রোজাদার, আমার পক্ষে এতে জড়িয়ে পড়া কীভাবে সম্ভব? (বুখারী, মমসলীম)

মুসাফির ও রুগ্নদের জন্য বিশেষ ছাড়

فَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ○

–আলবাকারা, ১৮৫ আয়াত

"আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করে নেবে।"

আল্লাহতায়ালা বান্দার ওপরে যা কিছু পালন করা ফরজ করেছেন, তা পালনে বান্দার দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকটি অবশ্য লক্ষ্য রেখেছেন। যেমন মুসাফির ও রুগ্নদের রোজা রাখার ব্যাপারে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যে, তারা ঐ অবস্থায় রোজা ভংগ করতে পারবে। তবে ঐ সংখ্যক রোজা সফর শেষে ও সুস্থ হলে অন্য দিনে অবশ্য আদায় করতে হবে। ফলে তার রোজা রাখার ফরজ হুকুম ও যেমন পালন করা হবে। তেমনি রোজার অফুরন্ত সাওয়াব প্রতিদান হতে তার বঞ্চিত হতে হবে না।

সাময়িক ছাড়

و على الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ج وَ أَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

–আল বাকারা, ১৮৪ আয়াত

"আর যে (রুগ্ন মুসাফির) ব্যক্তি একজন মিসকীনকে আহার করাতে সক্ষম, সে যেন এক এক রোজার পরিবর্তে এক এক জন্য মিসকিনকে আহার করায়। আর

যে ব্যক্তি খুশীর সাথে অতিরিক্ত সৎকাজ করে তা তার জন্য কল্যাণের হয়। আর যদি তোমরা রোজা রাখো তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর যদি তোমরা তা বুঝতে পারো।"

প্রাথমিককালে রুগ্ন ও মুসাফিরদের জন্য রোজার ব্যাপারে আর একটি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিলো। অবশ্য তা সম্পূর্ণ সাময়িক হিসেবে ছিলো। আয়াতের বর্ণনার মধ্যেই সে ব্যবস্থার যে সম্পূর্ণ সাময়িক হিসেবে ছিলো তার প্রতি ইংগিত রয়েছে। তা ছিলো ফিদিয়া দেয়ার ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুগ্ন বা মুসাফিরির কারনে রোজা রাখতে অক্ষম হতো সে এক এক রোজার পরিবর্তে এক একজন মিসকিনকে আহার করালে চলতো। এতে তার ঐ অবস্থায় রোজা না রাখার বিনিময় হয়ে যেতো। ঐ রোজা তার আর ক্বাজা করতে হতো না। তবে পরে রোজা রেখে পূরণ করলে তা সাওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হতো।

এটাই যুক্তিসংগত ও পছন্দনীয় ব্যাপার যে, রোজা যে উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে, তা রোজা পালন করলেই যথাযথ লাভ হতে পারে।

এরূপ বর্ণনা ভংগীতেই একথা ব্যক্ত করে যে, এই সুযোগ সাময়িকভাবেই দেয়া হয়েছিলো। মূল হুকুম ঐটিতে বহাল রয়েছে যে, ঐ ভংগ করা রোজা ক্বাজা আদায় করা ফরজ যা প্রথমে উল্লিখিত আয়াতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, 'রুগ্ন' ও মুসাফিরি অবস্থায় ভংগ করা রোজা পরবর্তীতে সুযোগ মতো ক্বাজা আদায় করে পূরণ করতে হবে। যার উপকারিতা এ আয়াতে পরিস্কার করে বোঝানো হয়েছে।

নির্দিষ্ট সহজতার বৈশিষ্ট

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

–আল বাকারা-১৮৫ আয়াত

"আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান। তোমাদের কোন জটিলতা কামনা করেন না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ করো এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার দরুন আল্লাহতায়ালার মহত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।"

রোজার অফুরন্ত মর্যাদা জানা ব্যক্তি যখন অসুস্থতা ও মুসাফিরির কারণে রোজা রাখতে অক্ষম হন, তখন তার মনে স্বাভাবিকভাবে রোজার ফজিলত হতে মাহরুম হবার কারণে তীব্র মনোকষ্টের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আল্লাহতায়ালা বান্দার এ মনোকষ্ট দূর করার জন্য এ সুযোগ দানে ধন্য করেছেন যে, তোমরা অন্য সময় এর ক্বাজা আদায় করে ফজিলত ও বরকত হাসিল করে নাও।

প্রকৃতপক্ষে রমজান মাসের রোজা মানুষের মনে আল্লাহর মহত্ত্ব ও মহানুভবতার বীজ বপন করে দেয়। তাঁর দয়া অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ব্যাপারে মনে আশার সঞ্চার করে। এর সাথে সাথে আল্লাহর ভয়ভীতি মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বসে যায়। ফলে আল্লাহর বন্দেগী ও ফরমাবরদারীর ক্ষেত্রে প্রেরণার সৃষ্টি হয়। ফিদিয়ার মাধ্যমে বান্দার এসব উপকার তেমন লাভ হতে পারে না বিধায় আল্লাহতায়ালা রোজা ক্বাজা করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, যাতে বান্দার মনে আল্লাহর হুকুম পালনের সুযোগ পেয়ে মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে আল্লাহর সার্থক শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারে ও তার আনুগত্যের জিন্দেগী যাপনে অভ্যস্ত হতে পারে।

স্বাভাবিক অক্ষমদের জন্য শিথিলতা

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ٥

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সহজতা কামনা করেন, কঠোরতা চান না।"

যুক্তির বিচারে স্বাভাবিক অসমর্থদের ক্ষেত্রে রোজার ব্যাপারে শৈথিল্য দাবী করে। তাই যারা রোজা রাখতে একান্ত অক্ষম হবে বা রোজা রাখার কারণে যাদের শারিরীক অসহনীয় কষ্ট মুছিবতের সম্মুখীন হতে হয়, তাদের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করতে হবে। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধ পোষ্য সন্তানের মাকে রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۝

–আল বাকারা-১৮৭ আয়াত

"রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমার আত্ম প্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজেদের স্ত্রীর সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন তা আহরন করো।'

"মুসলমানদের ওপর রোজা ফরজ করার সময় ইয়াহুদীদের রোজার উদাহরণ পেশ করা হয়। আর ইয়াহুদীরা রোজার ইফতার করার সাথে সাথে স্ত্রী সহবাসে অভ্যস্ত ছিল। কুরআনে প্রথমতঃ এ ব্যাপারে পরিস্কার কোনো বিধান না থাকায় সাহাবীরা নিজেদের খেয়াল মতে নিজেদের ওপর রোজার রাতে স্ত্রী সহবাস অবৈধ সাব্যস্ত করে নেয়। কিন্তু কতিপয় সাহাবী এ কঠোরতা যথাযথ পালন করতে না পারায় নিজেদেরকে অপরাধী ভাবতে থাকেন। কুরআন এ আচরণকেই বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে পরিস্কার বিধান পেশ করে বলেছে যে, রোজার রাতে স্ত্রী সহবাসে কোন দোষ নেই। মুসলমান রোজাদারদের জন্য তা বৈধ। কেননা আল্লাহতায়ালা বান্দার ওপরে এমন কোনো বিধি-বিধান চাপিয়ে দেন না যা, বান্দার পালন করা কষ্ট সাধ্য। যা মানুষের প্রকৃতির দাবীর বিপরীত। বরং আল্লাহতায়ালা বান্দার সব রকমের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বান্দার আইন-বিধান প্রবর্তন করে থাকেন।

মানুষের সব রকমের স্বাধ-আস্বাদন ত্যাগ করা, এবং জৈবিক প্রয়োজন পরিহার

করে আত্ম কষ্ট দেয়ার নাম তাকওয়া পরহেজগারী নয়। বরং মনের আগ্রহ উদ্যম সহকারে আল্লাহর বিধানাবলীর আনুগত্য অনুসরণ করতে পারা, সর্বপ্রকার অন্যায় অপকর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখার ক্ষমতা অর্জন করা ও আল্লাহর বিধি বিধানের প্রতিপালনে মনে আনন্দ ও স্বস্তি অনুভব করাই আসল তাকওয়া।

আসমানী হেদায়াতের অতিরিক্ত অপ্রাকৃতিক যে সব বাধ্যবাধকতা মানুষ নিজের ওপর বর্তায়ে নিয়েছে, শেষ পর্যন্ত এর যথাযথ হক মানুষ রক্ষা করতে পারেনি। ফলে সে খেয়ানাতকারী সাব্যস্ত হয়েছে।

নাছারা সম্প্রদায় এর চাক্ষুস উদাহরণ যে, তারা নিজেদের ওপর বৈরাগ্যবাদ দ্বীন দারীর নামে চাপিয়ে নিয়েছিলো, যার হক তারা রক্ষা করতে না পেরে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহতায়ালা মানুষের দূর্বলতা, যোগ্যতা ও ক্ষমতার ব্যাপারে পুরাপুরি অবগত। তিনি মানুষের সব দিকের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি রেখে মানুষের জন্য যে সহজ-সরল আইন-কানুন প্রবর্তন করেছেন তা পুরোপুরি পালন করে সাফল্য ও মুক্তির অন্বেষণ করাই খাঁটি তাকওয়া ও পরহেজগারীতা।

সাহরী-ইফতারের সময়

وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج ○

–আল বাকারা-১৮৭ আয়াত

"আর পানাহার কর যতক্ষন না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিস্কার দেখা যায়। অতঃর রোজা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত।"

পবিত্র কুরআন রোজায় মানুষের ওপর সামর্থের বাইরে কোনো কঠোরতা চাপিয়ে দেয়নি। পানাহার ও যৌন মিলনের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা সুবেহ সাদেক হতে রাত শুরু হওয়া পর্যন্ত সময় বহাল থাকবে। রাত শুরু হতে সকল বৈধ মানবীয়

প্রয়োজন ও জায়েজ কামনা-বাসানা যথা নিয়মে পূরণ করতে কোনো বাধা নিষেধ নেই।

লাইলাতুল ক্বদর

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَ مَا اَدْرٰكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

—সূরা আল ক্বদর, ১-৫ আয়াত

"আমি এ কুরআন নাজিল করেছি ক্বদরের রাতে। তুমি কি জানো ক্বদরের রাত কি? ক্বদরের রাত হাজার হাজার মাসের চাইতেও বেশী উত্তম। ফিরিশতারা ও রুহ্ এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাজিল হয়। এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়, ফজরের উদয় পর্যন্ত।"

حٰمٓ ۝ وَالْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِیْنَ ۝ فِیْهَا یُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیْمٍ ۝ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ط اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِیْنَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

—আদদুখান, ১-৬ আয়াত

"হা মীম। এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ, আমি এটি বরকতময় ও কল্যাণময় রাতে নাজিল করেছি। কারণ আমি মানুষকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম। এটা ছিল সেই রাত, যে রাতে আমার নির্দেশে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞোচিত ফায়সালা দেয়া হয়ে থাকে। আমি একজন রাসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।"

যে রাতে আল্লাহতায়ালা পৃথিবীবাসীর জন্য হিদায়াতের কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সে রাতটি মানব ইতিহাসে এক সোনালী রাত হিসেবে গণ্য। মানুষ এ নেয়ামতের চেয়ে বড় কোনো নিয়ামতের যেমন আশা করতে পারে না তেমনি তা তার কল্পনারও বাইরে। এ কিতাব না হলে মানুষের জিন্দেগী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকতো এবং তার ইতিহাসও হতো কালিমায় ভরা। সে জিন্দেগীর ভাল-মন্দ বাছাইতে বঞ্চিত থাকতো।

এ রাতের মর্যাদা মহত্ত্ব সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন যে সাক্ষ্য পেশ করে, বর্ণনার জন্য তাই যথেষ্ট। কুরআনে বলে যে .... রমজান মাসেই কুরআন নাজিল হয়েছে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রমজান মাসের কোনো এক বরকতময় রাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে।

হাদীসে ব্যাখ্যা এসেছে যে, রমজান মাসের শেষ দশ দিনের কোনো এক বেজোড় রাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। নবী (সাঃ) ঐ শেষ দশদিনে ইতেকাফ করতেন। এবং ঐ রাত সমূহে বেশী সময় জেগে তিনি আল্লাহর উপাসনা আরাধনায় মগ্ন থাকতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সাঃ) রমজান মাসের শেষ দশদিনের রাতে বেশী বেশী রাত জেগে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে কাটাতেন। এবং ঘরের অন্যান্যদেরকেও ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দিতেন।

জাকাত ও সাদকা

জাকাতের তাৎপর্য শুধু এইটুকুই নয় যে, তা সমাজের গরীব অনাথদের খাওয়া-পরার একটি ব্যবস্থা মাত্র বরং তা নামাজের পরের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ও দ্বীনের একটি অতি প্রয়োজনীয় রোকন, যা ছাড়া মানুষের দ্বীনদারী ও ঈমানের চিন্তাই করা যায় না।

আরবী অভিধানে জাকাতের অর্থ পবিত্র হওয়া, অগ্রসর হওয়া ও উন্নতি লাভ করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মানুষ যখন খুশিতে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদ খরচ করে, তখন মানুষের অন্তরে এক আত্মতৃপ্তির সঞ্চার হয়ে থাকে। বস্তু প্রীতি ও দুনিয়ার মহব্বত হতে অন্তর পবিত্র হয়ে যায়। আত্মার পবিত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে তাতে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি হয়।

জাকাত দেয়ার মাধ্যমে জাকাত দাতার অন্তরে যে আল্লাহর মহব্বত বর্তমান আছে তা যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি তা বান্দার মনে আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক মহান ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা।

এসব তত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআনে জাকাত বোঝাবার জন্য "সাদকা" ও ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ" বাক্যও ব্যবহার করা হয়েছে। "সাদকা" "সিদক" শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ খালেছ ও সত্য। অর্থাৎ সাদকা এ কথার প্রমাণ দেয় যে, সাদকা দাতার মধ্যে খুলুছিয়াত ও সত্য প্রিয়তা বর্তমান আছে। বলা বাহুল্য যে, সাদকা মানুষের মধ্যে সত্যপ্রীতি ও খুলুছিয়াতের উৎকর্ষ সাধন করে থাকে।

"ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ" অর্থ আল্লাহর পথে খরচ করা। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য খরচ করা। এই ভাষা জাকাতের আসল তাৎপর্য পরিষ্কার করে দেয়।

কুরআন যেহেতু মূল তাৎপর্যের দিকেই লক্ষ্য আরোপ করে থাকে তাই বর্ণিত তিনটি ভাষা একই অর্থ জ্ঞাপনার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু খরচ করে তা যেমন জাকাত, তেমনি সাদকা এবং ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ ও মূল

দৃষ্টিভংগীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে ফেকাহ্ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে পারস্পরিক পার্থক্য রয়েছে।[১]

পবিত্র কুরআনে প্রায় স্থানেই নামাজের সাথে জাকাতের উল্লেখ করে দ্বীনের মধ্যে জাকাতের গুরুত্ব পরিস্কার করে দিয়েছে। এবং বান্দার ঈমানের পরেই ঐ নামাজ ও জাকাতের দাবী পেশ করে এ রোকনদ্বয়ই যেন পূরা দ্বীন এ তত্ব বোঝাবার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। পরন্তু ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি পভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ হাকীকাতই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর যাবতীয় বিধান দুই ভাগে বিভক্ত। এর এক ভাগের সম্পর্ক আল্লাহর হকের সাথে এবং অপর ভাগের সম্পর্ক বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহর বন্দেগীর হক মজবুত করে ও বান্দার হক সমূহ যথাযথ আদায় করে মানুষের পুরা দ্বীনদার হতে হয়। এ উভয় দিক যথাযথ ঠিক রাখার জন্য এবং সে অনুযায়ী পুরা জিন্দেগী গঠন কল্পে বান্দার ওপর নামাজ ও জাকাত ফরজ করা হয়েছে।

যারা জাকাত দেয় না কুরআন তাদেরকে মূল জ্ঞানে বঞ্চিত ও আখেরাতে অভিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেছে। এবং জাকাত না দেয়াকে কুফরী ও শিরেকী চরিত্র বলে ঘোষণা করেছে। এবং জাকাত বিমুখ লোকদেরকে পরকালে এমন কঠিন শাস্তি ভোগান্তির খবর শুনিয়েছে, যা শুনলে দেহ মন আতংকে কেঁপে ওঠে। অপর দিকে জাকাত যথাযথ আদায় করাকে ঈমানের আলামত ও সাক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এ ধরনের ঈমানদার লোকদের জন্য ইহ্‌কালে শান্তি স্বস্তি ও পবিত্র জীবন যাপনের ব্যবস্থা করার ও পরকালে বড় রকমের প্রতিদান, খায়ের বরকত ও নেয়ামতে ভরা জান্নাত প্রাপ্তির সুখবর শুনিয়েছে।

টিকাঃ (১) ফেকাহ্ শাস্ত্রে জাকাত ও সাদকা শব্দে পার্থক্য বিদ্যমান। ফেকাহের পরিভাষায় জাকাত বলে ঐ সাদকাকে, যা খরচ করা ফরজ। মালদার মুসলমানদের যে পরিমাণ খরচ না করলে তার ঈমান ও দ্বীনদারী গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত হয় না তা জাকাত। এ জাকাত ছাড়া মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা কিছু খরচ করে শরীয়তের দৃষ্টিতে যা পছন্দনীয় ও কাম্য এবং আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজন এবং দ্বীনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অপরিহার্য করণীয়, কিন্তু ফরজ নয়, তাকে সাদকা বলে। কুরআন ও হাদীসে এ সাদকা দানের জন্য মুসলমানদের বিশেষভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বান্দা অপরাধ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে।

কুরআনে জাকাতের গুরুত্ব

পূর্ববর্তী নবীদের দ্বীনে জাকাত

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج وَ كَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ o

–আল আম্বিয়া, ৭৩ আয়াত

"তারা আমার হুকুম অনুসারে হেদায়াত দান করছিল এবং আমি তাদেরকে ওহীর সাহায্যে নেক কাজের এবং নামাজ কায়েম করা ও জাকাত দেয়ার হেদায়াত দান করলাম। আর তারা ছিল আমার ইবাদাত গুজার।"

এ আয়াতের কয়েক আয়াত পূর্বে হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) এর আলোচনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা তাদেরকে যে আসমানী কিতাব দান করেছিলেন তা হক ও বাতিল পরখ করার কষ্ঠি পাথর সদৃশ ছিল। তা সত্য পথের সন্ধান দাতা আলো ও মানুষকে তার সঠিক মর্যাদা বোঝাবার স্মারক রূপে ছিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তার জাতির শিক্ষা মূলক কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ যে নিজ হুকুমে প্রজ্জলিত অগ্নি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে শীতল করে দিয়েছিলেন, সে বিশেষ অনুগ্রহের উল্লেখও সে আলোচনায় রয়েছে।

প্রসংগ ক্রমে সেখানে হযরত লুত, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুব (আঃ) প্রমুখের আলোচনা পেশ করা হয়েছে। পরিশেষে সেখানে আল্লাহতায়ালার ঐ আয়াতের উল্লেখ রয়েছে যাতে আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, আমি এই সব নবীকেই নেক আমল করার, নামাজ কায়েম করার ও জাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ পুর্ববর্তী সব নবীর শরীয়াতেই জাকাত প্রদান ফরজ ছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের হেদায়েত আল্লাহতায়ালা সব সময়ই দিয়ে এসেছেন।

وَ اِذَا أَخَذْنَا مِيْثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللّٰهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِىْ الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوْا الزَّكٰوةَ ○

—আল বাকারা, ৮৩ আয়াত

"স্মরণ করো, যখন আমি বানী ইসরাইলের কাছ থেকে অংগীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামী করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে উপদেশ দিবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে, (সামান্য কায়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে)"

বানী ইসরাইল থেকে অংগীকার গ্রহণের কথা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরায়ে বাকারায় সে অংগীকার সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মেধ্যে নামাজ কায়েম করা ও জাকাত দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

কুরআনে অন্যত্র আর একখানে বানী ইসরাইল থেকে নেয়া অংগীকারের উল্লেখ করে পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, তাদের গুনাহ সমূহের ক্ষমা পাওয়া, আল্লাহর সাহায্য লাভ ও পরকালে জান্নাত প্রাপ্তি এ সব কিছু নির্ভর করছে, তাদের পরবর্তী নবীর ওপর ঈমান এনে তার সাহায্য সহযোগীতা করা ও নামাজ কায়েম করা এবং জাকাত দেয়ার ওপরে।

وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ط لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ ءَامَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهٰرُ ج ○

—আল মায়েদা, ১২ আয়াত

"আল্লাহ বানী ইসরাইলদের নিকট হতে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বার জন নকীব নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেনঃ আমি তোমাদর সংগেই রয়েছি, তোমরা যদি নামাজ কায়েম রাখ, জাকাত দাও এবং আমার নবীদেরকে মান্য করতে, তাদের সাহায্য ও শক্তি বৃদ্ধি করতে ও তোমাদের আল্লাহকে ঋণ দান করতে থাকো তবে নিশ্চিত বিশ্বাস রেখো আমি তোমাদের অন্যায় কাজ ও দোষত্রুটি দূরীভূত করে দেব, এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগীচায় বসবাস করাবো যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।"

হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি নির্দেশ

সুরায়ে মারিয়ামে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) নিজের পরিচিতি পেশ করতে গিয়ে পরিস্কার করে বলেছেন যে, আমার মহান প্রভূ আল্লাহ্ আমাকে জীবন ব্যাপী নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

وَ أَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ○

–মরিয়ম, ৩১ আয়াত

"(ঈসা (আঃ) বলেনঃ) আল্লাহ আমাকে নামাজ ও জাকাত দেয়ার নিয়ম পালনের হুকুম করেছেন যতদিন আমি জীবিত থাকবো।"

এ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) নিজের নবুয়াত প্রাপ্তির ঘোষণা করতে গিয়ে একথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ আমাকে নামাজ ও জাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত অনুষ্ঠান বহাল রেখে চলবো। ঈসা (আঃ)-এর এ বক্তব্যে বোঝা যায় যে, নবুয়াত দানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র হেদায়াত নামাজ কায়েম করা ও জাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর তাকীদ

وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ○

–মরিয়ম, ৫৫ আয়াত

"হযরত ইসমাইল (আঃ) নিজের ঘরে লোকদেরকে নামাজ ও জাকাতের হুকুম দিতেন। সর্বোপরি তিনি তার আল্লাহর নিকট এক পছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন।"

অর্থাৎ হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর শরীয়াতে নামাজ ও জাকাত এই দুটি মৌলিক ইবাদাত পালন ফরজ ছিলো। এজন্য তিনি তার অনুসারীদেরকে এ দুটি ইবাদাত যথাযথ পালন করার জন্য জোর তাকীদ করতেন।

হেদায়াত প্রাপ্তি জাকাত প্রদানের ওপর নির্ভরশীল

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

–আল বাকারা, ২-৩ আয়াত

"(এই কিতাব) পরহেজগার লোকদের জন্য পথ প্রদর্শনকারী, যারা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ কায়েম করে। আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে খরচ করে।"

জাকাতের গুরুত্ব বোঝাতে এর চেয়ে আর বড় কথা কী হতে পারে যে, আল্লাহর কিতাব হতে মানুষের হেদায়াত প্রাপ্তি তার এ জাকাত প্রদান গুণের ওপর নির্ভরশীল। এ জাকাত প্রদান গুণটি অর্জন করা ছাড়া কারো হেদায়াত লাভ হতে পারে না। সংকীর্ণ মনা, কৃপন, অর্থ লিপ্সু ও সম্পদের গোলাম, যে নিজের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছুই ত্যাগ করতে রাজী নয় সে হেদায়াত লাভের যোগ্য নয়। বরং যে উদারমনা, দাতা, এবং অপরের হক প্রদানে মুক্ত হস্তে এবং আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ খুশী মনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকল্পে কুরবানী করতে সক্ষম সে-ই হেদায়াত লাভে ধন্য হবার যোগ্য।

জাকাত এবং সত্যের সাক্ষ্য

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ج فَأَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَءَاتُوْا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ۝

–আল হাজ্জ, ৭৮ আয়াত

"আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম "মুসলীম" রেখেছিলেন, আর এই (কুরআনেও) তোমাদের এই নাম। যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়, আর তোমরা সাক্ষী হও, সমস্ত লোকের জন্য। অতএব নামাজ কায়েম কর, জাকাত দাও এবং আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।"

দুনিয়ার মুসলীম জাতির উত্থান ও তাদেরকে "মুসলীম" উপাধিতে ভূষিত করনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তারা নবীর অবর্তমানে মহা সত্যের সাক্ষ্য দানের ফরজ দায়িত্বটি যথাযথ পালন করবে। রাসূল (সাঃ) যে ভাবে নিজের কথা ও কাজের দ্বারা দ্বীনকে তাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন, তারাও নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তা' অন্যদের নিকট যথাযথ পৌঁছে দেবে। এ গুরু দায়িত্বটি যথার্থ পালন করার জন্য তাদের জীবনে তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমল অপরিহার্য। আর তা হচ্ছে, নামাজ কায়েম রাখা, জাকাত ব্যবস্থা বহাল রাখা এবং আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখা।

জাকাতের প্রাণ শক্তি হচ্ছে আপনি আল্লাহর সত্ত্বাকে আপনার ভালবাসার কেন্দ্রে পরিণত করে নেবেন। তাঁর মোকাবেলায় সব কিছুর ভালবাসা মহব্বতকে মন থেকে দূর করে দেবেন এবং আল্লাহর বান্দাদের হক সমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করবেন ও তাদের ব্যাপারে নিজের মধ্যে কুরবানীর প্রবণতা বজায় রাখবেন। এ গুনাবলী আয়ত্ব করা ছাড়া কারো পক্ষে আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি মহা সত্যের সাক্ষ্য দেবার কঠিন দায়িত্বও পালন করা তার দ্বারা বাস্তবায়িত হতে পারে না। যার জন্য তাকে "মুসলীম" খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, জাকাত মানুষের মধ্যে এই সব গুন সৃষ্টির ব্যাপারে যোগ্যতা দান করে থাকে, তাকে সত্যের সাক্ষ্য দিতে তৈরী করে।

জাকাত সফলতার মাধ্যম

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ○

–আল মু'মিনুন, ১-৪ আয়াত

"নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ করেছে ঈমান গ্রহণকারী লোকেরা, যারা নিজেদের নামাজে ভীতি ও বিনয় অবলম্বন করে। যারা অর্থহীন কাজ হতে দূরে থাকে। যারা জাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হয়।"

জাকাতের পন্থায় কর্মতৎপর হওয়া মানে সে পবিত্রতা অর্জনের সব আমলের সার্বিক অনুসরণ করে। সে নিজের ধন-সম্পদের মধ্য হতে আল্লাহর হক বের করে দিয়ে সম্পদকে পবিত্র করে নেয়। সাথে সাথে নিজের অন্তরকেও ধন-লিপসা এবং অন্যান্য কু-প্রবণতা হতে পবিত্র করে নেয়। এরূপ আত্মশুদ্ধির প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তার মন-মগজ, চরিত্র ও কার্যকলাপে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে। ফলে তার পুরা কার্যপ্রণালী ও জিন্দেগীই নিস্কলুষ হয়ে যায়। যা তার পার্থিব সফলতার যেমন নিশ্চয়তা ঘোষণা করে তেমনি আল্লাহ তাঁর জান্নাতের জন্য তাকে কবুল করে নিয়েছেন তা ব্যক্ত করে।

জাকাত লোকসান বিহীন ব্যবসা

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلاَنِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ٥ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ٥

—আল ফাতির- ২৯, ৩০ আয়াত

"যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না। পরিনামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরাপুরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল গুনগ্রাহী।"

দুনিয়ার সীমাবদ্ধ জীবনকাল ও তার সাজ সরঞ্জামই মানুষের পুঁজি। কুরআন একে জান ও মাল অর্থে ব্যবহার করেছে। কাফির ব্যক্তি তার ঐ জান মালের পুঁজি দুনিয়ার বৈষয়িক উন্নতির কাজে নিয়োজিত করে। পক্ষান্তরে ঈমানদার ব্যক্তি ঐ পুঁজিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী পুরস্কার প্রাপ্তির কাজে নিয়োগ

করেন। কুরআন এই ব্যবহার পদ্ধতিকে ব্যবসা করণ প্রক্রিয়া হিসাবে বিশ্লেষণ করে বলে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও তার ক্ষনস্থায়ী নেয়ামতরাজিকেই সবকিছু মনে করে নিজের জান-মালের পুঁজি এর পিছনে নিয়োজিত সে এক বড় ধরনের লোকসানের ব্যবসা করে। সে তার মহামূল্যবান পূঁজিকে এমন নগন্য, ধ্বংসশীল ও সীমাবদ্ধ উপকার লাভের পিছনে নিয়োগ করে যা চরম ভিত্তিহীন যা মাত্র একবারই পাওয়া যায় এবং হারাবার পরে পুর্নবারে আর পাওয়া যায় না। কারণ এর সুযোগ কেবল একবারই আসে।

অপর দিকে লোক তার এই মহামূল্যবান পুঁজিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী জীবনের কল্যান ও শান্তি লাভের কাজে নিয়োগ করেন, তিনি মূলতঃ এমন এক লাভজনক ব্যবসা করেন যা কখনো যেমন ধ্বংস হবে না, তেমনি সব রকমের লোকসানের সংশ্রয় সন্দেহ হতে মুক্ত ও পবিত্র। নামাজ ও জাকাত ঐ জান-মালের ব্যাপক কুরবানীর প্রতিনিধিত্বশীল দুটি ইবাদাত অনুষ্ঠান। এতদ উভয়ের যথাযথ পালন এ কথার প্রমাণ পেশ করে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জান-মালের পুঁজি লাভ জনক ব্যবসায় নিয়োগ করে রেখেছেন। মূলতঃ এ এমন ব্যবসা যার ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যিনি মূল্য প্রদানে এমন উদার হস্ত যা মানুষ কল্পনাও করতে পারেনা। সুরায়ে তাওবায় একথাটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা মু'মিনদের নিকট হতে তাদের হৃদয় মন ও তাদের মাল সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। চিন্তা করে দেখার বিষয় যে, সীমাবদ্ধ ধ্বংসশীল জান-মালের বিনিময়ে চিরস্থায়ী অসীম নেয়ামতে ভরা জান্নাত প্রাপ্তি কত বড় লাভ জনক সার্থক ব্যবসা।

জাকাতের মহা মূল্যবান পুরস্কার

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

–আল বাকারা, ২৬১ আয়াত

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল ও সর্বজ্ঞ।"

এ আয়াতে জাকাতের অগনিত প্রতিদানের ব্যাপারটা ঈমান উদ্রেককারী এক উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা একটি মাত্র দানা জমিনে বপন করার পর তা হতে কোটি কোটি দানা ফেরৎ লাভ করে থাকি। ফলে আমাদের ভান্ডার কানায় কানায় ভীর্ত হয়ে যায়। চিন্তার বিষয় যে, যে আল্লাহ্ আমাদের একটি মাত্র দানাকে এ দুনিয়ায়ই কোটি কোটি দানায় বৃদ্ধি করে আমাদের ভান্ডার বার বার পরিপূর্ণ করে দেন, তিনি আখেরাতে পাবার আশায় তার উদ্দেশ্যে কেউ কিছু খরচ করলে তা কি ব্যর্থ করে দেবেন? না, তিনি অবশ্যই এর অগণিত প্রতিদানে দাতাকে ধন্য করবেন। আমরা যে পরিমান খুলুছিয়াত ও গভীর আশা নিয়ে তার উদ্দেশ্যে তার পথে খরচ করবো, মহান উদার আল্লাহ্ উহার ভিত্তিতেই আমাদের আমলকে বাড়িয়ে এমন বড় ধরনের প্রতিদান প্রতিফল দানে আমাদের ধন্য করবেন, যার কল্পনাও আমরা এ দুনিয়ায় বসে করতে পারি না।

প্রকৃতপক্ষে জাকাতের আসল পুরস্কার আমাদের আখেরাতের অসীম জীবনেরই লাভ হবে। সেজন্য পার্থিব জীবনেও এর বরকত হতে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে না।

জাকাত এবং সূদের আর্থিক ও চারিত্রিক ফলাফল

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ

–আল বাকারা, ২৭৬ আয়াত

"আল্লাহতায়ালা সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খায়রাতকে বর্ধিত করেন।"

জাকাত-সাদকায় মানুষ নিজের পরিশ্রমলব্ধ মাল-সম্পদ খরচ করে থাকে। আর সুদে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জমা করে। দৃশ্যতঃ সুদে সম্পদ বাড়ে আর দান-সাদকায় কমে যায় বলে মনে হয়। কিন্তু কুরআন এর রহস্য উদঘাটন করে বলে যে, বিষয়টা সম্পূর্ণ বিপরীত। সুদে মূলত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে হ্রাস পায়। এবং সাদকা বৃদ্ধি পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সাদকা-খায়রাত মানবতার ক্ষেত্রে রহমত বিশেষ, আর সুদ

এক জঘন্যতম অভিশাপ। সুদ মানুষকে পাষাণ হৃদয়, স্বার্থপর, কৃপন ও সংকীর্ণমনা বানায়। সুদ মানুষের মধ্যে সব ধরনের কুস্বভাব বিকাশের বাহক। বিপরীত পক্ষে জাকাত সাদকা মানুষকে মহৎ, উদারমনা, দরদী, ও সহানুভূতিশীল চরিত্রে ভূষিত করে। তার মধ্যে প্রশংসনীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়।

যে সমাজের লোকদের মধ্যে বর্ণিত নিন্দনীয় খারাপ স্বভাব চরিত্রের বিকাশ পায়, যে সমাজের ধন সম্পদ কতিপয় স্বার্থপর, পাষাণ আত্মা, অর্থ লিপ্সু ও কৃপন লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে যায়। সে সমাজ কখনো সচ্ছন্দ ও উন্নতির দিকে এগুতে পারে না।

বিপরীত পক্ষে যে সমাজে ধন-সম্পদের, উপযুক্ত বন্টন ব্যবস্থা বর্তমান, যেখানে সম্পদ থেকে সমাজের সকলেই উপকৃত হবার সুযোগ পায়, যেখানে সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার সকলের সমান, ফলে সকলে মিলে সেখানে গোটা সমাজের উন্নতি কল্পে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে বৃদ্ধিতে নিজের মন-মগজ, যোগ্যতা প্রতিভা ও শ্রম খাটাতে পারে, সে সমাজে মানুষের কাংখিত সুখ-স্বাচ্ছন্দে সমৃদ্ধ হয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে যায়, সুদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় তার কল্পনাও করা যায় না।

কেননা, সম্পদের আমদানী রফতানীর গন্ডী যত ব্যাপক ও প্রসারিত হয়, সম্পদ থেকে উপকৃত হবার ও একে বাড়াবার ক্ষেত্রে যত বেশী বেশী লোকেরা শ্রম শক্তি নিয়োজিত হয় ততই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হতে থাকে।

এ রহস্যময় বক্তব্য আল্লাহতায়ালা অন্য একখানি আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

–আর রুম, ৩৯ আয়াত

"লোকদের অর্থে সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে- এই জন্য তোমরা যে সুদ দাও তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে জাকাত দাও, মূলত এই জাকাত দানকারীই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে।"

হাদীস শরীফে এসেছেঃ যদি কোনো মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি খেজুরও সাদকা করেন, আল্লাহ একে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে পাহাড় সমান করে দেন।

জাকাত দানের পরিনাম চিরস্থায়ী শান্তি লাভ

إِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَ أَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

–আল বাকারা, ২৭৭ আয়াত

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, নামাজ কায়েম করেছে এবং জাকাত দান করেছে, তাদের পুরস্কার তাদের পালন কর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"

অর্থাৎ এদের মধ্যে না আখেরাতের নেয়ামতরাজি নিঃশেষ হয়ে যাবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় দেখা দেবে আর না দুনিয়ার জীবনের নেক আমল সমূহ ব্যর্থ হয়ে যাবার কোন দুশ্চিন্তার উদ্রেক হবে। কেননা এদের ঈমান, নামাজ ও জাকাত দানের কল্যাণে মন মাঝে চিরস্থায়ী শান্তি স্বস্তি বিরাজ করবে।

ক্ষমা ও জ্ঞান দান

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلاً وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ج وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىْ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

–আল বাকারা, ২৬৮-২৬৯ আয়াত

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ হতে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সুবিজ্ঞ। তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন। এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর সম্পদ লাভ করে।"

মু'মিন ব্যক্তির জ্ঞানই সব চেয়ে বড় সম্পদ এবং পুঁজি। এর দ্বারা সে জীবনের প্রত্যেকটি প্রয়োজন যেমন পূরণ করে নেয়, তেমনি জীবনের প্রত্যেকটি জটিল সমস্যার সঠিক সমাধানে উপনীত হয়। ফলে সে সঠিক পথ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। জীবন পথের জটিল হতে জটিলতর বাঁকে এবং সংকীর্ণ ও সংগীন অবস্থায়ও এর কল্যাণে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে হকের ওপর সুদৃঢ় থাকে।

তাজকিয়ায়ে নাফস (আত্মশুদ্ধি)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا ○

–আত তাওবা, ১০৩ আয়াত

"হে নবী, তাদের ধন-মাল হতে সাদকা নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র কর এবং (নেকীর পথে) তাদেরকে অগ্রসর কর।"

আল্লাহতায়ালা সে সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাকাত ফরজ করেছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের আত্মার সংশোধন করা। কৃপনতা, লোভ-লালসা এবং দুনিয়া পূজার মত সকল খারাপ প্রবণতা হতে আত্মাকে পবিত্র করে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টি করা, যাতে তার আত্মিক উন্নতির পথ গ্রহণ করা সহজতর হয়।

জাকাতের এই মৌলিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যক্ত কল্পে কুরআনের অন্যত্র এক আয়াতে এ ভাবে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَسَيُجَنَّبُهَا الاَتْقَى ٥ اَلَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهُ يَتَزَكَّى ٥

–আল লাইল, ১৭-১৮ আয়াত

"আর যে পরম মুত্তাকী নাফসের পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে তাকে (জাহান্নামের আগুণ) থেকে দূরে রাখা হবে।"

জাকাতের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের আত্মার সংশোধন সংস্কার সাধন, এ সব আয়াতের বর্ণনায় তা পরিস্কার করে দিয়েছে। জাকাত ব্যবস্থা মূলতঃ মানুষের আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের এক মোক্ষম হাতিয়ার। সমস্ত অসৎকর্ম উৎস মূল হচ্ছে, মানুষের দুনিয়া পূঁজা প্রবণতা। আর এই দুনিয়ার দিকে মানুষকে আকর্ষন করার সব চেয়ে মারাত্মক লোভনীয় ও শক্তিশালী বস্তু হচ্ছে ঐ ধন-দৌলত। এ জন্যেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার উম্মতের জন্য এই ধন-দৌলতকে ফেতনা বলে ঘোষণা করেছেন।

জাকাত ব্যবস্থা সম্পদ পূজার সব রকমের নিকৃষ্ট প্রবণতা হতে আত্মাকে পবিত্র করে সেখানে আল্লাহর মহব্বত বসিয়ে দেয়, এবং হক ও নেকের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে। জাকাত কেবল দুনিয়া পূজার মোহ মুক্তিই সাধন করে না, সাথে সাথে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য করার আগ্রহ উদ্যম মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে তৈরী করে থাকে। কেননা, জাকাত দাতার কামনাই থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, যার জন্য সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগী অপরিহার্য, যাতে সে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়।

وَ مِنَ الاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُمَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ط اَلاَ اِنَّهَا قُرْبَةٌلَّهُمْ ط سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

–আত তাওবা, ৯৯ আয়াত

"এই মরুচারী বেদুঈনদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, আর যা' কিছু খরচ করে তাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং রাসূলের দিক হতে রহমতের দোয়া লাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। হ্যাঁ তা অবশ্যই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে নিজের রহমতে দাখিল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমতাদানকারী ও করুণাময়।"

অনাথদের জিম্মাদারী

وَ فِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ○ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

–আল মায়ারিজ, ২৪-২৫ আয়াত

"মু'মিনদের ধন-সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে।"

মু'মিনদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তাদের আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা শুধু নিজেদের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করার জন্য নয়, বরং তাতে সমাজের গরীব অভাবী ও অনাথদের অধিকার রয়েছে। সে অধিকার স্বীকার করে তা দিয়ে দেবার পর সম্পদ থেকে ফায়দা গ্রহণ করা কর্তব্য।

তারা মনে করে যে, আল্লাহ আমাদের সম্পদশালী করে যে দান-সাদকা প্রদানের

জন্য উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করেছেন, তার তাৎপর্য হচ্ছে যে, আমরা সমাজের অভাবী অনাথদের অভাব মোচনের জিম্মাদারী গ্রহণ করবো। অর্থাৎ জাকাত ব্যবস্থা সমাজের অভাবী অনাতদের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত এক ফলপ্রসু ব্যবস্থা। সুরায়ে বাকারায় বর্ণিত হয়েছেঃ

وَ اٰتَی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهٖ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ لا وَالسَّائِلِیْنَ وَ فِی الرِّقَابِ ج ٥

–আল বাকারা, ১৭৭ আয়াত

"খাঁটি সৎ কর্মশীল তারা, যারা নিজেদের প্রিয় ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য ব্যয় করে।"

অর্থাৎ সমাজের গরীব, অভাবী ও অনাথদের অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণ করাও আল্লাহতায়ালার মু'মিনদেরকে জাকাত সদকা দানের নির্দেশ দেয়ার এক বিশেষ লক্ষ্য। এর ফলে সমাজের সকল সদস্য ধন-সম্পদ থেকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ পেয়ে সামাজিক জীবনে সকলেই শান্তি-স্বস্তি লাভে ধন্য হতে পারে।

আল্লাহর দ্বীনের জন্য সাহায্য

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَجٰهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ج ٥

–আত তাওবা, ৪১ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা বের হও, হালকা ভাবে বা ভারী ভারাক্রান্ত হয়ে, আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ নিবেদিত করে।"

হালকা এবং ভারী হবার তাৎপর্য হচ্ছে যে, তোমার নিকট জিহাদের উপযোগী রসদ-সামগ্রী ও অস্ত্র মজুদ থাকুক বা তুমি রিক্ত হস্ত হও তোমার মধ্যে জিহাদ করার মতো দৈহিক শক্তি-সামর্থ থাকুক বা তুমি দুর্বল হও এক কথায় যে অবস্থায়ই থাকনা কেন আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়। এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও মজবুত করতে ও কুফরী শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে নিজের জান-মালের কুরবানী দাও। বস্তুত আল্লাহর পথে ধন-মাল খরচ করার এটি একটি মহা সুযোগ, বিশেষ ব্যবস্থা। তাই আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী ও কায়েম করার জন্য যে আন্দোলন ও প্রচেষ্টাই চলে তাতে দিল খুলে বেশী বেশী খরচ করা মুমিনদের কর্তব্য।

মোট কথা আল্লাহর দ্বীনের জন্য বেশী বেশী সাহায্য-সহাযোগিতা দানের সুযোগ সৃষ্টি করাও জাকাত দান ব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য। তাই ইসলামে জাকাত ব্যবস্থা জরুরী সামাজিক আইন হিসেবে প্রবর্তিত।

আল্লাহর পথে খরচ না করা ধ্বংসাত্মক নীতি

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ○

–আল বাকারা, ১৯৫ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর পথে ব্যয় কর। আর নিজের হাতে নিজের জীবন ধ্বংস কর না।"

সত্য দ্বীনকে বিজয়ী ও উন্নতি কল্পে চেষ্টা সংগ্রামের কাজে অর্থ ব্যয় করাকে আল্লাহর পথে খরচ করা বলে। দ্বীনের সামগ্রীক দাবী পূরণার্থে ও উহার প্রতিষ্ঠাকল্পে চেষ্টা সাধানায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকা ও ব্যক্তি স্বার্থকে প্রিয় মনে করা জঘন্য রকমের স্বার্থপরতা তো বটেই তদুপরী এটা এক ধ্বাংসাত্মক রীতি-নীতি। জাতীয় ও দ্বীনি বৃহত্তম স্বার্থে অর্থ-কড়ি ব্যয় না করে ব্যক্তি স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া মূলতঃ নিজেরও বিপর্যয় ডেকে আনা।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ○ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

–আত তাওবা, ৩৪-৩৫ আয়াত

"অতি পীড়াদায়ক আজাদের সুসংবাদ দাও সেই লোকদের যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁজি করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না। একদিন অবশ্যই হবে যখন এই স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওপর জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং পরে উহার দ্বারাই সেই লোকদের কপাল ও পার্শ্বদেশে এবং পিঠে চিহ্ন দেয়া হবে, এই হচ্ছে সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চিত করছিলে। নাও, এখন তোমাদের সঞ্চিত সম্পদের স্বাধ গ্রহণ কর।"

নবী (সাঃ) এই ভয়াবহ আজাবের চিত্র এভাবে অংকিত করেছিল যে, যে ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ রৌপ্য মজুদ থাকবে এবং তা হতে আল্লাহর হক আদায় করবে না। কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের সীল তৈরী করা হবে এবং সীলগুলিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে ঐ ব্যক্তির কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। এ কাজ পুরা কিয়ামতের দিন ব্যাপী বার বার চলতে থাকবে। আর কিয়ামতের দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছর সময়কাল।

সহীহ বুখারী শরীফে অন্য এক হাদীসে আরো ভয়ংকর এক আজাবের বর্ণনা এসেছেঃ নবী (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালা ধন-সম্পদ দিয়েছেন আর সে এর জাকাত দেয়নি। কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদ এক বিষধর সর্পে পরিণত হবে

যার মস্তকে দুটি কাল তিলক থাকবে। তা ঐ ব্যক্তি গলদেশ বেষ্টন করে গালে দংশন করতে থাকবে ও বলবে যে, "আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন ভান্ডার।" অতঃপর নবী (সাঃ) সুরায়ে আল ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا ءَاتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ○

–আল ইমরান, ১৮০ আয়াত

"আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তার পরও তারা কার্পন্য করে, তারা যেন এই কৃপনতাকে নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে, এটা তাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ।" কৃপনতা করে তারা যা কিছু জমাচ্ছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হবে।"

জাকাতের আদব

মনে রাখা দরকার যে, পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত পথে জাকাত আদায় করলেই কেবল আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য ও সওয়াব, পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহর পথে খরচ করার সময় বান্দার নিজের এ বিষয় অবশ্যই আত্ম সমালোচনা করে দেখা দরকার যে এর মাধ্যমে তার মূল লক্ষ্য আত্মশুদ্ধির বিকাশ সার্থক ভাবে হচ্ছে কি না।

০১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে

وَ مَاتُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ○

–আল বাকারা, ২৭২ আয়াত

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না।"

জাকাত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেয়া হচ্ছে এ বিষয়টির ওপর দাতার গভীরভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যেন এর পিছনে ক্রিয়াশীল না হয়। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে রাজী খুশী করার তীব্র বাসনা নিয়ে নিজের পছন্দনীয় সম্পদ খুশী মনে কুরবানী করেন তার এ নেক আমলের উদাহরণ পবিত্র কুরআনে চমৎকার লক্ষ্যণীয়ভাবে ব্যক্ত করেছে।

পরিশুদ্ধ নিয়তের উদাহরণ

وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

–আল বাকারা, ২৬৫ আয়াত

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে

এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো, যাতে প্রবল বৃষ্টি হয় অতঃপর দ্বিগুন ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণেই যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন।"

আয়াতে টিলার ওপরে বাগান হওয়ার দ্বারা এমন জমিন বোঝানো হয়েছে যাতে ফসল উৎপন্নের প্রয়োজনীয় উর্বরা শক্তি যথাযথ বর্তমান রয়েছে। দান-সাদকার ব্যাপারে তেমনি মনরূপ জমিনে ইখলাসরূপ উর্বরা শক্তি বর্তমান থাকা দরকার। প্রবল বৃষ্টিপাতের দ্বারা ঐ ইখলাছের একনিষ্ঠতা ও উৎকর্ষতা বোঝানো হয়েছে। আর সামান্য বৃষ্টিপাতের দ্বারা এর হ্রাস-বৃদ্ধির প্রতি ইংগীত করা হয়েছে।

উর্বর জমিনের বাগ-বাগিচায় যেমন বৃষ্টিপাত কম বেশী যাই হোক ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে, তেমনি মনরূপ জমিনে নেকরূপ ফসলের অবস্থা। নেক কাজে মনে ইখলাস বর্তমান থাকলে কম বেশী সওয়াব সব সময় হতেই থাকবে। আল্লাহ এর মান অনুযায়ী বিনিময় যথারীতি দাতাকে দিতে থাকবেন।

০২. আত্মগর্ব ও প্রদর্শন প্রবণতা পরিহার

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ج وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط ۝

–আল বাকারা, ২৭১ আয়াত

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খায়রাত করো তবে, তা কতইনা উত্তম, আর যদি গোপনে অভাবগ্রস্থদের দিয়ে দাও, ততে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।"

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى لا كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ۝

–আল বাকারা, ২৬৪ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খায়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত, যে নিজেদের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা।"

মানুষের নেক কাজের গর্ব ও প্রদর্শনী এমন এক নিকৃষ্টতম স্বভাব যা তার অতি উন্নতমানের নেক আমলগুলি নষ্ট করে দেয়। অন্য কথায় কোন নেক আমল গর্ব ও প্রদর্শন প্রবণতা ও প্রচার মুক্ত না হলে এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করা হলে, আল্লাহর নিকটের নেক কাজ রূপে তা বিবেচিত হয় না। আল্লাহর দরবারে ঐ আমলের কোন কানাকড়িও মূল্য নেই, যা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা না হয়।

বিবেকের বিচারেও তা যুক্তিযুক্ত যে, আমল যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্য কৃত হয় তখন এর প্রতিদান আল্লাহ দেয়ার প্রশ্ন ওঠে কী ভাবে?

এজন্যই পবিত্র কুরআনে মানুষের নিয়তের ইখলাছ ও পরিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বুখারী শরীফে একটি হাদীস রয়েছেঃ

"কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা, সেদিন যে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে, যারা দুনিয়ার জীবনে এমনভাবে আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ দান-সাদকা করেছেন যে তাদের ডান হাতের কৃত দান-সাদকা বাম হাত পর্যন্ত জানতে পারেনি।"[১]

সহীহ তিরমিজি শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে সর্ব প্রথম তিন ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাদের একজনকে প্রশ্ন করবেন যে, 'হে বান্দা, দুনিয়ায় আমি তোমাকে অজস্র ধন-সম্পদ দান করেছিলাম। বলো, তুমি সে ধন-সম্পদ কাজে ব্যবহার করেছো? জবাবে ঐ বান্দা বলবে যে,

---

টিকা ঃ (১) এখানে মনে রাখা দরকার যে, ফরজ জাকাত প্রকাশ্যে প্রদান করা উত্তম, যাতে সমাজে আল্লাহর ফরজ আমলের চর্চা হয় এবং অপরাপর যাকা দাতারা অনুপ্রাণিত হন। পক্ষান্তরে নফল-সাদকা খায়রাত গোপনে প্রদান করা উত্তম যা দাতার আত্মশুদ্ধির বেশি সহায়ক হয়।

"হে আল্লাহ, আমি তো সে সম্পদ দিন-রাত তোমার পথে দেদার খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন "তুমি মিথ্যা বলছো। ফিরিশতাগণও আল্লাহর স্বপক্ষে ঘোষণা করবেন যে, "তুমি মিথ্যা বলছো। অতঃপর আল্লাহ বলবেনঃ তুমি তো লোকে তোমাকে দাতা বলবে এই উদ্দেশ্যে খরচ করেছো। ফলে দুনিয়ায় লোকজন তোমাকে দাতা বলেছে। এখন আমার কাছে এর কোনো প্রতিদান নেই। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে জাহান্নামে প্রবিষ্টদের অন্তর্ভূক্ত করে জাহান্নামের কঠিন অযাবে নিক্ষিপ্ত করা হবে।"

অপর একখানি হাদীসে তো আরো কঠিন পরিনতির কথা এভাবে বলা হয়েছে যে, লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান-সাদকা করা শিরেকী কাজ, যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

অহংকারী দাতার দান-সাদকার উদাহরণ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ط لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ o

"(যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ব্যয় করে) এ ব্যক্তির দান-সাদকার উদাহরণ একটি মসৃন পাথরের মত, যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিলো। অতপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো অন্তর উহাকে সম্পূর্ণ পরিস্কার করে দিল। অনুরূপ অহংকারী সাদকাকারী সাদকা করে যা কিছু সওয়াব কামাই করে তা তার কোনই উপকারে আসে না। আল্লাহ অকৃতজ্ঞ সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।"

আয়াতে 'কঠিন পাথর' অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির দয়া মায়া ও সৎ নিয়ত শূণ্য অন্তর বোঝানো হয়েছে আর 'বৃষ্টি'র দ্বারা দান সাদকা আর মাটির 'সামান্য আবরন' দ্বারা এর বাহ্যিক অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা শুধু উপরিভাগে দৃশ্যমান।

নিঃসন্দেহে বৃষ্টির কাজ জমিনকে ফসলে তরতাজা করে তোলা। কিন্তু যে জমিনের নিচে কঠিন পাথর থাকার কারণে উর্বরা রহিত হয়, তেমনি অহংকারী দাতা নিজের নরম দিলকে অহংকারের দ্বারা পাথরের মত শক্ত করে দেয় যাতে না থাকে

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য আর না থাকে অনাথ গরীবের প্রতি দয়া-মায়া ও সহানুভূতির কোন প্রেরণা। ঐ পাথরী জমিনের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলে যেমন কোন লাভ হয় না অনুরূপ অহংকারী দান সাদকাও কোন উপকারে আসতে পারে না। প্রথম বৃষ্টি হতেই যেমন পাথরের হালকা আবরন পরিস্কার হয়ে যায়, অহংকারীর দান সাদকাও অনুরূপ রিয়ার কারনে সওয়াব শূন্য হয়ে যায়। বাহ্যদৃষ্টিতে যদিও এ সাদকাকে নেক কাজ বলে মনে হয়। তা পাথরের ওপরের হালকা মাটির আবরনের ন্যায়, যা প্রথম বৃষ্টিতেই সাফ হয়ে ভিতরের কঠিন পাথর বেরিয়ে আসে।

দান-সাদকা আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে দাতার ইহ-পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে, দাতার মনে এর দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যথাযথ বহাল থাকা।

০৩. প্রাধান্য লাভের মনোবৃত্তি পরিহার

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ۝

–আল মুমিনুন, ৬০ আয়াত

"আর যাদের অবস্থা এই যে, তারা দেয়, যারা কিছুই দেয় তাদের দিল এ চিন্তায় কম্পমান থাকে যে, তাদেরকে নিজেদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।"

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ۝

–আল মায়েদা, ৫৫ আয়াত

"(খাঁটি মুমিন তারা) যারা নামাজ কায়েম করে ও জাকাত দেয় এবং আল্লাহর সম্মুখে অবনমিত হয়।"

খাঁটি মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর পথে কমবেশী যা' কিছু খরচ করেন তাতে তার চিন্তা ফিকির ও মনোভাব কী হয়ে থাকে উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে তা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তার মনে নিজের দান-সাদকার ব্যাপারে কোন গর্ব-অহংকার ও প্রাধান্য লাভের স্পৃহা সৃষ্টি হওয়াতো দূরের কথা বরং দান করার সাথে সাথে তার

মনে এই ভয়-ভীতি ও শংকা বিরাজ করতে থাকে যে, না জানি কোন কারনে আল্লাহর নিকট তার এ দান কবুল যোগ্য হয়েছে কিনা, সত্যিকার ভাবে সঠিক অনুপ্রেরণা ও আদব রক্ষা করে এ দান সে করতে পেরেছে কিনা এ দানের বেলায় এমন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে গেছে কিনা যাতে এর কল্যাণ লাভের পরিবর্তে উল্টো কোন অকল্যাণ ও জবাবদিহীর সম্মুখীন তা হতে হয়।

মু'মিন ব্যক্তি কখনো গরীব-অনাথদের ওপরে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রাধান্য বৃদ্ধি কল্পে দান-সাদকা করেন না বরং দান করে সে আরো অধিক বিষয় নম্রতা সহকারে নিজের মাথা অবনমিত করে দেয়। প্রাধান্য লাভের পরিবর্তে নিজেকে অধিক পরিমানে হীন ও নগন্য ভাবতে থাকে।

০৪. প্রত্যাশা শুধুই আল্লাহর ভালবাসা

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا ۝ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝

—আদদাহার, ৮-১০ আয়াত

"(জান্নাতী লোক হবেন তারা, যারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও) আল্লাহর ভালাবাসায় মিসকীন, এতিম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। আর তাদেরকে বলেঃ আমরা তোমাদেরকে কেবল আল্লাহর জন্য খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের নিকট হতে না কোন প্রতিদান চাই, না কৃতজ্ঞতা। আমরা তো আল্লাহর প্রতি সেই দিনের আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, যে দিনটি কঠিন বিপদের অতিশয় দীর্ঘদিন হবে।"

নিজের প্রয়োজনীয় ও মনপুত প্রিয় সম্পদ একমাত্র আল্লাহর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অপরের প্রয়োজনের অগ্রাধিকার দিয়ে দান করাই উত্তম দান।

"নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ তোমার মনে সম্পদের লোভ ও মোহ থাকা

সত্ত্বেও এবং নিজের অভাবে পড়ার আশংকা করলেও যদি দান করো তা হলে সেই দানই হবে উত্তম দান।"

মূলতঃ মু'মিন ব্যক্তির মনে দানের বেলায় এরূপ গভীর আল্লাহর প্রেম এবং কুরবানীই এহেন তীব্রতা থাকার কারণে সে কখনো দান গ্রহীতা থেকো কোনো রকম প্রতিদান প্রত্যাশী হন না। গ্রহীতা থেকে কোন রকম কৃতজ্ঞতা ও কামনা করেন না। নিজের বড়াই বাহাদুরীরও কখনো আকাংখা রাখেন না। বরং মু'মিন তার বিপুল সম্পদ দান করে সদা সর্বদা কেবল আখেরাতের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। এবং বার বার আত্মসমালোচনা করেন যে, তার দান সর্ব প্রকার ত্রুটি মুক্ত হয়েছে কিনা?

০৫. দানের খোটা দিয়ে গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়া অনুচিৎ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَيُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاَذٰى ۝

–আল বাকারা, ২৬২-২৬৪ আয়াত

"যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না, ক্লেশও দেয় না। তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যে দানের পরে কষ্ট দেয় হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা বলা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাব মুক্ত পরম সহনশীল। হে মু'মিনগণ, দানের কথা প্রচার করে ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে নিষ্ফল করো না।"

দান গ্রহীতা দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকলে, দাতার সামনের নত না হলে এবং

তার দানের স্বীকৃতি না দিলে, দাতার নিজ দানের কথা বলে গ্রহীতাকে এসব করার জন্য বাধ্য করাকে "দানের খোটা" বলে। আর "কষ্ট দেয়ার" তাৎপর্য হচ্ছে, দাতার এমন কোন আচরণ গ্রহীতার প্রতি করা যাতে গ্রহীতার মান-সম্মানের ওপর আঘাত আসে, তার দিলে কষ্ট অনুভূত হয় ও নিজেকে নগন্য ভাবতে বাধ্য হয়।

কুরআন এ উভয় আচরণের নিন্দা করে পরিস্কার ঘোষণা করেছে যে, এতে দাতার দান-সাদকার সকল সুফল ধ্বংস হয়ে যায়। ইহ-পরকালীন কোন কল্যাণই দাতার নসীব হয় না।

খাঁটি ঈমানদার দাতার মনে এসব নিন্দনীয় মনোভাব পোষণ তো দূরের কথা এর কল্পনাও আসা উচিৎ নয়। তার মনোভাব বরং এ হওয়া উচিৎ যে, তাকে মেহেরবান আল্লাহ্ যে গরীব-আনাথ মানুষের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ করার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য মহান আল্লাহর সমীপে অপেক্ষাকৃত অধিক বিনীত হয়ে মনে প্রাণে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা।

০৬. কোমল আচরণ

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا ٥

–বানী ইসরাইল, ২৮ আয়াত

"(অভাবী, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফীর) থেকে যদি তোমার মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, তুমি এখনো আল্লাহর প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো তাহলে তাদেরকে বিনয় সুচক জবাব দাও।

وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ٥

–আদ দোহা, ১০ আয়াত

"প্রার্থীকে ধিক্কার-তিরস্কার করো না।"

মানুষ যদি কখনো নিজেই আর্থিক সংকটের শিকার হয়ে পড়ে, ফলে সে প্রার্থী-অনাথদের প্রয়োজন পূরণে দান-সাদকা করতে অপারগ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কোন প্রার্থকে তার ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া উচিৎ নয়। এবং নিজের

সামর্থহীনতার জন্য কারো ওপর দোষারোপ করে নিরাশ হওয়াও অনুচিৎ। বরং আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের ওপর দৃঢ় আস্থা রেখে আবার সচ্ছলতা লাভের আশা পোষণ করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ সব ধন ভান্ডারের মালিক, তিনি হয়তো অচিরেই তাকে সচ্চলতা দানে ধন্য করবেন, যাতে সে আবার আল্লাহর দেয়া সম্পদ আল্লাহর পথে দান-সাদকা করার সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হয়ে যাবে। তাই এরূপ মনোভাব নিয়েই প্রার্থীকে তার এমন কোমল ও মার্জিত ভাষায় জবাব প্রদান করা উচিৎ, যাতে প্রার্থী মনে কোন রকম কষ্ট না পায়, বরং খুশী মনে দোয়া করে বিদায় নেয়।

০৭. মনো উদারতা

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

–আত তাওবা, ৭৯ আয়াত

"(আল্লাহ সেই কৃপন ধনশালী লোকদের খুব ভাল করেই জানেন) যারা আন্তরিক সন্তোষ ও আগ্রহের সাথে দানকারী ঈমানদার লোকদের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কথা বলে এবং তাদের ঠাট্টা করে, যাদের নিকট (আল্লাহর পথে দান করার জন্য) কেবল তা আছে যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেই দান করে। তাদের প্রতি বিদ্রুপকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বিদ্রুপ করেন। এবং তাদের জন্য সর্বাধিক শাস্তি রয়েছে।"

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لأَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ إِنْ تُقْرِضُوْا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ج وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

–আত্ তাগাবুন, ১৬–১৭ আয়াত

"(হে ঈমানদার লোকেরা!) তোমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব হয় আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর শোন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে লোক নিজের মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল শুধু সে-ই কল্যাণ ও সাফল্য প্রাপ্ত হবে। তোমরা যদি আল্লাহকে করজে হাসানা দাও, তবে তিনিই তোমাদেরকে কয়েকগুন বৃদ্ধি করে দেবেন। এবং তোমাদের অপরাধ সমূহ মা'ফ করে দেবেন। আল্লাহ অতীব মূল্যায়নকারী ও ধৈর্যশীল।"

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের তীব্র কামনা বাসনা নিয়ে আল্লাহর পথে যথাসাধ্য ব্যয় করাই ঈমানদার ব্যক্তির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সে যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করার কোন কিছু না পায় তখন তার অন্তরাত্মা এ অপরাগতার জন্য ব্যাথায় কাঁদতে থাকে। বিপরীত পক্ষে মুনাফিক ব্যক্তি ব্যয় হয় অবজ্ঞাভরে দায়ঠেকা মনোবৃত্তি সহকারে। কুরআনের এ আয়াতে (মুনফিকরা আল্লাহর পথে খরচ অবজ্ঞাভরে করে থাকে) এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা যদি অনাথ-অভাবীদেরকে কিছু দেয়, তবে তা দেয় নেহায়েত তাচ্ছিল্য সহকারে ও মনোকষ্ট নিয়ে। তাতে না থাকে আল্লাহকে রাজী খুশী করার কোনো মনোবৃত্তি আর না থাকে অভাবীদের প্রতি মনের কোনো আন্তরিক টান। বরং এ ব্যয়কে তারা জোর জবরদস্তী জরিমানার মতো মনে করে মনোব্যাথায় কাতরাতে থাকে। যেমন কুরআনে পাকে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ

"বদকারদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে খরচ করাকে জরিমানা তুল্য মনে করে।"

মূলতঃ আগ্রহ উদ্যম সহকারে উদার হাতে ব্যয় করতে থাকাই ঈমানদার ব্যক্তির স্বভাব। তার আচরণে কৃপনতা ও সংকীর্ণতার স্থানই হয় না। তাই বলা হয়েছে যে, জীবনে সাফল্য ও সফলতায় ধৈন্য হয়েছে সে যে কৃপনতা ও সংকীর্ণতা হতে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে।"

০৮. হালাল সম্পদ দ্বারা জাকাত প্রদান

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ ۝

–আল বাকারা, ২৬৭ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর পথে তোমরা তোমাদের হালাল সম্পদ ব্যয় করো।"

জাকাত-সাদকা স্বার্থক জাকাত-সাদকার মর্যাদায় উন্নীত হতে দাতার মাল-সম্পদ অবশ্যই হালাল হতে হবে। হারাম মাল দ্বারা জাকাত আদায় করলে তাতে না দাতার জাকাত আদায় হয় আর না হয় দাতার অবশিষ্ট হারাম মাল পাক-পবিত্র।

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ হে জনতা! আল্লাহ যেমন পাক-পবিত্র, তেমনি তিনি বান্দার পাক-পবিত্র মালই গ্রহণ করে থাকেন। (মুসলীন)

০৯. উৎকৃষ্ট মাল ব্যয় করা

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۝

–আল বাকারা, ২৬৭ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে ব্যয় করার বেলায় নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ করো না।"

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۝

–আল ইমরান, ৯২ আয়াত

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর পথে তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পূণ্য লাভ করবে না।"

ঈমানদারের বিশ্বাসই তো এই যে, তারা পরকালীন জীবনের আরাম আয়েশের জন্য তার কেবল ঐ সম্পদই সংরক্ষিত থাকে, যা সে আল্লাহর পথে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরই বিধান মাফিক খরচ করে থাকেন, ফলতঃ এ বিশ্বাস যথার্থ বহাল থাকা অবস্থায় তার পক্ষে কী ভাবে সম্ভব হতে পারে যে, সে এ ক্ষনস্থায়ী জীবনের জন্যে সে তার উত্তম মাল সমূহ খরচ করে বেড়াবে আর চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনের আরাম-আয়েশের খাতিরে কেবল খারাপ মালগুলি বরাদ্দ করতে থাকবে?

"ধন-দৌলত মহান আল্লাহরই দান করা সম্পদ।" এ আকীদায় সত্যিকার আস্থাশীল ব্যক্তির পক্ষে কী ভাবে সম্ভব হতে পারে যে, সে নিজের জন্য এর

উত্তমগুলি বরাদ্দ রেখে, নিকৃষ্টতমগুলি মূল দাতা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য বাছাই করে নেবে?

একটি চিত্তকর্ষক উপমা

যে সব জাকাত সাদকা খাঁটি ঈমানী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে ও এর আদব রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রেখে প্রদান করা হয়। মহান আল্লাহর নিকট তা মূলত জাকাত সাদকাই নয়। ফলে এর বিনিময়ে দাতার পুরস্কার পাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ধরনের দান-সাদকাকারী দাতার পরিনামে অনুতাপ, অনুশোচনাও বিলাপ ছাড়া কিছুই পাবার থাকে না।

পবিত্র কুরআনে এর এক অতি চমৎকার চিত্তাকর্ষক শিক্ষনীয় উপমা পেশ করে বলা হয়েছেঃ

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ لا لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ لا وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

—আল বাকারা, ২৬৬ আয়াত

"তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার একটি খেজুর ও আংগুরের তরতাজা বাগান হবে, এর তলদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত থাকবে। আর এতে সর্বপ্রকার ফল ও ফসল থাকবে এবং সে বার্ধ্যক্যে পৌছবে, যার দূর্বল সন্তান সন্তুতিও থাকবে, এমতবস্থায় এ বাগানে একটি অগ্নিক্ষরা ঘূর্নিঝড় আসবে, যাতে বাগানটি সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহতায়ালা তোমাদের সামনে তাঁর বক্তব্য পরিস্কার করে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।"

সাধারণ মানুষ তার পুরা যৌবন কালের কষ্ট পরিশ্রম লব্ধ ধন-দৌলত ভবিষ্যতে

তার বার্ধ্যক্যে ভোগ-ব্যবহারের আশায় জমা করে রাখে। এমতাবস্থায় ঐ অবসহায় বৃদ্ধ ব্যক্তির দূরাবস্থার কথা চিন্তা করুন, যে তার পুরা যৌবন কাল একটি বাগান তৈরীর কাজে এ আশায় নিয়োজিত করে রেখেছে যে, বার্ধ্যক্যে এর ভোগ ব্যবহারের মাধ্যমে সে উপকৃত হবে। অতঃপর কালের আবর্তে বার্ধক্যে পা দেবার সাথে সাথে সে দেখতে পায় যে, তার পুরা বাগানখানি অগ্নিঝড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন তার নতুন ভাবে বাগান তৈরী করার না শক্তি-সামর্থ ও সুযোগ আছে, আর না আছে তা দূর্বল অসহায় বাচ্চা-কাচ্চাদের এমন সামর্থ যে, তা এ বৃদ্ধ পিতাকে কোন রকম সাহায্য সহযোগীতা করবে। ঠিক এই হতভাগা বৃদ্ধের দূরাবস্থার অনুরূপ করুন অবস্থার সম্মুখীন ঐ ব্যক্তিরও হতে হবে, যে তার পার্থিব জীবনে দান-সাদকা ও নেক কাজের বাগান তৈরী করে সারা জীবন এর সেবা যত্নে নিঃশেষ করে দিয়েছে এই আশায় যে, পরকালীন জীবনে এর সুমিষ্ট ফল-ফলাদি আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হতে পারবে। কিন্তু এখানে পৌঁছেই সে জানতে পারলো যে তার ঐ সাধের বাগানখানি তার বদ-নিয়াত ও দুনিয়া পুঁজা জনিত অপ মনোবৃত্তির কারণে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন না তার নতুন ভাবে বাগান তৈরীর কোন সুযোগ আছে, আর না আছে অপর কারো থেকে কোন সাহায্য-সহযোগীতা পাবার কোন আশা-ভরসা। এ ধরনের ব্যক্তিদের তখনকার দুঃখ অনুশোচনা, বিলাপ আক্ষেপ ও অসহায়ত্বের করুন অবস্থা ভেবে দেখার বিষয় নয় কি?

জাকাত বন্টনের খাত সমূহ

কুরআন জাকাতের আসল প্রাণশক্তি ও এর মৌলিক লক্ষ্য ও গুরুত্ব সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথে তা বিলি-বন্টন করার খাত সমূহেরও বিস্তারিত তালিকা পেশ করে দিয়েছে। সে সব খাতসমূহেই এর বিলি বন্টন হওয়া অপরিহার্য। বর্ণিত সে সব খাত ছাড়া যদি কেউ নিজের খেয়াল-খুশি মত জাকাতের মাল ব্যয় করে, তাহলে তাতে তার জাকাত আদায় করাই হবে না।

জাকাত বন্টনের খাত আটটি

০১. ফকীর

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ ...o

–আত তাওবা, ৬০ আয়াত

"জাকাতের মাল তো কেবল ফকীরদের প্রাপ্য"

শরীয়াতের পরিভাষায় এমন অনাথ-অসহায় ব্যক্তিকে ফকীর বলে, যার মালিকানায় যেমন কোনই মাল-সম্পদ নেই তেমনি নেই কামাই রোজগার করার জন্যে কোন উপায় অবলম্বন। ইয়াতীম, বিধবা, পঙ্গু ও জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এ খাতের আওতাভূক্ত। এককথায় যাদের পার্থিব জীবন ধারণ অপরের সাহায্য-সহযোগীতার ওপর পুরাপুরি নির্ভরশীল, তারাই 'ফকীর' খাতের অর্ন্তভূক্ত।

০২. মিসকীন

وَالْمَسٰكِيْنِ ...o

–আত তাওবা, ৬০ আয়াত

"(জাকাতের মাল) মিসকীনদের জন্যও"

"মিসকীন" বলতে সমাজের ঐ সব গরীব অভাবী লোকদেরকে বোঝায়, যারা প্রয়োজনীয় আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে চরম দূরাবস্থার শিকার হয়ে পড়ে। ফলে স্বাভাবিক জীবন নির্বাহ কল্পে অক্ষম হয় না রোজগারের কোনো উপায় অবলম্বন

যোগাড় করতে সমর্থ হয়, আর না পারে নিজের মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে কারো কাছে খোলাখুলি সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে। ফলতঃ সাহায্য দাতারাও তাদের দূরাবস্থার ব্যাপারে অনুমান করতে অক্ষম হয়ে সাহায্য দিতেও এগিয়ে আসেন না।

এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত গরীব ব্যক্তিরাই অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাহায্যের উপযোগী 'মিসকীন'।

০৩. জাকাত সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ

وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا...ο

–আত তাওবা, ৬০ আয়াত

"(জাকাতের মাল দেয়া যাবে) জাকাত সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের বেতন ভাতার জন্যও।"

এ খাত জাকাতের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ জাকাত সংস্থা যাদেরকে ধনীদের থেকে জাকাত উসুল করা, জাকাতের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও বিলি বন্টনের ব্যবস্থাদী আন্‌জাম দেয়ার জন্য কর্মচারী হিসেবে নিয়োজিত করে, তারা ফকীর মিসকীন না হলেও তাদের বেতন ভাতা জাকাতের মাল হতেই দেয়া যাবে।

০৪. মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ ...ο

–আত তাওবা, ৬০ আয়াত

"(জাকাত দেবে তাদেরকে) যাদের মন জয় করা উচিৎ।"

এই খাতের আওতায় ঐ সব ইসলাম বিরোধী লোকজন শামিল যাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে মুসলিম মিল্লাতের পক্ষে মন জয় করা প্রয়োজন হয়। এর উদ্দেশ্য, ইসলাম বিরোধী জোটে ভংগন সৃষ্টি করা, ইসলামের ক্ষতি সাধন অপতৎপরতা হতে বিরত রাখা, বিরোধীদের তীব্রতা হ্রাস করা বা ইসলামী আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ উৎসাহিত করা এবং নবদীক্ষিত মুসলীম ব্যক্তিকে ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকতে প্রলুব্ধ করা প্রভৃতি।

০৫. দাস মুক্ত করনে

وَ فِى الرِّقَابِ ...○

–আত তাওবা, ৬০ আয়াত

"(আরো জাকাতের মাল দেয়া যায়) ক্রীত দাসকে আযাদ করার জন্যে।"

০৬. ঋণী ব্যক্তিকে

وَالْغَارِمِيْنَ ...○

"(আরো জাকাত দেয়া যায়) ঋণ ভারাক্রান্তদের সাহায্যে।"

এই খাতের আওতায় ঐ সব লোক শামিল যারা ঋণ ভারে জর্জরিত। তারা রোজগারী হোক কি বে-রোজগারী, পুরাপুরি অসহায় হোক কিংবা এমন কিছু পুঁজির মালিক হোক যদ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন মিটিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় না। জাকাতের মাল এ শ্রেণীর লোকদেরও তাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য দেয়া যাবে।

০৭. আল্লাহর পথে

وَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ...○

–আত তাওবা, ৬০ আয়াত

"(এবং জাকাতের মাল) আল্লাহর পথে খরচ করা যাবে।"

আল্লাহর পথে মানে জিহাদের পথে যা ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক। এক কথায় আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে হটিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সত্য দ্বীনকে কায়েম ও বিজয়ী করার প্রচেষ্টারত যাবতীয় কর্মকান্ডের মুজাহিদের সব রকমের প্রয়োজন ও জাকাতের মাল দ্বারা মেটানো যাবে।

০৮. মুসাফীর সহায়তায়

وَابْنِ السَّبِيْلِ ط ...○

–আত তাওবা, ৬০ আয়াত

"(জাকাতের অর্থ) মুসাফীরের প্রয়োজন পূরণেও ব্যয় করা যাবে।"

অর্থাৎ বিদেশ সফরকারীগণ সফর অবস্থায় আর্থিক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে পড়লে, স্বদেশে এবং নিজ বাড়ীতে তারা ধনবান হলেও জাকাতের টাকা তাদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় করা যাবে।

খাত সমূহের বিশ্লেষণ

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ o

–আত তাওবা ৬০ আয়াত

"আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ। আল্লাহ সব কিছু জানেন, তিনি সুবিজ্ঞ ও সুবিবেচক।"

অর্থাৎ জাকাতে বিলি বন্টনের বর্ণিত খাতগুলি স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত খাত। সুতরাং ফরজ জাকাত আদায় করার বেলায় দাতার এতে কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন করার বা একে উপক্ষো করে নিজের খেয়াল-খুশী মত কোন খাত তৈরী করার আদৌ কোন অধিকার নেই। তবে নফল দান-সাদকা করার বেলায় দাতার পক্ষে অধিক সাওয়াব ও কল্যাণ লাভের আশায় প্রয়োজন মত যে কোন ব্যয় করায় দোষণীয় নয়।

সূচনা খণ্ড সমাপ্ত